THE LINDE GROUP

Linde

# সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন

## বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

## আমাদের দর্শন

বাংলাদেশের যেসব ব্যবসায়িক খাতে আমরা নিয়োজিত সেসব খাতে আমরা নেতৃস্থানীয় হিসেবে স্বীকৃত হবো।

## আমাদের মূল্যবোধ

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রয়াস।

গ্রাহকদের কল্যাণে উদ্ভাবন ।

জনবলকে ক্ষমতায়ন।

বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী ।

## আমাদের নীতি

নিরাপত্তা।

সততা।

সম্মান।

দীর্ঘস্থায়ীত্ব।

# সূচীপত্র

## এক নজরে কর্পোরেট


৭৪ কোম্পানির দর্শন
৭৬ আর্থিক ইতিবৃত্ত
৭৭ এক নজরে সারা বছর
৭৭ মূল্য সংযোজিত বিবরণ


## শেয়ারহোল্ডারগণের বিজ্ঞপ্তি


৭৮ কর্পোরেট ইতিহাস
৭৯ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি


## স্ট্যাটরি প্রতিবেদন


৮০ পুঁজি বাজারে কোম্পানি
৮১ পরিচালনা পর্ষদ
৮৪ সভাপতির বিবৃতি
৮৭ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
৯৭ কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা
৯৯ পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী
১০০ নিরীক্ষা কমিটির প্রতিবেদন
১০১ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট


## আর্থিক প্রতিবেদন


১০২ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১০৩ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১০৪ কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১০৫ কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১০৬ কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১০৭ কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১০৮ আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১০৯ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১১০ ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১১১ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১১২ হিসাবের টীকাসমূহ


## সংযোজিত তথ্য


১৩৬ কোম্পানির অবস্থানসমূহ

# আর্থিক ইতিবৃত্ত

| | | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেভিনিউ | টাকা '০০০ | ৩,৮১৭,১২৭ | ৪,০৫৬,২৭৮ | ৩,৯৮৪,৪৮২ | ৩,৯৩৩,১৮৫ | ৪,২৭০,৫৮৫ | ৪,৯৪১,৭৯৯ |
| কর-পূর্ব মুনাফা | " | ৬৬০,৪৯৩ | ১,০০১,৫৮৭ | ৮৫১,০৩৫ | ৮৮১,৩৪৩ | ১,১৯০,৮৩২ | ১,৩০৪,২৬০ |
| ইবিআইটিডিএ (EBITDA) | " | ৭৭৬,৯৯৬ | ১,১৩৮,২৫৫ | ৯৯৪,০৯৫ | ১,০৩১,১০৪ | ১,৩৮১,৭৯৬ | ১,৫১৬,৪৪৮ |
| কর বরাদ্দ | " | ১৮০,৫৭৫ | ২২৫,৫৪৪ | ২৪২,৬৫৯ | ২১৩,০৮৬ | ৩২৪,১১৪ | ১৭১,৪৩২ |
| বিলম্বিত কর | " | -২,৫৯৩ | ৩৭,১৪৮ | -১১,৭৫৬ | ১৭,৭৮৬ | -১৪,৪৮০ | ১৮০,০৯০ |
| আয় | " | ৪৮২,৫১১ | ৭৩৮,৮৯৫ | ৬২০,১৩২ | ৬৫০,৪৭১ | ৮৮১,১৯৮ | ৯৫২,৭৩৮ |
| প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ | " | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ২১৩,০৫৬ |
| অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান | " | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল | " | ২,০১৯,০১০ | ২,২৮৬,১৩৮ | ২,৪৩৪,৫০৩ | ২,৬১৩,২০৭ | ৩,০৩২,৭৫০ | ৩,৫২৩,৬৩৬ |
| শেয়ার মূলধন | " | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ |
| পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ | " | ২০,১৭৪ | ২০,১৭৪ | ২০,১৭৪ | ২০,১৭৪ | - | - |
| শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি | " | ২,১৯১,৩৬৭ | ২,৪৫৮,৪৯৫ | ২,৬০৬,৮৬০ | ২,৭৮৫,৫৬৪ | ৩,১৮৪,৯৩৩ | ৩,৬৭৫,৮১৯ |
| নীট স্থায়ী সম্পত্তি | " | ১,৪৭৪,৮৩৬ | ১,৫০৮,৯৯১ | ১,৫৩৫,১৪৫ | ১,৯১৪,৪০৫ | ২,৫৪৩,৯৩৫ | ৩,২১৮,৬৩৮ |
| অবচয় | " | ১৪৬,১৪৪ | ১৫৭,৪২৫ | ১৬৪,৫৩১ | ১৬২,৬১৭ | ২০১,৮৬৩ | ২১৯,৬৫১ |
| | | | | | | | |
| শেয়ারপ্রতি আয় | টাকা | ৩১.৭১ | ৪৮.৫৫ | ৪০.৭৫ | ৪২.৭৪ | ৫৭.৯০ | ৬২.৬০ |
| পি ই রেশিও-টাইমস | | ১৭ | ১৩ | ২২ | ২৭ | ২২ | ২১ |
| কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত | % | ২২ | ৩০ | ২৪ | ২৪ | ২৮ | ২৬ |
| মোট মুনাফার আনুপাতিক হার | % | ৩৪ | ৩৭ | ৪০ | ৪৩ | ৪৬ | ৪৭ |
| ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস | | - | - | - | - | - | - |
| চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস | | ২.৬০ | ৩.০৮ | ৩.১১ | ২.৪৪ | ১.৫৫ | ১.৬৭ |
| শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ | টাকা | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩৪.০০ |
| লভ্যাংশ | % | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩৪০ |
| শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি | টাকা | ১৪৪.০০ | ১৬১.৫৫ | ১৭১.৩০ | ১৮৩.০৪ | ২০৯.২৮ | ২৪১.৫৪ |
| শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ | " | ৩১.৭৮ | ৫৪.৯১ | ৫০.৮৯ | ৬৭.১৪ | ৭৩.১৮ | ৭৬.১৩ |

## রেভিনিউ

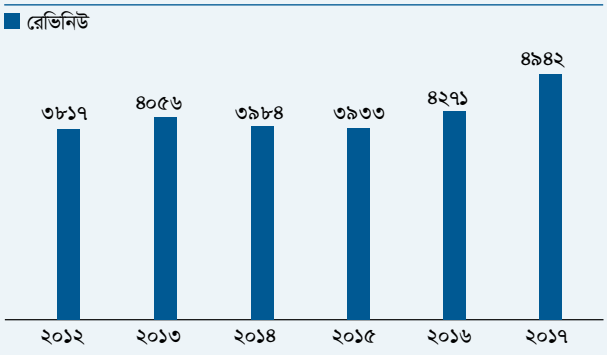


## আয় ও লভ্যাংশ

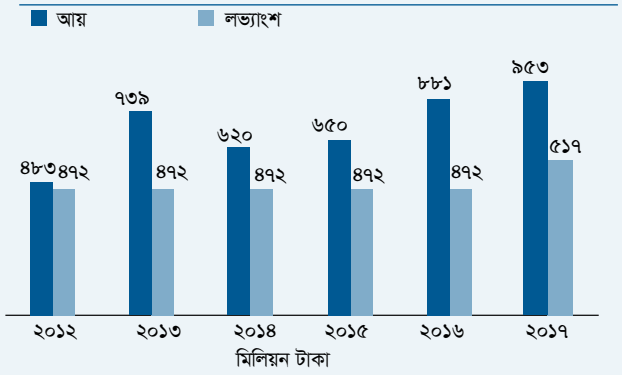


## শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি

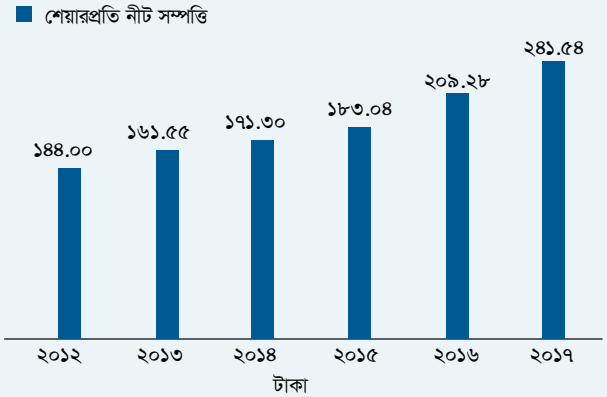


## মূল্য আয়ের অনুপাত

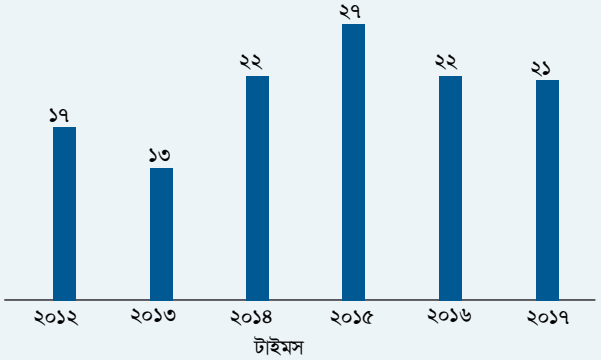

# এক নজরে সারা বছর

| | | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৬ এর তুলনায় পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| রেভিনিউ | টাকা '০০০ | ৪,৯৪১,৭৯৯ | ৪,২৭০,৫৮৫ | ১৫.৭২% |
| কর-পূর্ব মুনাফা | " | ১,৩০৪,২৬০ | ১,১৯০,৮৩২ | ৯.৫৩% |
| আয় | " | ৯৫২,৭৩৮ | ৮৮১,১৯৮ | ৮.১২% |
| শেয়ারপ্রতি আয় | টাকা | ৬২.৬০ | ৫৭.৯০ | ৮.১২% |

## রেভিনিউ, কর-পূর্ব মুনাফা ও আয়

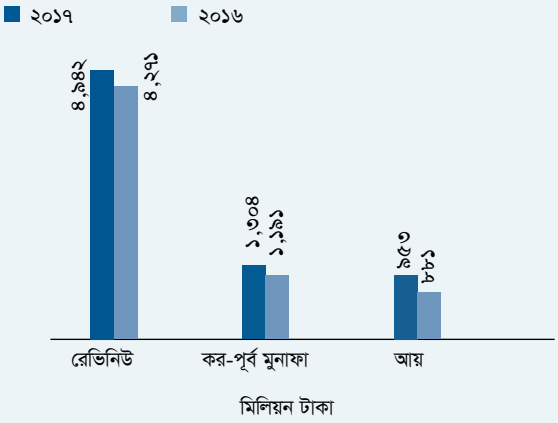


## ২০১৬ এর তুলনায় পরিবর্তন %

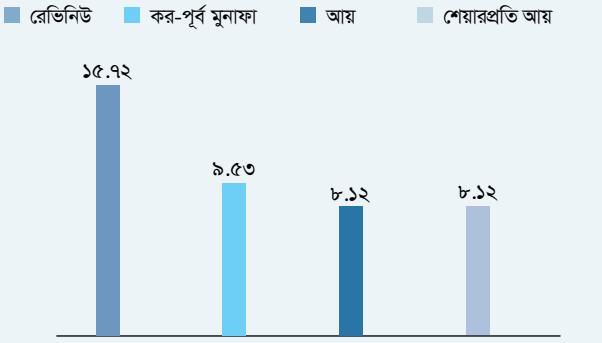


# মূল্য সংযোজিত বিবরণ

| | ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | | ২০১৬ |
| মূল্য সংযোজন | টাকা '০০০ | % | টাকা '০০০ | % |
| টার্ণওভার (করসহ) | ৫,৭৫০,০৬০ | | ৪,৯৬৩,৮১০ | |
| মালামাল ক্রয় এবং সেবাসমূহ | (২,৮০৬,৩৮০) | | (২,৩৭৯,১৮৮) | |
| | ২,৯৪৩,৬৮০ | | ২,৫৮৪,৬২২ | |
| ব্যাংক জমা বাবদ সুদসহ অন্যান্য আয়/(ক্ষতি) | (২,৮১৮) | | ১৬,৮৬৪ | |
| বিতরণযোগ্য | ২,৯৪০,৮৬২ | ১০০ | ২,৬০১,৪৮৬ | ১০০ |
| বিতরণ | | | | |
| কর্মচারিবৃন্দকে-পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা বাবদ | ৬০০,১২৪ | ২০.০% | ৫০৬,৫১৬ | ১৯.৫% |
| মূলধন সরবরাহকারীদেরকে: | | | | |
| (ক) ঋণের উপর সুদ | ২০ | ০.০% | ১১৬ | ০.০% |
| (খ) অন্তর্বর্তীকালীন ও চূড়ান্ত লভ্যাংশ (প্রস্তাবিত)* | ৫১৭,৪২২ | ১৮.০% | ৪৭১,৭৬৭ | ১৮.১% |
| সরকারকে কর, শুল্ক এবং অধিকর বাবদ | ১,১৫৯,৭৮৩ | ৩৯.০% | ১,০০২,৮৫৯ | ৩৮.৬% |
| পুনঃ বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত: | | | | |
| (ক) অবচয় | ২২৮,১৯৭ | ৮.০% | ২১০,৭৯৭ | ৮.১% |
| (খ) সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত* | ৪৩৫,৩১৬ | ১৫.০% | ৪০৯,৪৩১ | ১৫.৭% |
| | ২,৯৪০,৮৬২ | ১০০ | ২,৬০১,৪৮৬ | ১০০ |

*প্রস্তাবিত লভ্যাংশের সমন্বয় সাধন।

# কর্পোরেট ইতিহাস

লিন্ডে গ্রুপের রয়েছে সুদীর্ঘ ১৩০ বছরেরও অধিককালের ইতিহাস যার ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রযুক্তির উপর জোরালো গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি উদ্ভাবনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়। এই কোম্পানির স্থপতি প্রফেসর ডক্টর কার্ল ভন লিন্ডে রেফ্রিজারেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন এবং তিনি বায়ু পৃথকীকরণ (air seperation) প্রক্রিয়ার পথিকৃৎ। আর আজ আমরা বিশ্ব বাজারে গ্যাস ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি সমাধানের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় নাম।

লিন্ডে গ্রুপ গ্যাস এবং প্রকৌশল কোম্পানি হিসেবে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান অর্জন করেছে; বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও অধিক দেশে কোম্পানিটির ৫৮,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৭ অর্থবছরে কোম্পানিটির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৭.১১ বিলিয়ন ইউরো (২০১৬: ১৬.৯ বিলিয়ন ইউরো)।

## বাংলাদেশে আমাদের উত্তরাধিকার

লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি নীরব অংশীদার হিসেবে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। কর্ম-সম্পর্কিত মূল্যবোধে ঋদ্ধ একটি জোরালো নিজস্ব সংস্কৃতি বহু বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় লিন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে করেছে সমৃদ্ধ আর সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককালব্যাপী এর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতার পাশাপাশি এর কার্যক্রম ও ব্যবসায়ের অব্যাহত বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে।

আমরা আমাদের পণ্যসমূহ ৩৫,০০০-এরও অধিক গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে থাকি। এসব গ্রাহকের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পেট্রোকেমিক্যাল হতে শুরু করে ইস্পাত শিল্প-কারখানার মত ব্যাপক পরিসর ও বৈচিত্রের শিল্প-কারখানাসমূহ। প্রায় ৩১৭ প্রশিক্ষিত, কর্মোদ্দীপ্ত ও পেশাদার সদস্যসমৃদ্ধ আমাদের টিম গ্রাহকদের সেবা প্রদানের লক্ষে দেশব্যাপী তিনটি বড় আকারের লোকেশনে ২৪ ঘন্টা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডে আমরা আমাদের পণ্য ও সেবার গুণগত মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবস্থা নিশ্চিত করা।

## এক নজরে আমাদের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ:

১৯৫৩ চট্টগ্রাম অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করা হয়।
১৯৭৩ বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (বিওএল) নাম পরিগ্রহ করে। রেজিস্টারস জয়েন্ট স্টক অব কোম্পানিজ-এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নবগঠিত দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে।
১৯৭৬ প্রথম CO2 প্ল্যান্ট চালু করা হয়।
১৯৭৯ ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যাত্রা শুরু করে।
১৯৯৫ কোম্পানির নাম "বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড" হতে "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এ পরিবর্তিত হয়।
১৯৯৫ রূপগঞ্জস্থ ৩০ টিপিডি এএসইউ এবং প্রথম ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
১৯৯৮ রূপগঞ্জস্থ দ্বিতীয় ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
১৯৯৯ ২০ টিপিডি উৎপাদন স্থাপনাসহ শীতলপুর প্ল্যান্ট চালু করা হয়।
২০০০ এ্যাসপেন (ASPEN) এবং এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন।
২০০৪ নবনির্মিত কর্পোরেট কার্যালয়ে গমন।
২০০৬ লিন্ডে গ্রুপ, জার্মানী কর্তৃক অধিগ্রহণ।
২০১০ বাংলাদেশী মুদ্রায় একশ কোটি টাকা EBITDA মুনাফা অর্জন।
২০১১ রূপগঞ্জস্থ তৃতীয় ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
২০১১ কোম্পানির নাম "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড" হতে "লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড"-এ পরিবর্তন।
২০১২ রূপগঞ্জস্থ চতুর্থ ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
২০১৩ বিক্রয় এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট, বগুড়া।
২০১৭ রূপগঞ্জস্থ ১০০ টিপিডি এএসইউ (ASU) প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

**কোম্পানি সচিব**
মো: আনিছুজ্জামান

**রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়**
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

**স্ট্যাটুটরী অডিটর**
রহমান রহমান হক

**ব্যাংকসমূহ**
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পো: লি:
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:

**আইন উপদেষ্টা**
হক অ্যান্ড কোম্পানি

# বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৬ এপ্রিল, ২০১৮, রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ১১টায় লেকশোর হোটেল, ৪৬ নং বাড়ী, ৪১ নং সড়ক, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ:

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত বছরের হিসাব, অডিটরদের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।
৩. পরিচালক নির্বাচন।
৪. অডিটরদের নিয়োগদান ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

মো: আনিছুজ্জামান
কোম্পানি সচিব
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

## টীকা

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট ২০ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত কোম্পানির সদস্য বহি কিংবা ডিপোজিটরি বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তার পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।
৩. যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রক্সি ফরম অবশ্যই ২৩ এপ্রিল, ২০১৮, সোমবার সকাল ১১টার মধ্যে কোম্পানির রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

# পুঁজিবাজারে কোম্পানি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ পুঁজিবাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়েবসাইট হালনাগাদ এবং মিডিয়া প্রকাশনার মাধ্যমে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণের সাথেও যোগাযোগ করে। বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আর্থিক কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যের ত্রৈমাসিক হালনাগাদকরণ শীর্ষক চর্চাগুলো কোম্পানি কর্তৃক নজরদারি করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায়।

২০১৭ সালের শেষ কার্য্য দিনে ডিএসইএক্স, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ৬,২৪৪ (২৩.৯৮%) পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় যা গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর-এর সূচক ৫০৩৬ পয়েন্ট থেকে। ২০১০ সালে শেয়ার মার্কেটের পতনের পর থেকে এ পর্যন্ত ডিএসই-এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ গড় বিক্রয় মূল্য ৮৭৪.৮৩ কোটি-তে স্থান পায়।

## পুঁজিবাজার ভিত্তিক পরিসংখ্যান

| | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখের | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
| অর্থবছরের লভ্যাংশ প্রদানের শেয়ারের সংখ্যা | সংখ্যা | ১৫২,১৮,২৮০ | ১৫২,১৮,২৮০ |
| বছর শেষের সমাপনী মূল্য | টাকা | ১২৮৪.৭০ | ১,২৯৬.০০ |
| এ বছরের উচ্চ মূল্য | টাকা | ১৩৮০.০০ | ১,৫০২.৯০ |
| এ বছরের নিম্নমূল্য | টাকা | ১১৯০.০০ | ১,০৫৩.০০ |
| ভলিউম শেয়ারের পরিমাণ | সংখ্যা | ১,৬৬৬,৫৮৬ | ৫,২৪৫,৭৩০ |
| অর্থবছরের মোট লভ্যাংশ | টাকা মিলিয়ন | ৫১৭.৪২ | ৪৭১.৭৭ |
| বাজার মূলধন | টাকা মিলিয়ন | ১৯,৫৫১ | ১৯,৭২৩ |
| | | | |
| শেয়ারপ্রতি তথ্য | | | |
| নগদ লভ্যাংশ | টাকা | ৩৪.০০ | ৩১.০০ |
| লভ্যাংশ ইলড | % | ২.৬৫ | ২.৩৯ |
| শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ | টাকা | ৭৬.১৩ | ৭৩.১৮ |
| শেয়ারপ্রতি আয় | টাকা | ৬২.৬০ | ৫৭.৯০ |

## মাস অনুযায়ী কোম্পানির উচ্চ ও নিম্ন শেয়ারের মূল্য

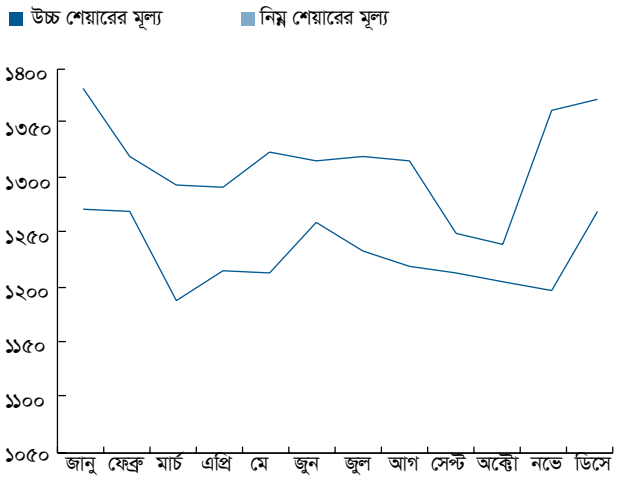


## মাস অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার লেনদেন

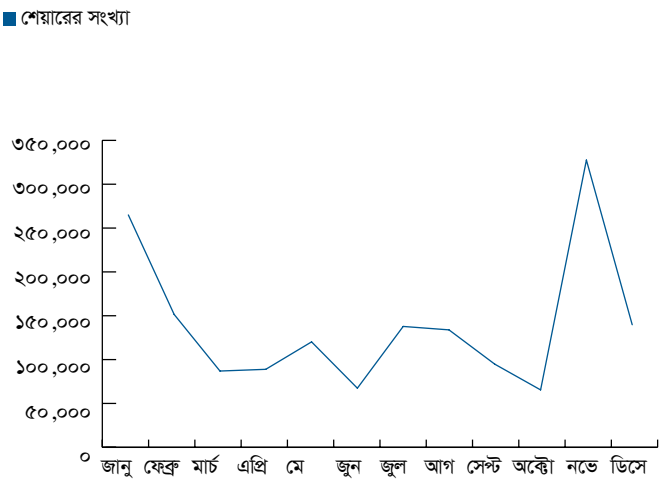

# পরিচালনা পর্ষদ

## আইয়ুব কাদরী

২০১১ সাল হতে সভাপতি।

জনাব আইয়ুব কাদরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম, এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাফেয়ার্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব কাদরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর প্রশাসনিক একাডেমিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই,এল,ও ইনষ্টিটিউট জেনেভা, জাতিসংঘ ইনষ্টিটিউট জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ফিলিপাইনে, ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক সার্ভিস এবং ইউ,এস,এ সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব কাদরী ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে কর্মময় জীবন শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন; এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী পদে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় গুলো হলো শিল্প, পানি সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, খাদ্য, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। তিনি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর সভাপতি এবং পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাদরী ২০০৫ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করেন।

জনাব কাদরী বহু সরকারী, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও যৌথ-মালিকানাধীন কোম্পানি-এর বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া তিনি বেসিক ব্যাংক লিঃ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং (KAFCO), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং (IPDC), বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM) এবং স্মল মিডিয়াম এন্ট্রারপ্রাইজ (SME) ফাউন্ডেশন-এর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

## মহসীন উদ্দীন আহমেদ

২০১৭ সাল হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

২০১৬ সালের অক্টোবরে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারি হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত।

জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ ২০১৬ সালের জুলাই মাসে চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদান করেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে তিনি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদানের পূর্বে জনাব মহসীন ইমামী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; উক্ত কোম্পানি সার্কভুক্ত দেশগুলোয় ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করত।

জনাব মহসীন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো (BAT) কোম্পানিতে তার কর্মজীবনের সূচনা করেন; সেখানে তিনি ট্রেড মার্কেটিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশানের আওতায় বিভিন্ন পদে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৩ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনাব মহসীন নেসলে বাংলাদেশ-এর সেলস্ ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি রিজিওনাল সেলস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে নেসলে মাগরেব রিজিয়নে (মরক্কো, আলজেরিয়া এবং তিউনিশিয়া) দায়িত্ব পালন করেন। মরক্কোর ক্যাসাব্লাংকায় তাঁর কার্যালয় হতে তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ২০০০ হতে ২০০৩ সাল অবধি ইউনিলিভার কোম্পানিতে সেলস অপারেশনের আওতায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালের মে মাসে কাস্টমার ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে পুনরায় ইউনিলিভার-এ যোগদান করেন। তিনি ইউনিলিভার বাংলাদেশের পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। জনাব আহমেদ ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন বাংলাদেশ লিমিটেড এর স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।

জনাব মহসীন FMCG খাতে দীর্ঘ ২৩ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্সে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্সে এমএসসি ডিগ্রিও লাভ করেন।

## ডেজাইরি বাচের

২০১২ সাল হতে পরিচালক।

মিস ডেজাইরি বাচের লিন্ডে গ্রুপের লিন্ডে-এর দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়ান অঞ্চলের ফিন্যান্স অ্যান্ড কন্ট্রোল বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ৯টি দেশব্যাপী প্রসারিত লিন্ডে গ্রুপের ব্যবসায়ের ফিন্যান্স বিষয়ক কার্যক্রম দেখাশোনা করেন। সিঙ্গাপুরস্থ আঞ্চলিক সদর দপ্তরে তার কার্যালয় অবস্থিত। তিনি ২০১৩ সালের ২ আগস্ট মাসে লিন্ডে পাকিস্তানের বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।

মিস বাচের ১৮ বছরেরও অধিককাল লিন্ডে গ্রুপের সাথে ফিন্যান্স এবং ব্যবসায় উচ্চপদে কর্মরত। তিনি তার বর্তমান পদের পূর্বে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার জন্য এ্যাকাউন্টিং সেন্টার অব এক্সেলেন্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ অঞ্চলে সাফল্যের সহিত লিন্ডে গ্রুপের প্রথম শেয়ার্ড সার্ভিস সেন্টারের ধারণা বাস্তবায়নের ভূমিকা রাখেন। তিনি এই অঞ্চলের বিভিন্ন লিন্ডে কোম্পানির বোর্ডের সদস্য হিসেবে কর্মরত।

মিস বাচের ম্যানিলাস্থ সেইন্ট স্কলাস্টিকাস কলেজের ম্যাগনা কাম লড (Magna cum Laude) হতে এ্যাকাউন্ট্যান্সিতে ব্যাচেলার অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ফিলিপাইনের একজন সার্টিফাইড পাবলিক এ্যাকাউন্ট্যান্ট।

## মলয় ব্যানার্জী

২০১৫ সাল হতে পরিচালক।

জনাব মলয় ব্যানার্জী ২০১৩ সালের ৩০শে জুলাই থেকে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য। পূর্বে এটি বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড হিসেবে পরিচিত ছিল। লিন্ডে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি। পৃথিবীর ১০০টি দেশে এই কোম্পানির ৫৮,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন।

জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ক্লাস্টারের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন; এই ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা। তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১১ সালের পূর্বে জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক ব্যবসায় ইউনিটের টনেজ এ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের (Tonnage Account Management) প্রধান হিসেবে সিঙ্গাপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ডেপুটি কান্ট্রি হেড হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন ।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে একজন প্রশিক্ষণার্থী (Trainee) হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়াতে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কোম্পানির প্রকৌশল ও গ্যাস বিভাগে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায় উন্নয়ন ও বিপণন। ২০০৯ সালে জনাব ব্যানার্জী ইন্ডিয়াতে গ্যাসেস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে কানপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী হতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাচেলর ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

## কাজী সানাউল হক

অক্টোবর ২০১৭ সালে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান।

জনাব কাজী সানাউল হক ২০১৭ সালের ১০ আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICB)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ২৫ অক্টোবর সিনিয়র অফিসার হিসেবে ICB-এ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া জনাব হক বিডিবিএল এবং RAKUB-এ জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ্যাকাউন্টিং-এ বি,কম (অনার্স) এবং এম, কম ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর পেশাদারী দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন।

এছাড়া তিনি বর্তমানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিঃ (BATBC), লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড, গ্লাক্সোস্মীথ ক্লাইন বাংলাদেশ লিমিটেড (GSK), রেনাটা লিমিটেড, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা এনডোমেন্ট ট্রাস্ট (BKGET), ক্রেডিট রেটিং বাংলাদেশ লিমিটেড (CRAB), ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL), স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড, অ্যাপেক্স ট্যানারি লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (CDBL)-এর পরিচালক এবং এছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু কোম্পানিরও পরিচালক।

## পারভীন মাহমুদ

২০১১ সাল হতে পরিচালক।

মিস পারভীন মাহমুদ ২০১১ সালে পরিচালকমন্ডলীতে নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারপারসন পদে যোগদান করেন। মিস মাহমুদ তার বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করেছেন এবং একজন পেশাদার চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউনেন্ডশনের (PKSF)-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ACNABIN চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর অংশীদার ছিলেন। মিস মাহমুদ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস অব বাংলাদেশ (ICAB)-এর ২০১১ সালের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি সার্কের শীর্ষস্থানীয় এ্যাকাউন্টিং পেশাদারী সংস্থা সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব এ্যাকাউন্ট্যান্টস (SAFA)-এর পরিচালকমন্ডলীর প্রথম মহিলা সদস্যও।

মিস মাহমুদ এসএমই ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশের ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরি প্যানেলের একজন সদস্য ছিলেন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি এসএমই উইমেন্স ফোরামের একজন কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমন্ডলীতে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF), গ্রামীণফোন লিঃ। তিনি এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপারসন ছিলেন এবং শাশা ডেনিমস এবং মাইক্রো ইন্ড্রস্ট্রিজ ডেভেলেপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্স সার্ভিসেস (MIDAS)-এর চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মিস মাহমুদ নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশন হতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বেগম রোকেয়া শাইনিং পারসনালিটি পুরষ্কার ২০০৬-এ ভূষিত হন। তিনি "পিপলস্ ভয়েজ: বাংলাদেশ SDG বাস্তবায়ন শক্তিশালী করণ" এর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য।

**ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া,** OBE
২০১৩ সাল হতে পরিচালক।

জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড (পূর্বের বিওসি)-তে যোগদান করেন এবং তাঁর পুরোটাই কর্মজীবন এই প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৮ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, ২০১১ সালে স্বাস্থ্যজনিত কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে তা ডিসেম্বর ২০১২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং মার্চ ২০১৩ সালে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে পুনরায় বোর্ডে যোগদান করেন। তিনি ২০০৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন-এর মহামান্য রাণী কর্তৃক "অর্ডার অব ব্রিটিশ এমপায়ার" (OBE) পদবিতে ভূষিত হন।

জনাব ভূঁইয়া ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (FICCI)-এর সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (MCCI)-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম-এর সদস্য ছিলেন। তিনি একজন একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য হিসেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ লি: এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লি:-এর বোর্ডের একজন পরিচালক ছিলেন। তিনি ফিনল্যান্ড কর্তৃক অবৈতনিক কনসাল জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশের জন্য দায়িত্বে ছিলেন।

সম্প্রতি জনাব ভূঁইয়া ১৯৯৮ সাল হতে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC)-এর একজন নির্বাহী বোর্ড সদস্য। তিনি এসিআই লিমিটেড, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (IDCOL) এবং ইস্টল্যান্ড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

**ইন্দ্রনিল বাগচী**
২০১৬ সাল হতে পরিচালক।

জনাব ইন্দ্রনিল বাগচী লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর চীফ ফিন্যান্সসিয়াল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব বাগচী ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ (পূর্বে বিওসি) যোগদান করেন এবং ফিন্যান্স, ইন্টারনাল অডিট এবং কাস্টমার সার্ভিসে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১০ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ চার বছর সিঙ্গাপুরস্থ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া ভিত্তিক আঞ্চলিক ব্যবসায়ের ইনভেষ্টমেন্ট কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমান পদে আসার পূর্বে ২০১৩ হতে ২০১৬ পর্যন্ত অথাৎ ৩ বছরের জন্য লিন্ডে মালয়শিয়াতে ফিন্যান্স এবং কন্ট্রোলের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ২০১৬ সালের জুলাই মাসে লিন্ডে ইন্ডিয়াতে চীফ ফিন্যান্সসিয়াল অফিসার পদে যোগ দেন।

জনাব বাগচী কোলকাতা সেইন্ট জ্যাভিয়ার্স কলেজ হতে কমার্স-এ স্নাতক এবং পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। লিন্ডে গ্রুপের আইটি সাপোর্ট সার্ভিসের জন্য ভারতস্থ কোলকাতাভিত্তিক লিন্ডে গ্লোবাল সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

# সভাপতির বিবৃতি

## প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আপনাদের কোম্পানি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি ২০১৭ সালে সমাপ্ত বছরের ব্যবসায়িক ফলাফল উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। ২০১৭ সালে আপনাদের কোম্পানির সাফল্য ছিল চমৎকার। মুনাফা এবং আয়ের বিচারে এ যাবত এটিই সর্বোত্তম বছর।

আলোচ্য বছরের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ সময়ে পণ্য সংকটের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি পণ্য আমদানি এবং বিতরণ কাজে নিয়োজিত প্রয়াস বিবেচনায় আপনাদের কোম্পানির সাফল্য আরো আকর্ষণীয় প্রতিভাত হবে। প্রতিযোগিতামূলক দরে কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য উৎপাদন ও বিতরণের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য মূলধনী ব্যয় বাবদ অর্থ বিনিয়োগ এবং সময়মত পণ্য আমদানী ও বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষে কঠোর প্রচেষ্টা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবীদার।

আমার দৃষ্টিতে ২০১৭ সালে রূপগঞ্জে নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট চালুকরণ ছিল আপনাদের কোম্পানির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। প্ল্যান্টটি নির্ধারিত সময়ের বেশ কয়েকমাস আগে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। শুরুর দিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে প্ল্যান্টটি শুরুতর সমস্যার কবলে পড়ে। এই সমস্যাটি অধিকাংশই মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। নতুন এএসইউ প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর সাথে সাথে পণ্য স্বল্পতার যে সমস্যা আমাদেরকে বছরের পর বছর দুর্ভোগে রেখেছিল, তা সীমিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি পণ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পেয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এএসইউ প্ল্যান্ট চালু করার পাশাপাশি বহু প্রতিবন্ধকতা সত্বেও প্ল্যান্টটি কার্যকর রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এক অনন্য সাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে একটি প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ পরিবেশের মাঝে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানানোর এই উপলক্ষে আমার সাথে শরীক হওয়ার জন্য আপনাদের আহ্বান জানাই।

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ২০১৭ সালে আপনাদের কোম্পানির জন্য ছিল একটি চমৎকার বছর। আপনাদের কোম্পানির আয়সীমা একটি একক বছরে ৬৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের বিদ্যমান এমএস ইলেক্ট্রেডের শক্তিশালী ব্র্যান্ড ইমেজের পাশাপাশি অধুনা বিপণনকৃত ব্র্যান্ডসমূহের অর্জিত মার্কেট শেয়ার পিজিপি ব্যবসায়ে কোম্পানির আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। স্টীল রিং-রোলিং, জাহাজভাঙ্গা, ফার্মাসিউটিক্যাল, জ্বালানী ও পানীয় খাতে বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার ফলে বাল্ক ব্যবসায়ে ২০১৬ সাল অপেক্ষা ১৭% ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। দেশের বাইরে থেকে পণ্য আমদানির জন্য বিতরণ চ্যানেল বাবদ সময়মতো মূলধনী ব্যয়ের ফলে উক্ত অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাল্ক মেডিক্যাল অক্সিজেন খাতে নতুন গ্রাহক প্রাপ্তির পাশাপাশি পাইপলাইন ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায়েও ২০১৬ সালের তুলনায় ১২% অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

## ব্যবসায় পরিবেশ ও আর্থিক সাফল্য

দেশে বছরব্যাপী তুলনামূলক ভাল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মানব উন্নয়নের পথ সুগম হয়। জিডিপির চমৎকার প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মাঝারি মূল্যস্ফীতি অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশ বজায় রাখায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আন্তঃনগর মহাসড়কের মতো বিভিন্ন বৃহদাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পাশাপাশি সড়ক, রেলপথ ও জলপথের মাধ্যমে দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার উপর গুরুত্ব প্রদানের সুফল প্রতিভাত হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে টেকসই বিনিয়োগ বজায় রাখার ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে; তবে নিরবিচ্ছিন্ন এবং গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনও সুদূর পরাহত। আবাসন খাত ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কিছুকালের জন্য মন্দাভাব বিরাজ করলেও তা কাটিয়ে ওঠা অব্যাহত রয়েছে। স্টীল রি-রোলিং খাতেও চমৎকার প্রবৃদ্ধি দৃশ্যমান হচ্ছে। এসব কিছু আপনাদের কোম্পানির জন্য শুভবার্তা নিয়ে এসেছে।

২০১৭ সালে একটি বহিঃস্থ চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের মাঝে নতুন গ্রাহক সংগ্রহের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার মাধ্যমে আপনাদের কোম্পানি প্রবৃদ্ধির উচ্চাশা লালন করেছিল। ২০১৭ সালে কোম্পানি যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল তা হল গ্যাস ব্যবসায়ে পণ্য স্বল্পতা; কোম্পানির নিজস্ব প্ল্যান্টে ক্রমবর্ধিষ্ণু উৎপাদনের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এমনটি ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যয়ে দেশের বাইরে থেকে পণ্য আমদানির মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট চালু করার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রে পণ্য ঘাটতির অধিকাংশ মোকাবিলা করার পরিপ্রেক্ষিতে আমদানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে।

আমি আপনাদের এই তথ্য জানাতে পেরে আনন্দিত যে, ২০১৭ সালে আপনাদের কোম্পানির আয় বিগত বছরের তুলনায় ১৬% নীট বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে কার্যক্রম পরিচালনা হতে অর্জিত মুনাফা এবং কর-পূর্ব মুনাফা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০%। পণ্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু বিক্রয়, ২০১৭ সালে কোম্পানি কর্তৃক ব্যয় সংকোচন পদক্ষেপসমূহের প্রয়োগ এবং ই-নিলাম ও অন্যান্য পদক্ষেপ কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার হতে প্রতিযোগিতামূলক দরে কাঁচামাল সংগ্রহ করার ফলে মূলতঃ কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা হতে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের উর্দ্ধমুখী থাকায় কোম্পানিকে বছরব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে সুদের হার নিম্নমুখী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বছরের তুলনায় এই বছরে সুদ বাবদ অর্জিত আয় হ্রাস পেয়েছে।

বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক পণ্যসমূহ কিছুটা বেড়েছে এবং এতে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে চলতি মূলধন সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিক্রয় সাপেক্ষে বাণিজ্য অনুকূল চলতি মূলধনের (TWC) হার প্রায় একই রয়েছে। এর মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মূলধন ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ প্রতিভাত হয়েছে। বাণিজ্য দেনাদার এবং অন্যান্য চলতি দায়ের ব্যাপারে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানির নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে বৃহৎ আকারের প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে বহিঃস্থ উৎস হতে সুদের বিনিময়ে কোন অর্থ ধার করা হয়নি। সুদ বাবদ অর্থ আয়ের লক্ষ্যে উদ্বৃত্ত নগদ তহবিল ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে সঞ্চয় করা হয়েছে।

আপনাদের কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ারপ্রতি ১৪ টাকা (১৪০%) চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করেছেন। এর বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ২১৩.০৬ মিলিয়ন টাকা। অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ শেয়ারপ্রতি ২০ টাকা (২০০%) সহ আলোচ্য বছরে লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ ৫১৭.৪২ মিলিয়ন টাকা এবং শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশের হার হবে ৩৪.০০ টাকা (৩৪০%)।

## সরবরাহ

রূপগঞ্জস্থ এএসইউ প্ল্যান্টের উৎপাদন নির্ধারিত সময়ের তিনমাস পূর্বেই ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়। নভেম্বরের পর হতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আমদানির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। শুরুর দিকে নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট চালু রাখার প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তি। রূপগঞ্জস্থ নতুন এএসইউ প্ল্যান্টের বর্ধিত সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানি গ্রাহকদের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭ সালের মার্চে কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্ল্যান্ট রূপগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়। তেজগাঁওস্থ ফিলিং স্টেশন রূপগঞ্জে নবনির্মিত অত্যাধুনিক পিজিপি প্ল্যান্টে স্থানান্তর করা হয়েছে।

## পণ্য বিতরণ

বিতরণ কার্যে নিয়োজিত যানবাহনের জন্য ক্যাপেক্স বিনিয়োগের ফলে গ্যাস ব্যবসায়ে পণ্য বিতরণ সামর্থ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপক পরিকল্পনা ও সীমান্তের উভয় প্রান্তে যানবাহনের বহন সমন্বয়ের মাধ্যমে সীমান্ত দিয়ে পণ্য আমদানি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হয়। নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট উদ্বোধনের পর উৎপাদন ও আমদানি প্রক্রিয়াসমূহ সর্বোচ্চ কার্যকর করার লক্ষ্যে পণ্য পরিবহণে নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসরণ করা হয়। কম্প্রেসিং প্ল্যান্ট পুনঃস্থানান্তর এবং বিদ্যমান এএসইউ প্ল্যান্টসমূহের বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

লিন্ডে পরিবেশে দায়িত্ব কেবল ব্যবসায় পরিচালনার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নিরাপত্তা বজায় রেখে ব্যবসায় পরিচালনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবহণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টর ব্যবস্থাপনা, ড্রাইভার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইন-ক্যাব ক্যামেরা' পরিবীক্ষণ, ডিজিটাল প্রি-ডেলিভারি চেক এবং ড্রাইভার ব্রিফিংস, রোলার ব্রেক টেস্টার, ফ্লীট কন্ট্রোল রুম এবং ডিসপ্যাচিং কার্যক্রম, ত্রৈমাসিক ড্রাইভার সেফটি এ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম, ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ পরিবহণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ '২০১৭ সালব্যাপী বড় দুর্ঘটনামুক্ত পরিবহণ কার্যক্রম পরিচালনা' (৬০০+দিন) বিষয়ক মাইলফলকে সফলভাবে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, পণ্য বিতরণ ব্যবস্থার সাফল্যে বছরব্যাপী একটি নিরাপদ, সুষ্ঠু ও কার্যকর বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে লিন্ডে কোম্পানির দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠে।

## নিরাপত্তা বিষয়াদি

"লিন্ডে গ্রুপ মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন হতে বিরত থাকবে" শীর্ষক গ্রুপ এইচএমই নীতিমালার লক্ষ্য হল দুর্ঘটনার সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা। এই নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত রাখার লক্ষ্যে নিরাপত্তা বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সাফল্য ভাল ছিল। নিম্নের ছকে ২০১৫-২০১৭ সময়ে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সাফল্য তুলে ধরা হল:

| দুর্ঘটনার শ্রেণী বিভাগ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|
| বড় ধরনের দুর্ঘটনার প্রতিবেদন (এমআইআর) | ২ | ১ | ০ |
| গুরুতর আঘাত ও হতাহতের সংখ্যা (এসআইএফ) | ২ | ৬ | ৩ |
| কর্মস্থলে আঘাত (রেকর্ড করার মত ঘটনা - চিকিৎসাসেবা ও অধিকতর ব্যবস্থা) | ১ | ৪ | ১ |

আলোচ্য বছরের মাইলফলক কীর্তি হল "বড় ধরনের দুর্ঘটনামুক্ত (এমআইআর মুক্ত) বছর" এবং "পরিবহণ দুর্ঘটনামুক্ত (এমআইআর ও এমআইএফ মুক্ত পরিবহণ কার্যক্রম) বছর"। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে ৬৮২ দিন ও ৭ মিলিয়ন মাইলস বাণিজ্যিক যানবাহন যাত্রাপথ অতিক্রম করেছে। তথাপি নিরাপত্তা বিষয়টি সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত এবং ২০১৭ সালে তিনটি এমআইএফ ঘটেছে যার মধ্যে লস্ট টাইম ইনজুরির (এলটিআই) সংখ্যা একটি। কর্মস্থলে আহত হওয়ার হার ০.৩৫৭। অর্থাৎ ১ মিলিয়ন মানবঘন্টা নিয়োজিত কাজের মাঝে ০.৩৫৭ সংখ্যক দুর্ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।

কোম্পানি শীর্ষ নিরাপত্তা সূচকের সবগুলোতেও সাফল্য অর্জন করেছে। সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে এমএইচআরপি সনদ, প্রকৌশলগত নিরীক্ষা, সংশোধনমূলক পদক্ষেপ ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ও অফ-লাইন প্রশিক্ষণ, পরিবহণ নিরাপত্তা, বি-শেকিউ, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা, এইচএসই রোডম্যাপ, অপারেশনাল সাইটে লিডারশিপ টীমের পরিদর্শন। আরো রয়েছে ২০১৭ সালের নিরাপত্তা উন্নয়ন পরিকল্পনার ৯৮% অর্জন। আরএসই নির্দেশনা অনুযায়ী মোবাইল ফোন বিষয়ক নীতিমালা প্রচলন করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও কন্ট্রাক্টরদের অবহিত করা। সংস্থাব্যাপী নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করা ও এ বিষয়ে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানি 'সেফটি স্পট এ্যাওয়ার্ড' চালু করেছে।

'লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ১৮টি বিক্রয়কেন্দ্রসহ সকল লোকেশনে 'লিন্ডে নিরাপত্তা দিবস ২০১৭' উদযাপন করেছে। ক্লাস্টার হেড, কান্ট্রি এমডি এবং কান্ট্রি লিডারশিপ টিম বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। এ বছর আমাদের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ তাঁদের জন্য আয়োজিত ইভেন্টসমূহে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজনের শ্লোগান ছিল "ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা সকল দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সক্ষম"। কোম্পানি 'বিশ্ব পানি দিবস, 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' ইত্যাদির মতো নিরাপত্তা, সচেতনতা বিষয়ক অন্যান্য ইভেন্টের পাশাপাশি বড় সাইটে ইমার্জেন্সী মক ড্রিল আয়োজন করে।

বাণিজ্যিক ও যাত্রীবাহী যানবাহনের উভয়ের ক্ষেত্রে পরিবহণ নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিরাপদ গাড়ি চালনা চর্চা এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আইসিসি এবং ভিটিএস-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বিষয়ক সাফল্য মনিটর করা হয়। নিরাপদ গাড়ি চালনা বিষয়ক আচরণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ড্রাইভার এ্যাওয়ার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি চালু রেখেছে।

## মানবসম্পদ

২০১৭ সালে উপরের সারির নেতৃত্বে পরিবর্তন আসার পর বড় ধরনের সকল সাংগঠনিক রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আমাদের লোকজন। নেতৃত্বের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হল এমন একটি সংস্থা গঠন করা যা আরো গতিময়, অধিকতর তৎপর ও প্রতিযোগিতামূলক।

আমরা চাই আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের আরো ক্ষমতায়নের মাধ্যমে, তাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সুযোগ প্রদান করে এবং তাদের নিজেদেরকে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ের স্বত্বাধিকারী হিসেবে চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাঁরা নতুন নতুন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পাশাপাশি সেরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আমাদের ব্যবসায় লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার উদ্দেশ্যে সঠিক ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

মানব সম্পদ কার্যক্রমের লক্ষ্য হল কার্য-নির্বাহ, ভাল লাগা ও অহংকারের একটি অদ্বিতীয় সংস্কৃতিকে রূপ দেয়ার মাধ্যমে উঁচু মানের সাফল্য ও লাভজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে এমন একটি সংস্থা সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে, কোম্পানি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী (অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয়ই) বাবদ বিনিয়োগ করেছে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষ, পহেলা ফাল্গুন, পিঠা উৎসব, ইত্যাদির উদযাপনের মতো বহু কর্মকর্তা-কর্মচারির সমন্বয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এর পাশাপাশি একটি অধিকতর ক্ষমতায়িত কর্মীবাহিনীর সদস্যদের জন্য স্বীকৃতি ও পুরষ্কার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

## তথ্য সেবাসমূহ

বিগত বছরে বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ পরিচালনার মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ তথ্য সেবা সংস্থা (আইএস) সহযোগিতা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ, তথ্য সম্পর্কিত সম্পদ ও উপাত্তসমূহের নিরাপত্তা বিধান করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালায়। লিন্ডে বাংলাদেশ ব্যয় সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও দক্ষ রিমোট অপারেশন সেন্টার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে উঁচু মানের দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আমাদের প্ল্যান্ট সম্পদসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়েছে। তথ্য সেবা সংস্থা ই-মেইল, কোলাবোরেশন এবং অন-লাইন মিটিং সলিউশনস-এর জন্য মাইক্রোসফট অফিস-৩৬৫ সেবা চালু করেছে, যার ফলশ্রুতিতে ডাটা প্রাপ্তি দ্রুততর হয়েছে, কোলাবোরেশন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের ব্যবসায় প্রক্রিয়াকে একটি অব্যাহত বৈশ্বিক মানদন্ডে উন্নীত করার লক্ষে বহু আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বসমূহ

লিন্ডে গ্রুপের বৈশ্বিক কর্পোরেট দায়িত্ব বিষয়ক নির্দেশনাসমূহে সিএসআর প্রকল্পসমূহের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও সুদুরপ্রসারী প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের কোম্পানি এর সিএসআর কার্যক্রম নিয়ে বেশি উচ্চবাচ্য না করে এই উদ্যোগের নীরব অংশীদার হওয়ার প্রয়াস চালায়। বিগত বছরগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে এ বছর কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল চট্টগ্রাম এবং পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রীজ রিসেটেলমেন্ট এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। কোম্পানি সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্তঃজেলা বাস ও ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার, কন্ট্রাক্টর ড্রাইভার এবং কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন গাড়ির ড্রাইভারগণের জন্য নিরাপদে গাড়িচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। কোম্পানি সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে সদ্য স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষানবীশ ইন্টার্ণ হিসেবে নিয়োগ দেয়। নন-ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মেধাবী সন্তানগণ যাতে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে কোম্পানি উক্ত শিশু সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদান করেছে।

## সম্ভাবনাসমূহ

প্রিয়, শেয়ারহোল্ডারগণ,

২০১৫ সাল হতে আপনাদের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, ভবিষ্যতের জন্য সংহতকরণ ও প্রস্তুতি সংক্রান্ত একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সচেতন নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে। এই নীতিমালার আওতায় আগামী বছরগুলোতে কোম্পানিকে অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি লাভজনক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সামর্থ্য নির্মাণের অনুকূল কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত মডেল এবং সাংগঠনিক কাঠামোর বড় ধরনের পুনর্গঠন সাধিত হয়। আমি ২০১৬ সালের এজিএম-এ এই বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছি। অধিকন্তু, বিগত তিন বছরে উৎপাদন, বিতরণ এবং আন্যান্য খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট বাবদ ১২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ। আমি এই বিষয়ে ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং আজ আমার আগের মন্তব্যে উল্লেখ করেছি। ২০১৮ সালে ও সম্ভবতঃ ২০১৯ সালেও বড় ধরনের আরো মূলধনী ব্যয় করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আপনাদের কোম্পানির মূলধনী ব্যয় কোম্পানির নিজস্ব সম্পদ হতে করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে বহিঃস্থ কোন উৎস হতে সুদের মাধ্যমে কোন অর্থ ধার করা হচ্ছে না।

আপনারা অবগত রয়েছেন যে, আপনাদের কোম্পানি বাংলাদেশে যেসব ব্যবসায় ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেসব ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান ধরে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট। এর পাশাপাশি কোম্পানি এর মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা সমুন্নত রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সকল ব্যবসায়ের মতো আপনাদের কোম্পানি পণ্যের মূল্য, গুণগতমান বা কার্যক্রম পরিচালনায় উৎকর্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ২০১৮ সালে আপনাদের কোম্পানি এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। লিন্ডে কোম্পানির পণ্যের প্রাপ্যতা, উন্নত পণ্যমান, ঝুঁকিবহুল পণ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায় রাখার রেকর্ড এবং পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য আগামী বছরগুলোতে কোম্পানি আয়ের প্রবাহ আরো বিস্তৃত করবে। আমরা কিছুটা আস্থার সাথে বলতে পারি যে, আজ আপনাদের কোম্পানি টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত। এই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের নব নব পণ্য ও সেবা উদ্ভাবন করতে হবে, কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত দক্ষতা এবং ব্যয় কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের অবশ্যই জনবল এবং পণ্য ও প্রক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও সময়ানুকূল বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে।

বিগত বছরে বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি বলেছিলাম যে, আপনাদের কোম্পানির জন্য ২০১৬ সাল ছিল এ যাবৎ কালের সবচেয়ে ভাল একটি বছর। আমি ভাগ্যবান যে ২০১৭ সালের বিষয়েও আমি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারছি। আমার প্রত্যাশা ভবিষ্যৎ সকল বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্যালোচনাধীন বছরের বিষয়ে একই রূপ মন্তব্য করা সম্ভব হবে। ২০১৭ সালের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে আমি আশাবাদ ও প্রত্যাশা নিয়ে ২০১৮ সালের দিকে তাকিয়ে আছি। ২০১৭ সালে ফলাফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই। আমি পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যের প্রতি তাঁদের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার জন্য এবং শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি তাঁদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। সর্বোপরি আমি কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ধন্যবাদ জানাই। তারা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আমরা আমাদের গ্রাহকবৃন্দ, সরবরাহকারী, ব্যাংকসমূহ, সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহের প্রতি তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ঋণাবদ্ধ। ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনাদের ধন্যবাদ।

**আইয়ুব কাদরী**
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

# পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবাদি, নিরীক্ষকবৃন্দের ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানির সাফল্যকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অবদান রেখেছে পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে সেগুলো প্রতিফলন হয়েছে; পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে সুষ্ঠু কর্পোরেট পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

## শিল্প সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন

২০১৭ সালে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্থিতিশীল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি জিডিপি'র দুরন্ত প্রবৃদ্ধি অধিকাংশ ব্যবসায় খাতে আস্থার সূচনা করে। দেশে বড় ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দৃশ্যমান হচ্ছে। সরকার পরিচালিত জ্বালানী খাতের বৃহৎ প্রকল্পসমূহ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলোতে লিন্ডে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা সন্ধান করে থাকে। মাথাপিছু স্টিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্ন। স্টিল প্রস্তুতকারকদের অধিকাংশই আমাদের দেশে বড় আকারের বিনিয়োগের সুযোগ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে।

একটি তুখোড় প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় পরিবেশে প্রতিযোগীগণ প্রতিনিয়ত মূল্যহ্রাস, গুণগত মান পর্যালোচনা ও অন্যান্য প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজার শেয়ারের আধিপত্য অর্জনে নিয়োজিত থাকে। তেমনি একটি পরিবেশে লিন্ডে প্রতিযোগিতামূলক দরে সর্বোচ্চ গুণগতমানসম্পন্ন পণ্যের সম্ভার দিয়ে বিদ্যমান গ্রাহককূলকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। লিন্ডে গ্রুপের উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে এর গ্রাহকদের জন্য লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড নতুন ধরনের ও চাহিদাবান্ধব সেবা ও পণ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন ব্যবসায় প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং পাশাপাশি এর নিজস্ব ব্র্যান্ড সৃষ্টি করেছে, যার ফলশ্রুতিতে ব্যয় হ্রাসের সুফল পরবর্তীতে গ্রাহকগণের নিকট পৌঁছে যায়।

বর্তমানে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সমন্বিত উৎপাদন স্থাপনা ও দেশব্যাপী বহু কার্যালয়ের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় পণ্য সম্ভার রয়েছে। অধিকন্তু বিভিন্ন তৈলক্ষেত্রে পার্জিং এর কাজ, মেডিক্যাল অক্সিজেন পাইপ লাইন স্থাপন, বিভিন্ন শিল্পখাতে বিশেষ গ্যাসসমূহ সরবরাহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সেবাসমূহসহ এই কোম্পানি ব্যাপক পরিসরে বিভিন্ন সেবা প্রদানের সক্ষমতায় সুসজ্জিত। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জনবলের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে জনবলের সক্ষমতা নির্মাণ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া কোম্পানি এর সামর্থ ও কার্যক্রম পরিচালনা খাতেও বিনিয়োগ করার মাধ্যমে যেমন নতুন পিজিপি সাইটে এর গ্রাহকদের নিকট অধিকতর দক্ষ ও কার্যকরভাবে পণ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে গতিশীল করেছে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক সম্পন্ন প্রতিটি বিষয়ে কোম্পানি এর মৌলিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে, যেমন– নিরাপত্তা, সততা, শ্রদ্ধা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং কোম্পানি যে স্থানে, পরিবেশে বা জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যবসায় পরিচালনা করে সে পরিবেশ, স্থান ও জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহকদের জন্য উন্নত পণ্য ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এর পণ্য ও সেবা সম্ভারের পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসায় প্রবৃদ্ধির উপর জোরালো গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। গ্রাহকদের জন্য বাল্ক ও কমপ্রেসড্ গ্যাসের একটি নির্ভরযোগ্য সরবরাহ উৎস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রূপগঞ্জস্থ সাইটে একটি ১০০ TPD ASU প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্ল্যান্টটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে গিয়েছে। পণ্য বিতরণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে অধিকতর পরিমাণ তরল পণ্য আমদানি করা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে ফ্লাক্স ব্লেন্ডিং সরঞ্জাম বাবদ বিনিয়োগের ফলে গুণগত মানের ব্যাপারে কোনরকম আপোষ না করে গ্রাহকদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক দরে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পণ্য ও সেবার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

## ব্যবসায় সাফল্য

ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষেত্রে কোম্পানি টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭ সালে কোম্পানির আয় ৪,৯৪২ মিলিয়ন টাকা যেখানে ২০১৬ সালে তা ছিল ৪,২৭১ মিলিয়ন টাকা। নিম্নোক্ত খাতগুলো থেকে আয় এসেছে।

| খাত সমূহ | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| বাল্ক গ্যাসসমূহ | ৫২৯ | ৪৫২ |
| প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজিএন্ডপি) | ৩,৮৩৩ | ৩,৩০১ |
| হেলথকেয়ার | ৫৮০ | ৫১৮ |
| | ৪,৯৪২ | ৪,২৭১ |

বাল্ক গ্যাসের আওতায় রয়েছে তরল শিল্পজাত অক্সিজেন, তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড। প্যাকেজেড গ্যাস সল্যুশনের মধ্যে রয়েছে মাইল্ড ষ্টিল ইলেকট্রোড এবং কম্প্রেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস। চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত গ্যাস, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং চিকিৎসা পাইপলাইন স্বাস্থ্যসেবা খাতের অন্তর্ভূক্ত।

ব্যবসায়ের সাফল্যের বিষয়ে আরো ভালভাবে অবগত হওয়ার সুবিধার্থে বাল্ক পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ) এবং স্বাস্থ্যসেবা শীর্ষক ব্যবসায় খাতসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

## বাল্ক

শিল্পজাত বিভিন্ন তরল গ্যাস, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে বাল্ক খাত। ২০১৭ সালে এই খাত বিগত বছরের তুলনায় সার্বিক বিচারে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল ব্যবসায় করেছে। পুরো বাল্ক ব্যবসায় খাতে এর সকল পণ্য সম্ভারের বিবেচনায় বিগত বছরের তুলনায় ১৭% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। তরল অক্সিজেন ছাড়া তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন এবং তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩৮%, ৪২% এবং ১১%। বছরের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ তীব্র পণ্য ঘাটতির দরুণ তরল অক্সিজেন ভাল প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি। বিতরণ প্রক্রিয়ায় সামর্থ্য বৃদ্ধির ফলে এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া জাহাজভাঙ্গা, মেটালার্জি, ম্যানুফ্যাকচারিং, পশুপালন, ফার্মাসিউটিক্যালস ও পেট্রোলিয়াম শিল্প খাতের চাহিদা বৃদ্ধিও বাল্ক খাতে প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গ্যাসভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পে গ্যাস পাইপলাইন পার্জিং-এর জন্য নাইট্রোজেনের চাহিদার পাশাপাশি গবাদি পশু বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করে নাইট্রোজেনের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। গুণগত মান ও অন্যান্য দিকের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেভারেজ শিল্পে নতুন চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে এবং কোম্পানি ইতোমধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করা শুরু করেছে। উক্ত $CO_2$ এর কিছু অংশ ভারত হতে অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। পণ্য যোগানে তীব্র সংকট স্বত্বেও পণ্যের বিক্রয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। পণ্যের ঘাটতি পূরণে সীমান্তের ওপার হতে পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে নিয়ে আসা এবং এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার পাশাপাশি কার্যকর সরবরাহ চেইনের ব্যবস্থাপনার দক্ষতার প্রমাণ মেলে। নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট চালু হলে পণ্য সংকট ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় । ২০১৭ সালের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র তরল আর্গন আমদানী অব্যাহত রাখতে হয়।

## পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ)

বিগত বছর অপেক্ষা আলোচ্য বছরে পিজিএন্ডপি খাত হতে আগত সার্বিক আয় ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে; নিয়মিত বিক্রয়ের পাশাপাশি বিশেষ গ্যাসসমূহের প্রকল্পভিত্তিক বিক্রয়ের ফলে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এই খাতের আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আয়ের এই প্রবৃদ্ধিতে যেসব পণ্য ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও আগুন নির্বাপক গ্যাসসমূহ। কিন্তু যেসব স্থানে বছরের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ সকল প্রকার কমপ্রেসড্ গ্যাসের ঘাটতি ছিল, সেসব স্থানে পিজিপি শিল্পজাত গ্যাসের ব্যবসায় ভাল হয়নি।। এর কারণে ডিএ বিক্রয় বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়। বছরের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ পরবর্তী সময়ে অক্সিজেনের পাশাপাশি

ডিএ বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। 'করগন' বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কতগুলো নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য কতক অপেক্ষমান রয়েছে।

২০১৬ সাল অপেক্ষা ২০১৭ সালে হার্ডগুডস্ বিক্রয়ে ১৬.০% বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। নতুন পণ্য সম্ভার গঠনে নবতর পরিবেশনার মাধ্যমে এই ফলাফল অর্জিত হয় এবং এর মাধ্যমে নতুন লিন্ডে পণ্যসমূহের প্রসার ঘটার পাশাপাশি গ্রাহকদের আস্থা অর্জিত হয়। উচ্চমানের ফ্লাক্স ব্লেন্ডিং স্থাপনা বাবদ পূর্বে বিনিয়োগ করার ফলেও পণ্য সম্ভার প্রসারে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পণ্য আরএন্ডডি এবং দক্ষ কর্মশক্তি গঠনে বিনিয়োগের ফলেও উপরোক্ত ফলাফল অর্জিত হয়। ডিলার, বিসিপি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে যৌক্তিক প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাবের মাধ্যমে কার্যকর চ্যানেল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ছিল হার্ডগুডস্ টীমের সাফল্যের কতগুলো দিক।

## স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবা খাতের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্যাস যেমন– মেডিক্যাল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, মেডিক্যাল এয়ার, মেডিক্যাল কার্বন ডাই-অক্সাইড, গ্যাস সিলিন্ডার ও এক্সেসরিজ ইত্যাদি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবাসমূহ। আরও রয়েছে মেডিক্যাল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেমসমূহ সরবরাহ ও স্থাপন এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ।

অধিকতর আয় ও কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা, নতুন ব্যবসায় ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং বিভিন্ন চুক্তির নবায়নসহ ২০১৭ সাল ছিল স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যবসায়ের জন্য একটি চমৎকার বছর। কমপ্রেসড মেডিক্যাল অক্সিজেনের পরিবর্তে তরল মেডিক্যাল অক্সিজেনের দিকে গ্রাহকদের আগ্রহী করা, বড় গ্রাহকদের ধরে রাখার পাশাপাশি নাইট্রাস অক্সাইডের বিক্রয় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ফলে বিগত বছর অপেক্ষা আলোচ্য বছরে সার্বিক ব্যবসায় ১২% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল প্রয়াসের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

## আর্থিক ফলাফলসমূহ

বিগত বছরের তুলনায় কোম্পানি ২০১৭ সালে একটি প্রশংসনীয় ১৬% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মুনাফা ও আয়ের বিচারে কোম্পানির জন্য এটি ছিল এ যাবৎ কালের সবচেয়ে ভাল একটি বছর। ব্যবসায়ের সকল খাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে। তীব্র পণ্যসংকট থাকা স্বত্বেও ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে সীমান্ত দিয়ে পণ্য নিয়ে আসার মাধ্যমে বাল্ক ও এইচসি ব্যবসায় খাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। নতুন পণ্য সম্ভার সৃষ্টির পাশাপাশি মূল্য হ্রাস করার ফলে হার্ডগুডস্ ব্যবসায় বাজারে সংহত অবস্থান অর্জন করে।

আবাসন খাতের ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ঘটার পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মকান্ড বেড়ে যাওয়ার ফলে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনাসমূহে সরকার বিনিয়োগ করার ফলে মেডিক্যাল অক্সিজেন বিক্রয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিক্রয় ক্রমবৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মূলতঃ বিগত বছর অপেক্ষা ২০১৭ সালে মোট মুনাফা ১৭% বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ই-নিলামের মাধ্যমে ইলেক্ট্রোডের কাঁচামাল কম মূল্যে ক্রয় করার পাশাপাশি নিজস্ব ফ্লাক্স ব্লেন্ডিং স্থাপনা হতে প্রাপ্ত সুফল ও নির্ধারিত ব্যয় সীমিতকরণ উদ্যোগসমূহ ও মোট মুনাফার উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরোল্লিখিত সফল পদক্ষেপসমূহের ফলে বিগত বছর অপেক্ষা ২০১৭ সালে কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ অধিকতর মুনাফা অর্জিত হয়:

| বিভিন্ন খাত | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| আয় | ৪,৯৪২ | ৪,২৭১ |
| বিক্রয় খাতে ব্যয় | (২,৬৩২) | (২,২৯০) |
| মোট মুনাফা | ২,৩১০ | ১,৯৮০ |
| অন্যান্য আয় | (১৯) | (৩) |
| কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় | (৯৩৪) | (৭৪৪) |
| কার্যক্রম পরিচালনা হতে প্রাপ্ত মুনাফা | ১,৩৫৭ | ১,২৩৩ |
| অর্থায়ন বাবদ নীট আয় | ১৬ | ২০ |
| ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ-পূর্ব মুনাফা | ১,৩৭৩ | ১,২৫৩ |
| ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ | (৬৯) | (৬৩) |
| করপূর্ব মুনাফা | ১,৩০৪ | ১,১৯১ |

## চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা

চলতি মূলধন পরিস্থিতি কিছুটা ভাল ছিল। স্টক পজিশনের নিরন্তর মনিটরিং-এর পাশাপাশি ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেনাদারের ব্যালেন্সে এই প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। বাণিজ্যিক পাওনাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

## ঝুঁকি এবং সংশ্লিষ্টতা

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত ঝুঁকি তদারকির জন্য একটি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, যা কর্পোরেট সুশাসন অধ্যায় এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকাসমূহে সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

## অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির একটি সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থান দৃঢ়। নিরীক্ষা কমিটি এর প্রতিটি সভায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করে এবং পরিচালকমন্ডলীর নিকট এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা নিরূপণের লক্ষ্যে গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টীম নিরীক্ষা পরিচালনা করে। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উল্লেখসহ পরবর্তী ফলো-আপ বিষয়ক প্রতিবেদন নিরীক্ষা কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির নিকট তা অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদন কর্পোরেট সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

## গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমন্ডলী এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, কোম্পানি একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অবস্থান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোম্পানির সামর্থ্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সন্দেহ নেই। সেই অনুযায়ী, কোম্পানীকে একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

## পরিচালকবৃন্দের সম্মানী

লিন্ডে গ্রুপ কোম্পানিসমূহে কর্মরত পরিচালকবৃন্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য স্বতন্ত্র ও অনির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় পরিশোধ করা হয়।

নির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী ভাতা, দক্ষতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বোনাস সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। আলোচ্য বছরে নির্বাহী পরিচালকবৃন্দকে প্রদত্ত সম্মানী ভাতার বিস্তারিত তথ্য আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

## লভ্যাংশ

আলোচ্য বছরে শেয়ার প্রতি ২০ টাকা (২০০%) হারে মোট ৩০৪.৩৭ মিলিয়ন টাকা অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে।

পরিচালকমন্ডলী সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচ্য বছরে শেয়ার প্রতি ১৪ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে এ বাবদ ২১৩.০৬ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে; এই সুবাদে আলোচ্য বছরে সার্বিক লভ্যাংশের শতকরা হার হতে ৩৪০% এবং মোট লভ্যাংশ বাবদ আলোচ্য বছরে ৫১৭.৪২ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে (২০১৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪৭১.৭৭ মিলিয়ন টাকা)।

## নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্যাদি প্রকাশ বিষয়ক অতিরিক্ত বিবরণীসমূহ

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রকাশ বিবরণীসমূহে অন্তর্ভূক্ত করেছেন:

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র, এর কার্যক্রমসমূহের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটিতে পরিবর্তন ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি যৌক্তিক ও প্রাজ্ঞ যাচাইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারন করা হয়েছে।
- কোম্পানির বিগত বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলসমূহ থেকে সংঘটিত সকল ধরনের বিচ্যুতি উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহের আওতায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
- বিগত ন্যুনতম পাঁচ বছরের (২০১২-২০১৭) সার-সংক্ষেপিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক উপাত্ত পরিশিষ্ট-১ এ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে সকল ধরনের লেন-দেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল "ঘনিষ্ঠ লেন-দেন" এর নীতি। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন বিষয়ক তথ্যাদি আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
- আলোচ্য বছরে কোন অসাধারণ মুনাফা বা ক্ষতি সাধিত হয়নি;
- সরকারি খাতসমূহ হতে আগত প্রাপ্তি কাজে লাগানোর বিষয়টি প্রযোজ্য নয়;
- আইপিও ঘোষণার পরবর্তী কালে আর্থিক ফলাফল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়;
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি বোর্ড সভা উপস্থিতি বাবদ মোট ১,৯০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে। আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় পরিচালকবৃন্দের সম্মানীভাতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

## সংরক্ষিত তহবিল

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে ৯৬৩.০০ মিলিয়ন টাকা নিট মুনাফা সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছেন।

## পরিচালকবৃন্দ

বর্তমান পরিচালকবৃন্দের নাম এই প্রতিবেদনের ৮১ থেকে ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে।

কোম্পানির সংঘবিধির ৮১ অনুচ্ছেদের আওতায় ৪৫তম সাধারণ সভায় মিস ডেজাইরি বাচের এবং জনাব ইন্দ্রনীল বাগচী পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন। যোগ্য বিধায় সকল অবসর গ্রহণকারী পরিচালকবৃন্দের পুনঃ নির্বাচনের জন্য ৪৫তম সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে।

জনাব কাজী সানাউল হক ২০১৭ সালের ২৪শে অক্টোবর কোম্পানির একজন পরিচালক হিসেবে বোর্ডে জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামানের স্থলাভিষিক্ত হন। কোম্পানিতে জনাব জামানের কার্যকালে তাঁর অবদানকে পরিচালকমন্ডলী গভীর প্রশংসার সাথে স্মরণ করেন।

পরিচালকমন্ডলী ২৪শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে জনাব কাজী সানাউল হককে কোম্পানির পরিচালক হিসেবে নিয়োগদান করেন। জনাব হক কোম্পানির সংঘবিধির ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার সময়কাল থেকে নিয়োগ পাওয়ার পর অবসর গ্রহণ করবেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

## জাতীয় কোষাগারে অবদান

২০১৭ সালে কর ও শুল্ক বাবদ জাতীয় কোষাগারে সর্বসাকুল্যে ১,৪৬১ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা ২০১৬ সালে ছিল ১,২৩৯ মিলিয়ন টাকা।

## নিরীক্ষকবৃন্দ

কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষাবৃন্দ রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস এই বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন। SEC Order No. SEC/CMRRCD/2009-193/104/Admin, তারিখ: ২৭ জুলাই ২০১১ অনুযায়ী কোন নিরীক্ষক ফার্ম একই কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে পর পর তিন বছরের বেশি নিয়োজিত থাকতে পারবে না। BSEC আদেশ অনুযায়ী কোম্পানির জন্য নতুন সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক। হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের সংবিদ্ধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানকৃত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোম্পানি, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে ২০১৮-এর কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে ৬,৯০,০০০/- টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ প্রদান করার ব্যাপারে সুপারিশ করেন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

**আইয়ুব কাদরী**
পরিচালক ও সভাপতি

# কমিটিসমূহ

## অডিট কমিটি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | মিস পারভীন মাহমুদ | স্বতন্ত্র পরিচালক |
| সদস্য | জনাব মলয় ব্যানার্জী | পরিচালক |
| সদস্য | মিস ডেজাইরি বাচের | পরিচালক |
| সদস্য | জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া | পরিচালক |
| সচিব | জনাব মো: আনিছুজ্জামান | চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এন্ড সচিব |
| উপস্থিত | মিস সঞ্চিতা চক্রবর্তী দাস | কান্ট্রি হেড, ইন্টারনাল অডিট বাংলাদেশ |

## কান্ট্রি লীডারশীপ টীম

পরিচালনা পর্ষদের সহায়তায় কোম্পানির জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সহযোগে যে টীম তাহাই কান্ট্রি লীডারশীপ টীম হিসেবে পরিচিত। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে সকল বিভাগের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে নিম্নোক্ত CLT:

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক |
| সদস্য | জনাব মো: আনিছুজ্জামান | চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এন্ড সচিব |
| সদস্য | মিস সায়কা মাজেদ | হেড অব এইচ আর |
| সদস্য | জনাব এ কে এম তারেক | হেড অব সেলস, হার্ডগুডস |
| সদস্য | জনাব সৈয়দ আসগর আলী | হেড অব প্রোকিউরমেন্ট |
| সদস্য | জনাব খলিলুর রহমান | হেড অব শিকিউ |
| সদস্য | জনাব নুরুর রহমান | হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, পিজি ও বাল্ক |
| সদস্য | জনাব মুশফিক আক্তার | হেড অব হেলথকেয়ার |

## নিরাপত্তা পরিষদ টীম

নিরাপত্তা পরিষদ নামে, এই ফোরামটি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যকক্রমে সহযোগিতা করে থাকে এবং নিরাপত্তা ও সংস্কৃতিজনিত সফলতা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই টীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় নেতৃত্ব এবং অন্যান্য ল্যাগিং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ১৯ জন সদস্য সমন্বয়ে নিরাপত্তা পরিষদ টীম গঠিত:

| |
|---|
| নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কোয়ালিটি প্রধান (SHEQ) |
| কান্ট্রি লীডারশীপ টীম |
| হেড অব অল ফাংশন |
| পরিবহণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক |
| অন সাইট প্ল্যান্ট ব্যবস্থাপক |
| অপারেশন ব্যবস্থাপক |
| কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস ব্যবস্থাপক |

# পরিশিষ্ট ১

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক প্রধান উপাত্তসমূহ:

## আর্থিক ইতিবৃত্ত

| | | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেভিনিউ | টাকা '০০০ | ৩,৮১৭,১২৭ | ৪,০৫৬,২৭৮ | ৩,৯৮৪,৪৮২ | ৩,৯৩৩,১৮৫ | ৪,২৭০,৫৮৫ | ৪,৯৪১,৭৯৯ |
| কর-পূর্ব মুনাফা | " | ৬৬০,৪৯৩ | ১,০০১,৫৮৭ | ৮৫১,০৩৫ | ৮৮১,৩৪৩ | ১,১৯০,৮৩২ | ১,৩০৪,২৬০ |
| ইবিআইটিডিএ (EBITDA) | " | ৭৭৬,৯৯৬ | ১,১৩৮,২৫৫ | ৯৯৪,০৯৫ | ১,০৩১,১০৪ | ১,৩৮১,৭৯৬ | ১,৫১৬,৪৪৮ |
| কর বরাদ্দ | " | ১৮০,৫৭৫ | ২২৫,৫৪৪ | ২৪২,৬৫৯ | ২১৩,০৮৬ | ৩২৪,১১৪ | ১৭১,৪৩২ |
| বিলম্বিত কর | " | (২,৫৯৩) | ৩৭,১৪৮ | (১১,৭৫৬) | ১৭,৭৮৬ | (১৪,৪৮০) | ১৮০,০৯০ |
| আয় | " | ৪৮২,৫১১ | ৭৩৮,৮৯৫ | ৬২০,১৩২ | ৬৫০,৪৭১ | ৮৮১,১৯৮ | ৯৫২,৭৩৮ |
| প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ | " | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ১৬৭,৪০১ | ২১৩,০৫৬ |
| অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান | " | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ | ৩০৪,৩৬৬ |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল | " | ২,০১৯,০১০ | ২,২৮৬,১৩৮ | ২,৪৩৪,৫০৩ | ২,৬১৩,২০৭ | ৩,০৩২,৭৫০ | ৩,৫২৩,৬৩৬ |
| শেয়ার মূলধন | " | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ |
| পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ | " | ২০,১৭৪ | ২০,১৭৪ | ২০,১৭৪ | ২০,১৭৪ | – | – |
| শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি | " | ২,১৯১,৩৬৭ | ২,৪৫৮,৪৯৫ | ২,৬০৬,৮৬০ | ২,৭৮৫,৫৬৪ | ৩,১৮৪,৯৩৩ | ৩,৬৭৫,৮১৯ |
| নীট স্থায়ী সম্পত্তি | " | ১,৪৭৪,৮৩৬ | ১,৫০৮,৯৯১ | ১,৫৩৫,১৪৫ | ১,৯১৪,৪০৫ | ২,৫৪৩,৯৩৫ | ৩,২১৮,৬৩৮ |
| অবচয় | " | ১৪৬,১৪৪ | ১৫৭,৪২৫ | ১৬৪,৫৩১ | ১৬২,৬১৭ | ২০১,৮৬৩ | ২১৯,৬৫১ |
| | | | | | | | |
| শেয়ারপ্রতি আয় | টাকা | ৩১.৭১ | ৪৮.৫৫ | ৪০.৭৫ | ৪২.৭৪ | ৫৭.৯০ | ৬২.৬০ |
| পি ই রেশিও-টাইমস | | ১৭ | ১৩ | ২২ | ২৭ | ২২ | ২১ |
| কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত | % | ২২ | ৩০ | ২৪ | ২৪ | ২৮ | ২৬ |
| মোট মুনাফার আনুপাতিক হার | % | ৩৪ | ৩৭ | ৪০ | ৪৩ | ৪৬ | ৪৭ |
| ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস | | – | – | – | – | – | – |
| চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস | | ২.৬০ | ৩.০৮ | ৩.১১ | ২.৪৪ | ১.৫৫ | ১.৬৭ |
| শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ | টাকা | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩১.০০ | ৩৪.০০ |
| লভ্যাংশ | % | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩১০ | ৩৪০ |
| শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি | টাকা | ১৪৪.০০ | ১৬১.৫৫ | ১৭১.৩০ | ১৮৩.০৪ | ২০৯.২৮ | ২৪১.৫৪ |
| শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ | " | ৩১.৭৮ | ৫৪.৯১ | ৫০.৮৯ | ৬৭.১৪ | ৭৩.১৮ | ৭৬.১৩ |

# পরিশিষ্ট ২

## শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন

| পরিচালকবৃন্দের নাম | | | শেয়ারের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ |
| জনাব আইয়ুব কাদরী - সভাপতি | ১০ | ১০ | ১০ |
| মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক) | ৫০ | ৫০ | ৫০ |
| জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক) | ৪৪ | ৪৪ | ৪৪ |
| **স্ত্রী (ফলিও # এস০৬০৬)** | ৪৪ | ৪৪ | ৪৪ |
| | | | |
| **নির্বাহীবৃন্দের নাম:** | | | |
| প্রযোজ্য নয় | | | |
| | | | |
| ১০% বা তার চেয়ে বেশী শেয়ারহোল্ডিং: | | | |
| দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড | ৯,১৩০,৯৬৮ | ৯,১৩০,৯৬৮ | ৯,১৩০,৯৬৮ |
| আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ১,৭৭২,৬০৫ | ১,০৯৪,০১৯ | ১,০৬৮,২৮৯ |
| | | | |
| প্যারেন্ট, সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিসমূহ: | | | |
| দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড | | | |
| বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড | | | |
| বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড | | | |

## শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - ইনষ্টিটিউট এবং পাবলিক

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০.০
- অন্যান্য ইনষ্টিটিউট ২৯.২
- পাবলিক ১০.৮

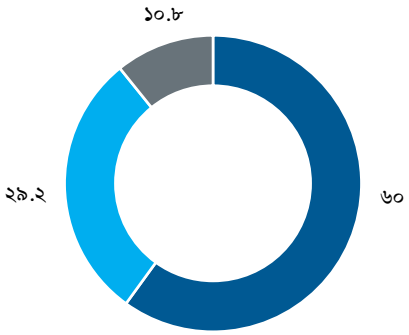


## শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - বিভিন্ন কোম্পানি এবং অন্যান্য

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০.০
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি) ১৪.৫
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি) ১.৩
- বাংলাদেশ ফান্ড ০.৭
- অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ ২৩.৫

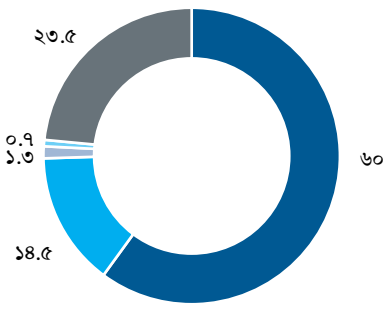

# পরিশিষ্ট ৩

## বোর্ড সভাসমূহ

এ সময়ে বোর্ড ৫ বার সভাতে মিলিত হন।

| | পরিচালকবৃন্দের নাম | উপস্থিতির সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | জনাব আইয়ুব কাদরী - সভাপতি | ৫ |
| ২ | জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ | ৫ |
| ৩ | জনাব মলয় ব্যানার্জী | ৪ |
| ৪ | মিস ডেজাইরি বাচের | ২ |
| ৫ | জনাব মো: ইফতিখার-উজ-জামান (৩১ জুলাই ২০১৭ তে পদত্যাগ করেছেন) | ৩ |
| ৬ | মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক) | ৪ |
| ৭ | জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক) | ২ |
| ৮ | ইন্দ্রনীল বাগচী | ৩ |
| ৯ | কাজী সানাউল হক (জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এর স্থলে পরিচালক হিসেবে অক্টোবর ২০১৭ সালে যোগদান।) | ১ |

## অডিট কমিটি সভাসমূহ

এ সময়ে ৪ বার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

| | সদস্যবৃন্দের নাম | উপস্থিতির সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | মিস পারভীন মাহমুদ - চেয়ারপারসন (স্বতন্ত্র পরিচালক) | ৪ |
| ২ | জনাব মলয় ব্যানার্জী - পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত | ৪ |
| ৩ | মিস ডেজাইরি বাচের - পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত | ১ |
| ৪ | জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক) | - |

# পরিশিষ্ট ৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 তারিখ ৭ আগস্ট, ২০১২ এবং SEC/CMRRCD/2006-158/147/Admin/48 তারিখ: ২১ জুলাই ২০১৩ অনুযায়ী পরিপালনীয় শর্তাদি।

| শর্ত নং | শর্ত | পরিপালনীয় অবস্থা |
|---|---|---|
| ১. | **বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী।** | |
| ১.১ | **বোর্ডের পরিধি: বোর্ড সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) এর কম এবং ২০ (বিশ) এর বেশি হবে না।** | পরিপালিত |
| ১.২ | **স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলী।** | |
| ১.২ (i) | **কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের অন্তঃত এক পঞ্চমাংশ (১/৫) হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক।** | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (ক) | তিনি কোম্পানির কোন শেয়ারের অধিকারী হবেন না বা মোট পরিশোধিত শেয়ারের সর্বোচ্চ শতকরা ১ ভাগের কম অধিকারী হবেন; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (খ) | যিনি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক নন এবং কোম্পানির কোন পৃষ্ঠপোষক অথবা পরিচালক অথবা পারিবারিক সূত্রে এমন কোন শেয়ারহোল্ডারের সাথে সম্পর্কিত নন যিনি কোম্পানির সর্বমোট শেয়ারের শতকরা ১ ভাগ (১%) বা তার অধিক শেয়ারের অধিকারী। তাঁর পরিবারের সদস্যগণও উপরোক্ত পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হতে পারবেন না।<br>এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধূগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (গ) | যিনি কোম্পানির অধীনস্থ অন্য কোন কোম্পানি/সহযোগী কোন কোম্পানির সাথে আর্থিক অথবা অন্য কোনরূপ সম্পর্ক বজায় রাখেন না; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (ঘ) | যিনি কোন স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য, পরিচালক বা কর্মকর্তা নন; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (ঙ) | যিনি স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক বা কর্মকর্তা অথবা পুঁজিবাজারের কোন মধ্যবর্তী যোগাযোগকারী হিসেবে কর্মরত নন; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (চ) | যিনি কোন সংবিধিবদ্ধ অডিট ফার্মের অংশীদার অথবা নির্বাহী নন অথবা বিগত ৩ (তিন) বছর সময়কালের মধ্যে ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (ছ) | যিনি ৩ (তিন) টির অধিক তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন না; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (জ) | যিনি কোন ব্যাংক অথবা ব্যাংক নয় এমন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (NBFI) নিকট ঋণ খেলাপী হওয়ার জন্য উপযুক্ত বিচারিক এক্তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন; | পরিপালিত |
| ১.২ (ii) (ঝ) | যিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত নন; | পরিপালিত |

| শর্ত নং | শর্ত | পরিপালনীয় অবস্থা |
|---|---|---|
| ১.২ (iii) | স্বতন্ত্র পরিচালক(গণ) পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হতে হবে। | পরিপালিত |
| ১.২ (iv) | স্বতন্ত্র পরিচালক(গণ)-এর পদ ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক শূন্য থাকবে না। | পরিপালিত |
| ১.২ (v) | বোর্ড সকল সদস্যদের জন্য একটি নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করবে এবং তা পরিপালনের রেকর্ড বার্ষিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হবে। | পরিপালিত |
| ১.২ (vi) | স্বতন্ত্র পরিচালকের কার্যকাল হবে ৩ (তিন) বৎসর, যা কেবলমাত্র এক মেয়াদের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে। | পরিপালিত |
| **১.৩** | **স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলীর যোগ্যতা।** | |
| ১.৩ (i) | স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন সৎ গুণাবলী সমৃদ্ধ এমন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি আর্থিক, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কর্পোরেট আইনসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করবেন এবং ব্যবসায়ে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। | পরিপালিত |
| ১.৩ (ii) | উক্ত ব্যক্তি হবেন একজন ব্যবসায় নেতা/কর্পোরেট নেতা/আমলা/অর্থনীতি অথবা ব্যবসায় শিক্ষা অথবা আইনশাস্ত্রে পারদর্শী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/ চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারির মত পেশাজীবি। স্বতন্ত্র পরিচালকদের ন্যূনতম ১২ (বার) বৎসরের কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা/পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | পরিপালিত |
| ১.৩ (iii) | বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোল্লিখিত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে। | প্রযোজ্য নয় |
| **১.৪** | **বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।** | |
| | বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত হতে হবে। কোম্পানির পরিচালকদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। পরিচালকমন্ডলী চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবেন। | পরিপালিত |
| **১.৫** | **শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন।** | |
| ১.৫ (i) | শিল্প-কারখানায় শিল্পসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত উন্নয়ন। | পরিপালিত |
| ১.৫ (ii) | খাতওয়ারী বা পণ্যওয়ারী সাফল্য । | পরিপালিত |
| ১.৫ (iii) | ঝুঁকি ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ। | পরিপালিত |
| ১.৫ (iv) | ক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও প্রকৃত মুনাফার উপর পর্যালোচনা । | পরিপালিত |
| ১.৫ (v) | অসাধারণ কোন লাভ বা ক্ষতি অব্যাহত থাকা সংক্রান্ত আলোচনা। | প্রযোজ্য নয় |
| ১.৫ (vi) | সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সাথে লেনদেনের ভিত্তি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে লেনদেন সংক্রান্ত বিবরণী বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে হবে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (vii) | পাবলিক ইস্যুসমূহ, রাইট সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ/অথবা যেকোন দলিলাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগানো। | প্রযোজ্য নয় |
| ১.৫ (viii) | কোম্পানি কর্তৃক প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO), পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (RPO), রাইটস অফার, সরাসরি তালিকাভুক্তকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়া গ্রহণের পর আর্থিক ফলাফলের অবনতি ঘটলে সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। | প্রযোজ্য নয় |
| ১.৫ (ix) | যদি ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদনে সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। | প্রযোজ্য নয় |
| ১.৫ (x) | স্বতন্ত্র পরিচালকগণসহ সকল পরিচালকের সম্মানী। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xi) | শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটির পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করতে হবে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xii) | শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানি কর্তৃক হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত যথাযথ বহি সংরক্ষিত হয়ে আসছে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xiii) | আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বদা যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলনসমূহ যৌক্তিক এবং বিচক্ষণ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xiv) | আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে এবং, যেসব ক্ষেত্রে এসব বিধি অনুসরণ করা হয়নি তা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xv) | অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটর করা হয়েছে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xvi) | একটি চালু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির যোগ্যতা নিয়ে উল্লেখ করার মত কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না। যদি কোম্পানি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য বিবেচিত না হয় তবে, সেক্ষেত্রে কারণসহ উক্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। | প্রযোজ্য নয় |
| ১.৫ (xvii) | কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি থাকলে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xviii) | ন্যূনতম বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক তথ্যাদি সারাংশ আকারে উপস্থাপন করতে হবে। | পরিপালিত |
| ১.৫ (xix) | চলতি বছর লভ্যাংশ ঘোষণা না করা হলে তার কারণ দর্শাতে হবে (নগদ অর্থ অথবা স্টক)। | প্রযোজ্য নয় |
| ১.৫ (xx) | বছরে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভাসমূহের সংখ্যা ও সভায় প্রত্যেক পরিচালকের উপস্থিতির তথ্য প্রকাশ করতে হবে। | পরিপালিত |
| ১.৫(xxi) (ক) | মূল/অধীনস্থ/সহযোগী কোম্পানিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহ (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য); | পরিপালিত |
| ১.৫(xxi) (খ) | পরিচালকগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান এবং তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানাদি (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য); | পরিপালিত |
| ১.৫(xxi) (গ) | নির্বাহী কর্মকর্তাগণ; | পরিপালিত |
| ১.৫(xxi) (ঘ) | যেসব শেয়ারহোল্ডারগণ শতকরা ১০ ভাগ (১০%) বা তারও বেশি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানিতে ভোট প্রদানে অধিক আগ্রহী (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য)। | পরিপালিত |

| শর্ত নং | শর্ত | পরিপালনীয় অবস্থা |
|---|---|---|
| ১.৫ (xxii) | কোম্পানির কোন পরিচালকের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত তথ্যাদি শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রকাশ করতে হবে: | |
| ১.৫(xxii) (ক) | পরিচালকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত; | পরিপালিত |
| ১.৫(xxii) (খ) | কার্যক্রমের যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে তিনি দক্ষ সেগুলোর প্রকৃতি; | পরিপালিত |
| ১.৫(xxii) (গ) | উক্ত ব্যক্তি যে সকল কোম্পানিতে পরিচালকের পদে আসীন ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যপদ অধিকার করে আছেন। | পরিপালিত |
| ২. | **প্রধান অর্থ কর্মকর্তা** (CFO), **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান এবং কোম্পানি সচিব** (CS) | |
| ২.১ | কোম্পানি একজন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (CFO), একজন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান (অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন) এবং একজন কোম্পানি সচিব (CS) নিয়োগ করবেন। পরিচালনা পরিষদকে সিএফও, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান এবং সিএস এর পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ প্রদান করতে হবে। | পরিপালিত |
| ২.২ | কোম্পানির সিএফও এবং কোম্পানি সচিব পরিচালকমন্ডলীর সভাগুলোতে উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু সিএফও এবং/অথবা কোম্পানি সচিব সেসব সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না যেখানে তাদের ব্যক্তিগত বিষয় বিবেচনা সম্পর্কিত এজেন্ডা আলোচিত হবে। | পরিপালিত |
| ৩. | **নিরীক্ষা কমিটি।** | |
| ৩ (i) | পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে কোম্পানির একটি নিরীক্ষা কমিটি থাকতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩ (ii) | আর্থিক বিবরণীসমূহে সঠিক ও স্বচ্ছভাবে কোম্পানির সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাঝে একটি উত্তম মনিটরিং পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষে নিরীক্ষা কমিটি পরিচালকমন্ডলীকে সহযোগিতা করবেন। | পরিপালিত |
| ৩ (iii) | নিরীক্ষা কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। নিরীক্ষা কমিটির দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে থাকতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.১ | **নিরীক্ষা কমিটির গঠন।** | |
| ৩.১ (ii) | পরিচালকমন্ডলী নিরীক্ষা কমিটির সদস্য নিয়োগ করবেন, যারা পরিচালক হিসেবে কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন তাদের মধ্য হতে এবং এতে ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন। | পরিপালিত |
| ৩.১ (iii) | নিরীক্ষা কমিটির সকল সদস্যকে আর্থিক বিষয়ে প্রাজ্ঞ হতে হবে এবং ন্যূনতম ১ (এক) জন সদস্যের হিসাবরক্ষণ অথবা সংশ্লিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.১ (iv) | যখন কমিটির সদস্যগণের দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্ত হবে অথবা কোন সদস্য তার দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্তির পূর্বেই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং এরূপ পরিস্থিতির ফলে যদি কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা ৩ (তিন)-অপেক্ষা হ্রাস পায়, সেক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলী নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে শূন্যপদ (গুলো) পূরণ করার জন্য পদ শূন্য হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন সদস্য নিয়োগ প্রদান করবেন। | প্রযোজ্য নয় |
| ৩.১ (v) | কোম্পানি সেক্রেটারি কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন | পরিপালিত |
| ৩.১ (vi) | ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত নিরীক্ষা কমিটি সভায় কোরাম গঠিত হবে না। | পরিপালিত |
| ৩.২ | **নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান।** | |
| ৩.২ (i) | পরিচালকমন্ডলী নিরীক্ষা কমিটির একজন সদস্যকে নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বাছাই করবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিকে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.২ (ii) | নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থিত থাকবেন। | পরিপালিত |
| ৩.৩ | **নিরীক্ষা কমিটির ভূমিকা।** | |
| ৩.৩ (i) | আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তদারক করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (ii) | হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ মনিটর করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (iii) | অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (iv) | বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রকগণকে আনয়ন প্রক্রিয়া ও তাদের দক্ষতা তদারক করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (v) | বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (vi) | ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (vii) | অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (viii) | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যবসায়িক পক্ষসমূহের সাথে উল্লেখযোগ্য লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী পর্যালোচনা করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (ix) | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত/অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিষয়ক পত্র পর্যালোচনা করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৩.৩ (x) | যখন প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO)/পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (RPO)/রাইট ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করা হবে তখন কোম্পানি প্রধান প্রধান খাত (মূলধনী ব্যয়, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ ব্যয়, চলতি মূলধন, ইত্যাদি) অনুসারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উক্ত তহবিল ব্যবহার/কাজে লাগানো সংক্রান্ত তথ্যাবলী আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক ঘোষণা হিসেবে অডিট কমিটির নিকট প্রকাশ করবে। উপরন্তু, প্রস্তাবনা পত্রে/প্রসপেক্টাসে যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তা বহির্ভূত অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক ভিত্তিতে কোম্পানি একটি তহবিল বিবরণী প্রস্তুত করবে। | প্রযোজ্য নয় |
| ৩.৪ | **নিরীক্ষা কমিটির প্রতিবেদন।** | |
| ৩.৪.১ | বোর্ডের পরিচালকমন্ডলীর প্রতি বিবৃতি। | |
| ৩.৪.১ (i) | নিরীক্ষা কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাদের কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। | পরিপালিত |
| ৩.৪.১ (ii) | নিরীক্ষা কমিটি অবিলম্বে পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে যদি নিম্নলিখিত কোন বিষয় থাকে:- | |

| শর্ত নং | শর্ত | পরিপালনীয় অবস্থা |
|---|---|---|
| ৩.৪.১ (ii)(ক) | পরিচালকমন্ডলীর নিকট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধের ব্যাপারে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; | প্রযোজ্য নয় |
| ৩.৪.১ (ii)(খ) | অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন সন্দেহজনক বা ধারণা নির্ভর জালিয়াতি বা অনিয়ম অথবা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি; | প্রযোজ্য নয় |
| ৩.৪.১ (ii)(গ) | নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নিয়মকানুনসহ কোন আইনের সন্দেহজনক লংঘন; | প্রযোজ্য নয় |
| ৩.৪.১ (ii)(ঘ) | পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করতে হবে এমন যে কোন বিষয়। | প্রযোজ্য নয় |
| ৩.৪.২ | **কর্তৃপক্ষের প্রতি বিবৃতি।** | |
| | নিরীক্ষা কমিটি যদি আর্থিক অবস্থা এবং কার্যক্রম পরিচালনাজনিত ফলাফলের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকেন এবং এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিচালকমন্ডলী ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন এবং উক্ত নিরীক্ষা কমিটি যদি লক্ষ্য করেন যে এধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অযৌক্তিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষা কমিটি উক্ত ব্যাপারটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তিনবার রিপোর্ট করা অথবা পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রথমবার রিপোর্ট করার তারিখ হতে ছয়মাস অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত, এক্ষেত্রে যেটি আগে হয়, উক্ত বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। | প্রযোজ্য নয় |
| ৩.৫ | **শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রতি বিবৃতি।** | |
| | ৩.৪.১(ii) নং শর্তের অধীন পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপনের লক্ষে আলোচ্য বছরে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টসহ নিরীক্ষা কমিটির কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৪. | **বহিঃস্থ/ বিধিসম্মত নিরীক্ষা।** | |
| ৪.০০ (i) | যাচাই বা মূল্যায়ন সেবাসমূহ অথবা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত মতামতসমূহ। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (ii) | আর্থিক তথ্য ব্যবস্থা প্রণয়নে অসম্পৃক্ততা। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (iii) | হিসাবরক্ষণ বা বুক কিপিং প্রক্রিয়ায় অসম্পৃক্ততা। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (iv) | ব্রোকার-ডিলার সার্ভিসে অসম্পৃক্ততা। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (v) | এ্যাকচুয়ারিয়াল সার্ভিসে অসম্পৃক্ততা। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (vi) | অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মকান্ডে অসম্পৃক্ততা। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (vii) | অন্য যেকোন সেবা প্রদানে অসম্পৃক্ততা। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (viii) | বহিঃস্থ নিরীক্ষা কোম্পানির অসম্পৃক্ত অংশীদারগণ অথবা সেখানে কর্মরত ব্যক্তিগণ অন্ততঃপক্ষে তাদের কোম্পানি কর্তৃক নিরীক্ষা কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ধারণ করতে পারবে না। | পরিপালিত |
| ৪.০০ (ix) | কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অডিট/সার্টিফিকেশন সেবা শর্ত নং ৭(i) এর অধীন। | পরিপালিত |
| ৫. | **সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।** | |
| ৫.০০ (i) | হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠন সম্পর্কিত যে সকল বিধি-বিধান রয়েছে তা অধীনস্থ কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে। | পরিপালিত |
| ৫.০০ (ii) | হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক অধীনস্থ কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালকের পদ গ্রহণ করবেন। | পরিপালিত |
| ৫.০০ (iii) | অধীনস্থ কোম্পানির বোর্ড সভায় গৃহীত সভার কার্যবিবরণী (মিনিটস্) হোল্ডিং কোম্পানির পরবর্তী বোর্ড সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে। | পরিপালিত |
| ৫.০০ (iv) | হোল্ডিং কোম্পানির নিজস্ব বোর্ড সভার কার্যবিবরণীসমূহে (মিনিটস) অধীনস্থ কোম্পানির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ থাকবে। | পরিপালিত |
| ৫.০০ (v) | হোল্ডিং কোম্পানির নিরীক্ষা কমিটিও আর্থিক বিবরণীসমূহ, বিশেষ করে অধীনস্থ কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত বিনিয়োগসমূহ পর্যালোচনা করবে। | পরিপালিত |
| ৬. | **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা** (CEO) **এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা** (CFO) **এর কর্তব্য।** | |
| ৬.০০ (i) (ক) | এই বিবরণীসমূহে কোন উল্লেখযোগ্য অসত্য তথ্য থাকবে না অথবা কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য বর্জন করা হবে না অথবা বিভ্রান্তকারী কোন তথ্য থাকবে না; | পরিপালিত |
| ৬.০০ (i) (খ) | এই বিবরণী যুগপৎভাবে কোম্পানির কার্যক্রমের একটি সত্য ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে এবং তা বিদ্যমান হিসাবরক্ষণ বিধিসমূহ ও প্রযোজ্য আইনসমূহ পরিপালনপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে। | পরিপালিত |
| ৬.০০ (ii) | এক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ অবগতি ও বিশ্বাসের আলোকে বলা যায়, কোম্পানি আলোচ্য বছরে এমন কোন লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি যা জালিয়াতিপূর্ণ, বে-আইনী অথবা কোম্পানির আচরণ বিধির পরিপন্থী। | পরিপালিত |
| ৭. | **কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রতিবেদন এবং পরিপালন।** | |
| ৭.০০ (i) | কমিশন কর্তৃক কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনার শর্তসমূহ পরিপালনের ব্যাপারে কোম্পানি কোন সক্রিয় পেশাদার হিসাবরক্ষক/সচিবের (চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট/কস্ট অ্যান্ড ম্যানেমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট/চার্টার্ড সেক্রেটারি) নিকট হতে সনদ অর্জন করবেন এবং তা বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বাৎসরিক ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করবেন। | পরিপালিত |
| ৭.০০ (ii) | এই সংযুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি উপরোক্ত শর্তাবলী পরিপালন করেছে কি না সে বিষয়টি কোম্পানির পরিচালকগণ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে বিবৃত করবেন। | পরিপালিত |

# কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা

## কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার চর্চা

সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ সমুন্নত রাখার লক্ষে বদ্ধপরিকর। তাদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কর্মকান্ড সবসময়ই জোরালো দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত। পরিচালকমন্ডলী এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছেন এবং কোম্পানির জন্য যথোপযুক্ত ও সুফলদায়ক কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার চর্চাসমূহ অনুসরণ করছেন। কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষা, কোম্পানির সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সামর্থ্য এবং সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি মোকাবিলা, সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চর্চাসমূহের মাঝে নিবিড় ও কার্যকর সহযোগিতা তৈরি করার উপর ভিত্তি করেই সবসময় আমাদের সাফল্য রচিত হয়েছে।

## পরিচালকমন্ডলী

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এর সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমসমূহ তদারকি করার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তসমূহ কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে; কোম্পানির এ স্বার্থের মাঝে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের স্বার্থ সম্পৃক্ত রয়েছে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ ৮ (আট) জন সদস্য নিয়ে গঠিত; এদের মাঝে ২ (দুই) জন সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক, ১ (এক) জন সদস্য নির্বাহী পরিচালক, ৩ (তিন) জন লিন্ডে মনোনীত পরিচালক, ১ (এক) জন আইসিবি মনোনীত পরিচালক এবং ১ (এক) জন অনির্বাহী পরিচালক। পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মাঝে রয়েছেন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় ঋদ্ধ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সরকারি খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। পরিচালকমন্ডলী প্রতি সভায় কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য পর্যালোচনা করেন এবং প্রকাশনার জন্য সাময়িক ও বাৎসরিক আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেন। এছাড়া পরিচালকমন্ডলী বার্ষিক পরিকল্পনা আলোচ্য বছরের জন্য মূলধনী ব্যয় অনুমোদন করেন এবং নিয়মিত ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

## বোর্ড সভা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ ২০১৭ সালে ৫ (পাঁচ) বার সভায় মিলিত হন। কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪-এর ধারা ৯৬ অনুযায়ী বোর্ড সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বোর্ড মিটিং সংক্রান্ত নিয়মকানুন অনুসৃত হয়। বোর্ড সভায় পরিচালকের উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিচালকের প্রতিবেদনের সংযুক্তি ৩-এ উল্লিখিত হয়েছে। বোর্ড সভাসমূহে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের স্বার্থ বিবেচনা সাপেক্ষে কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংঘবিধি কর্তৃক অনুমোদিত তাদের অধিকার প্রয়োগ করেন। একজন শেয়ারহোল্ডার একটি শেয়ারের বিপরীতে একটি ভোট দিতে পারেন।

প্রতিটি পরবর্তী আর্থিক বছরের প্রথম ৬ (ছয়) মাস সময়সীমায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানি আইন কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও দলিলাদির সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সভা আয়োজনের ১৪ দিবস পূর্বে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করতে হয়।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারেন না, তারা কোম্পানিরই আরেক প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রক্সি বা প্রতিনিধিত্ব ফর্ম সঠিকভাবে পূর্ণ করে সভা অনুষ্ঠানের ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির কর্পোরেট কার্যালয়ে জমা দিতে হয়।

## কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং SEC/CMRRCD/ 2006-158/134/Admin/44 তারিখ ৭ই আগস্ট, ২০১২ এবং SEC/CMRRCD/ 2006-158/ 147/ Admin/ 48 তারিখ: ২১ জুলাই ২০১৩ অনুযায়ী সংযুক্তি ১ থেকে ৪, পৃষ্ঠা নং ৯১ থেকে ৯৬-এ কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ বিষয়ক প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।

## কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান কাঠামো

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোম্পানির কর্মকান্ডের চিত্র, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন বিষয়ে স্বচ্ছতাপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

## কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহি সংরক্ষণ

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যৌক্তিক ও বিচক্ষণ বিবেচনার উপর ভিত্তি করে হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে।

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ বিধি (বিএএস), বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধি (বিএফআরএসএস), বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে।

কোম্পানি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করেছে যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীতে বড় ধরনের ভুল উপস্থাপনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও নিরীক্ষা কমিটিকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা হয়।

## হিসাবরক্ষণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধি (বিএফআরএসএস) অনুযায়ী লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ, অন্তর্বর্তীকালীন ও ষান্মাষিক আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুত এবং প্রকাশ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং নিরীক্ষা কমিটি তা পর্যালোচনা করেন। আইসিএবি কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশ নিরীক্ষা বিধি অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ঝুঁকি পূর্বাহ্নে চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থার একটি পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিরীক্ষা কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন, ষান্মাষিক ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রকাশনার পূর্বে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে পরিচালনা পরিষদের সাথে সভায় মিলিত হন।

## অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টিম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা মূল্যায়নের লক্ষে নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকেন। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং পরবর্তীতে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে নিরীক্ষা কমিটির নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে একাউন্টস পেয়েবল-এর স্থানান্তরের মাধ্যমে ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং-এর সকল মডিউল ম্যানিলাস্থ লিন্ডে গ্লোবাল সার্ভিসেস-এ(এলজিএসএম) স্থানান্তর করা হয়। সেবা ব্যবস্থার অধীনে, এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষ সোর্স ডাটা ফিন্যান্সিয়াল এবং ট্রেজারী একাউন্টিং এবং বিল প্রস্তুতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এলজিএসএম ডাটা এডিটিং, ভেরিফাইং এবং প্রসেসিং এবং অনলাইন ব্যাংকিং নেটওয়ার্কে আপলোড-এর দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এলজিএমএস কর্তৃক এইচএসবিসি নেটওয়ার্ক প্রক্রিয়া ফাইলটি আপলোড করার পরে, ব্যাংকের স্বাক্ষর, পরিশোধের নিমিত্তে কোন বিল প্রসেস করার পর কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ডেলিগেশন অব অথরিটি (DOA) অনুযায়ী চেকসমূহ অনুমোদন করেন ইলেকট্রনিক্যালি। প্রয়োজন বিশেষে এলজিএসএম এর তত্ত্বাবধানে এখানেও চেকও প্রস্তুত করা হয়। কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ডাটার মালিকানা বজায় থাকে। জেনারেল লেজার একাউন্টস রিকনসিলিয়েশন, একাউন্টস রিসিভেবল, একাউন্টস পেয়েবল এবং ব্যাংক রি-কনসিলিয়েশন সমূহের ব্যাপারে এলজিএসএম দায়বদ্ধ। সিডিউল এবং রিকনসিলিয়েশন কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উক্ত ডাটার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে থাকে। কান্ট্রি ফিন্যান্স ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা সিদ্ধান্ত জন্য তথ্য যোগানের দায়িত্ব বর্তায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের।

## অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

লিন্ডে গ্রুপের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়াভিত্তিক আঞ্চলিক (RSE) কোম্পানির সকল কার্যক্রমের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিষয়ে নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা পরিচালনা করে। কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের যাবতীয় কাজ যেমন-অপারেশনস, সেলস এবং মার্কেটিং, ট্রেজারি সিস্টেম এবং ইনফরমেশন সার্ভিস সংক্রান্ত ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কোন ধরনের দুর্বলতা এবং কোম্পানির বিভিন্ন চর্চা ও সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন লংঘনের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মূল ঘটনা বা তথ্যসমূহ, দুর্বলতা ও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (DRI) থাকেন এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না হওয়া অবধি গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক এ ব্যাপারে খোঁজখবর (ফলো-আপ) রাখেন। নিরীক্ষা কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

## ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। লিন্ডে গ্রুপের নির্দেশনার আলোকে এ পদ্ধতিসমূহ প্রতিনিয়ত কোম্পানি কর্তৃক হালনাগাদকৃত ও গৃহীত হচ্ছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ও সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এবং পরিচালকমন্ডলী এই পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে থাকেন। বড় ধরনের ব্যবসায়িক ঝুঁকি চিহ্নিত করার লক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি নির্ধারণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সে অনুযায়ী ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। নিরীক্ষা কমিটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম মনিটর করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করেন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে কাজ করেন।

## নিরীক্ষা কমিটি

নিরীক্ষা কমিটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়িক ও আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান ও কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসায়িক নীতিসমূহ অনুসরণের বিষয়টি মনিটর করার জন্য কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে থাকেন। চারজন সদস্য নিয়ে নিরীক্ষা কমিটি গঠিত; এরমধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী দুইজন গ্রুপ মনোনীত পরিচালক। নিরীক্ষা কমিটির সভাপতি হলেন একজন স্বতন্ত্র পরিচালক। নিরীক্ষা কমিটি বছরে চার বার সভায় মিলিত হন। এটি পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি। কেবলমাত্র কমিটি সদস্যগণ সভায় যোগদান করতে পারেন। অবশ্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হেড অব ফিন্যান্স এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষককে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। যে সভায় বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা হয় সে সভায় বহিঃস্থ নিরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। নিরীক্ষা কমিটি সনদে বর্ণিত নিরীক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তদারকি করা।
- অনুসৃত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা মনিটর করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মনিটর করা।
- বহিঃস্থ নিরীক্ষক নিয়োগ প্রদান নিরীক্ষকের দক্ষতা তদারকি করা।
- অনুমোদনের জন্য বোর্ডে উপস্থাপনের পূর্বে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা।
- অনুমোদনের জন্য বোর্ডে উপস্থাপনের পূর্বে সাময়িক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করা।
- সংশ্লিষ্ট অংশের লেনদেনের বিবরণ পর্যালোচনা করা।
- সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চিঠি পর্যালোচনা করা।

## কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মোট সংখ্যা ছিল ৩১৭ (২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ছিল ৩২১)। পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানি বেতন ও পারিশ্রমিক বাবদ ৫৩১ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করে (২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর এ বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ ৪৪৪ মিলিয়ন টাকা)। এক্ষেত্রে কোম্পানি গৃহীত কৌশল হল সবচেয়ে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোম্পানিতে নিয়ে আসা, তাদের গড়ে তোলা ও তাদের পদোন্নতি প্রদান করা এবং কোম্পানির প্রতি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বস্ততা তৈরি করা, যা হল কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। জনবল উন্নয়নের লক্ষে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে সুস্থ থাকায় সহায়তা করে এবং তারা কোম্পানির জন্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন সে ঝুঁকি হতে তাদের সুরক্ষা প্রদান করে।

## বিদ্যমান আইন অনুসরণ

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ব্যবসায়িক চর্চায় ঐ সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী আইনের সকল বিধি-বিধান সময়মত অনুসরণ নিশ্চিত করেন। আইন লংঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

## নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা (Code of Ethics)

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষে নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা গঠন করা হয়েছে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোড-এ উল্লিখিত বিধিসমূহ কোম্পানি সক্রিয়ভাবে মনিটর করে। নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালার মধ্যে রয়েছে:

- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- গ্রাহক, সরবরাহকারী ও বাজারসমূহ নিয়ে কাজ করা
- শেয়ারহোল্ডারগণের সাথে কাজ করা
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে আচার-ব্যবহার
- জনগণের সাথে আচার-ব্যবহার

## কর্পোরেট ওয়েবসাইট

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত দায়িত্বের আওতায় কোম্পানির একটি তথ্যমূলক ওয়েবসাইট গঠন করেছে, যেখানে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতো আগ্রহী গ্রুপের জন্য কোম্পানি সংক্রান্ত জনগণের জন্য উন্মুক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

কোম্পানি ওয়েবসাইটে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ কর হল:

- বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য
- বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি

কোম্পানি ওয়েবসাইটের লিংক: www.linde.com.bd.

# পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী

## আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দ প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও এর আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (BAS), বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (BFRSs), কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস ১৯৮৭ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করতে হয়। কোম্পানি আইনের অধীনে পরিচালকবৃন্দ অবশ্যই কোম্পানির হিসাবাদি অনুমোদন করবে না, যদি না তারা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আর্থিক বিবরণী কোম্পানির আলোচ্য বছরের কার্যক্রম ও এর মুনাফা ও ক্ষতির অবস্থার একটি প্রকৃত ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু উপস্থাপনার ব্যাপারে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ; লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি আর্থিক অবস্থার বিবরণী, লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটির পরিবর্তনের বিবরণী ও আলোচ্য সমাপ্ত বছরের নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী এবং লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকাসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সংক্ষেপিত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিয়ে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ গঠিত।

আমরা যতদূর অবগত রয়েছি, এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রস্তুত নীতি অনুযায়ী, কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহসহ আর্থিক বিবরণীসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা হয়েছে:

- এই বিবরণীসমূহতে বাস্তবিকভাবে অসত্য কোন তথ্য নেই অথবা এ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি অথবা বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে এরকম কোন তথ্য নেই।
- এই বিবরণীসমূহ একত্রিতভাবে কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমের অবস্থা সম্পর্কে একটি সত্য ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে এবং তা বিদ্যমান হিসাবরক্ষণ বিধিমালা ও প্রযোজ্য আইনসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন লেনদেন করা হয়নি যা প্রতারণামূলক, বে-আইনী অথবা কোম্পানির আচরণবিধির পরিপন্থী।

কোম্পানির নিরীক্ষকবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক রেকর্ডসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনর ১০২ ও ১০৩ পৃষ্ঠায় তাঁদের উপস্থাপিত প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদিত হয়েছে এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ হতে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

**আইয়ুব কাদরী**
পরিচালক ও সভাপতি

# নিরীক্ষা কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিরীক্ষা কমিটি নিয়োগ প্রদান করা হয়। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের নিরীক্ষা কমিটিতে চারজন সদস্য রয়েছেন; এদের মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং অন্যান্যরা গ্রুপ মনোনীত পরিচালক। উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হেড অফ ফিন্যান্স এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যোগদান করেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিরীক্ষা কমিটির শর্তাবলী (Terms of Reference) নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটির বিদ্যমান সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস পারভীন মাহমুদ, চেয়ারপারসন
জনাব মলয় ব্যানার্জী, সদস্য
মিস ডেজাইরি বাচের, সদস্য
জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, সদস্য

পর্যালোচনাধীন বছরে নিরীক্ষা কমিটির ৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কমিটির নিকট তথ্য উপস্থাপন করেন। উক্ত উপস্থাপনের মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা, আলোচ্য বছরে পরিচালিত নিরীক্ষা সংখ্যা, নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণসমূহ, নিরীক্ষা বিষয়ক সুপারিশসমূহ এবং এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের পর্যায়। নিরীক্ষা কমিটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্যক্রম ও এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাদের সুপারিশসমূহের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে বহিঃস্থ নিরীক্ষকের সাথেও সভায় মিলিত হন। কমিটি নিম্নলিখিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করেছেন: (ক) বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (খ) বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড।

## নিরীক্ষা কমিটির ভূমিকা

নিরীক্ষা কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স-এর আওতায় কোম্পানির যেকোন কার্যক্রম তদন্ত করে দেখার বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর তদারকিমূলক দায়িত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়। নিরীক্ষা কমিটি টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী এর উপর আরোপিত কার্যক্রম সমূহের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। নিরীক্ষা কমিটির ভূমিকা নিম্নরূপ:

- উপস্থাপনা, তথ্য প্রকাশ ও উপাত্তের যথার্থতার বিচারে আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা।
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষার কার্যকারিতা মনিটর ও পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির আর্থিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- নিয়ন্ত্রণমূলক ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষে নৈতিক বিধি ও প্রক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করা।
- নিরীক্ষা কমিটির সনদ অনুযায়ী অন্য যেকোন কার্যক্রম।

## সভা ও উপস্থিতি

কোম্পানি বছরে কমপক্ষে চারটি সভার আয়োজন করবে। একজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ মোট দুজন পরিচালক ব্যতীত সভার কোরাম হবে না।

যদি কমিটি মনে করেন তবে, উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হেড অফ ফিন্যান্স এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যোগদান করবেন। বহিঃস্থ নিরীক্ষক সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভায় অডিট ঝুঁকি, প্ল্যানিং এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। কোম্পানি সচিব অডিট কমিটিরও সচিব হিসেবে গণ্য হবে।

## নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

নিরীক্ষা কমিটির সনদে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী নিরীক্ষা কমিটি দায়িত্ব পালন করেন। নিরীক্ষা কমিটি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। নিরীক্ষা কমিটি তাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিনিয়ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের পরামর্শ প্রদান করেন। অডিট কমিটির সদস্যরা যথাযথভাবে অবহিত করেন:

- বহিঃস্থ নিরীক্ষক হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণসমূহ, আইন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষের সংবিধিবদ্ধ বিধি-বিধানসমূহের পরিপালন, বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ বিধির পরিপালন এবং আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশের যথোপযুক্ততার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন। উক্ত কমিটি নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করেন।
- হেড অফ ফিন্যান্স পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানির আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন।

যথোপযুক্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর নিরীক্ষা কমিটি এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াসমূহ যথাস্থানে পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান, যা এই মর্মে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান করে যে কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা কমিটির পক্ষে,

**পারভীন মাহমুদ**
চেয়ারপারসন, নিরীক্ষা কমিটি
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

# শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/প্রশাসন/৪৪ তারিখ: ৭ আগস্ট ২০১২ ("কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক নির্দেশনা") অনুযায়ী জারিকৃত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক নির্দেশনার শর্তসমূহ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে সমাপ্ত বছরে পরিপালন করেছে কিনা সে ব্যাপারে সনদ প্রদানের লক্ষে আমরা উক্ত বিষয়াদি যাচাই করেছি।

পূর্বল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালনের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার পাশাপাশি উক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদানের দায়ভার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের।

উক্ত সার্টিফিকেট প্রদানের অনুকূলে আমাদের পরিচালিত নিরীক্ষাসমূহ মূলত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার শর্তসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষে কোম্পানি কর্তৃক গ্রহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সেগুলো বাস্তবায়নের অনুকূলে কার্যক্রমসমূহ যাচাই বাছাই করা এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও গৃহীত তথ্য উপস্থাপনের ভিত্তিতে সংযুক্ত বিবরণীতে উক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের প্রকৃত অবস্থার উপর সঠিক প্রতিবেদন প্রদান করা অবধি সীমিত ছিল।

আমাদের জ্ঞাত অনুসারে সবচেয়ে সঠিক তথ্য এবং আমাদের নিকট উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্যাদির ব্যাখ্যার আলোকে আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, উক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের প্রকৃত অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী উপরোল্লিখিত বিসেক (BSEC) প্রজ্ঞাপন, তারিখ : ৭ আগষ্ট, ২০১২-তে বর্ণিত কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত শর্তাবলী কোম্পানি সঠিকভাবে পরিপালন করেছে।

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

হোদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

# শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

## কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রতিবেদন

আমরা এতদসঙ্গে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর (এরপর 'গ্রুপ' নামেও অভিহিত) আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করেছি। আর্থিক বিবরণীগুলোর মধ্যে রয়েছে: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবরণী, এবং সেই তারিখে সমাপ্ত বছরের কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তন বিবরণী এবং নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী। প্রতিবেদনে আরো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্য এবং সকল আর্থিক বিবরণীসমূহের একত্রিত রূপ ।

## কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত মানসমূহ (Bangladesh Financial Reporting Standards), অনুসরণে কোম্পানির কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করার এবং সেগুলো নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: প্রতারণা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য (material misstatement) থেকে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন।

## নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের দায়িত্ব হলো নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির উপরোক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রদান করা। আমরা বাংলাদেশ নিরীক্ষাকর্ম পরিচালনা মানসমূহ (Bangladesh Standards on Auditing) অনুসরণে আমাদের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছি। এইসব মান অনুযায়ী আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট নৈতিক শর্তসমূহ পরিপালন করতে হয় এবং উক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহে কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য রয়েছে কি না সেই মর্মে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা পাওয়ার লক্ষে আমাদেরকে নিরীক্ষা কাজ পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করতে হয়।

কোনো কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করার কাজে, সেই বিবরণীতে অর্থের যেসব পরিমাণ উল্লিখিত থাকে এবং যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেগুলো নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আবশ্যক প্রমাণাদি পেতে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নিরীক্ষায় কোন কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার নির্বাচন নির্ভর করে আমাদের উপর এবং সেই সাথে, কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীতে প্রতারণা কিংবা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য থাকার ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর। এই ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেই যাতে করে পরিস্থিতি অনুসারে আমরা যথাযথ নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারি; উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর সে বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশের জন্য আমরা তা বিবেচনায় নেই না। প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সেগুলোর যথার্থতা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেসব হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্যতা মূল্যায়নও নিরীক্ষা কাজের অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে, নিরীক্ষায় কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনও মূল্যায়ন করা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য যেসব প্রমাণাদি পেয়েছি সেগুলো আমাদের প্রদত্ত নিরীক্ষা মতামতের ভিত্তি গঠনে যথেষ্ট ও যথার্থ।

## মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRSs) প্রস্তুতকৃত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি এবং সে সময়ের মধ্যে সমাপ্ত বছরের গ্রুপের কার্যক্রম ও নগদ প্রবাহের ফলাফলের আলোকে প্রাপ্ত কোম্পানি অবস্থার একটি সত্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদন।

## প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

- আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।
- আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।
- কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং
- যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা গ্রুপের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

**রহমান রহমান হক**
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

# শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

## আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রতিবেদন

আমরা এতদসঙ্গে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর (এরপর 'কোম্পানি' নামেও অভিহিত) আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করেছি। আর্থিক বিবরণীগুলোর মধ্যে রয়েছে: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবরণী, এবং সেই তারিখে সমাপ্ত বছরের লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তন বিবরণী এবং নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী। প্রতিবেদনে আরো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্য এবং সকল আর্থিক বিবরণীসমূহের একত্রিত রূপ।

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত মানসমূহ (Bangladesh Financial Reporting Standards), অনুসরণে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করার এবং সেগুলো নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: প্রতারণা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য (material misstatement) থেকে আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন।

## নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের দায়িত্ব হলো নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির উপরোক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রদান করা। আমরা বাংলাদেশ নিরীক্ষাকর্ম পরিচালনা মানসমূহ (Bangladesh Standards on Auditing) অনুসরণে আমাদের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছি। এইসব মান অনুযায়ী আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট নৈতিক শর্তসমূহ পরিপালন করতে হয় এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য রয়েছে কি না সেই মর্মে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা পাওয়ার লক্ষে আমাদেরকে নিরীক্ষা কাজ পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করতে হয়।

কোনো আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করার কাজে, সেই বিবরণীতে অর্থের যেসব পরিমাণ উল্লিখিত থাকে এবং যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেগুলো নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আবশ্যক প্রমাণাদি পেতে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নিরীক্ষায় কোন কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার নির্বাচন নির্ভর করে আমাদের উপর এবং, সেই সাথে, আর্থিক বিবরণীতে প্রতারণা কিংবা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য থাকার ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর। এই ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেই যাতে করে পরিস্থিতি অনুসারে আমরা যথাযথ নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারি; উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর সে বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশের জন্য আমরা তা বিবেচনায় নেই না। প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সেগুলোর যথার্থতা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেসব হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্যতা মূল্যায়নও নিরীক্ষা কাজের অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে, নিরীক্ষায় আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনও মূল্যায়ন করা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য যেসব প্রমাণাদি আমরা পেয়েছি সেগুলো আমাদের প্রদত্ত নিরীক্ষা মতামতের ভিত্তি গঠনে যথেষ্ট ও যথার্থ।

## মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRSs) প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি এবং সে সময়ের মধ্যে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির কার্যক্রম ও নগদ প্রবাহের ফলাফলের আলোকে প্রাপ্ত কোম্পানি অবস্থার একটি সত্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদন।

## প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

- আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।
- আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।
- কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং
- যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা কোম্পানির ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

**রহমান রহমান হক**
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

# কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ

| | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখের | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **সম্পত্তিসমূহ** | | | |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম | ২১ | ৩,২১৮,৬৩৮ | ২,৫৪৩,৯৩৫ |
| অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ | ২২ | ১৮,৬৯৯ | ২৬,৪১২ |
| অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ | ১৭ | ৮০,৫০০ | ৭৪,৩৯০ |
| যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে | | ৩,৩১৭,৮৩৭ | ২,৬৪৪,৭৩৭ |
| | | | |
| মজুদ সামগ্রী | ১৫ | ৬৮৩,৫৭৫ | ৭২৮,৬২২ |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ | ১৬ | ৬০৮,৫০৫ | ৪৮৭,৮২৪ |
| অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ | ১৭ | ১৮০,৮৮৬ | ২১৭,১৮১ |
| বিনিয়োগ | ১৮ | ১০,৫৩৫ | ১০,২৯৯ |
| চলতি কর সম্পত্তিসমূহ | ২৮(ক) | ১১,১১৩ | – |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ | ১৯(ক) | ১,১৩২,৩৫৬ | ১,৩৯১,২২৩ |
| **চলতি সম্পত্তিসমূহ** | | ২,৬২৬,৯৭০ | ২,৮৩৫,১৪৯ |
| **মোট সম্পত্তিসমূহ** | | ৫,৯৪৪,৮০৭ | ৫,৪৭৯,৮৮৬ |
| | | | |
| **ইক্যুইটি** | | | |
| শেয়ার মূলধন | ২৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয় | | ৩,৫২৩,৪৭৪ | ৩,০৩২,৭১৪ |
| কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য ইক্যুইটি | | ৩,৬৭৫,৬৫৭ | ৩,১৮৪,৮৯৭ |
| নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত সুদ | ৩৯ | ২ | ২ |
| **মোট ইক্যুইটি** | | ৩,৬৭৫,৬৫৯ | ৩,১৮৪,৮৯৯ |
| | | | |
| **দায়সমূহ:** | | | |
| কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি | ২৪ | ১৬১,৩৪২ | ১৩৯,০০৭ |
| বিলম্বিত কর দায়সমূহ | ১৪.২ | ২৯৯,১৭১ | ১১৫,৭৭৬ |
| অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে | ২৫ | ২৩৫,৪৯৯ | ২১৫,৮৬১ |
| **যে দায়সমূহ চলতি নহে** | | ৬৯৬,০১২ | ৪৭০,৬৪৪ |
| | | | |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয় | ২৬(ক) | ১,৪১১,৩২২ | ১,৪৬৯,৩৯৯ |
| খরচ বাবদ বরাদ্দ | ২৭(ক) | ১৬১,৮১৪ | ১৩৬,৩৫৫ |
| চলতি কর দায়সমুহ | ২৮(ক) | – | ২১৮,৫৮৯ |
| **চলতি দায়সমূহ** | | ১,৫৭৩,১৩৬ | ১,৮২৪,৩৪৩ |
| **মোট দায়সমূহ** | | ২,২৬৯,১৪৮ | ২,২৯৪,৯৮৭ |
| **মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ** | | ৫,৯৪৪,৮০৭ | ৫,৪৭৯,৮৮৬ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

| | | | |
|---|---|---|---|
| **আইয়ুব কাদরী** | **মহসীন উদ্দীন আহমেদ** | **মো: আনিছুজ্জামান** | **রহমান রহমান হক** |
| সভাপতি | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | কোম্পানি সচিব | চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস |

# কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

| | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| রেভিনিউ | ৬ | ৪,৯৪১,৭৯৯ | ৪,২৭০,৫৮৫ |
| বিক্রিত পণ্যের খরচ | ৭ | (২,৬৩২,২২৭) | (২,২৯০,৪২৬) |
| মোট মুনাফা | | ২,৩০৯,৫৭২ | ১,৯৮০,১৫৯ |
| অন্যান্য বাবদ আয়/(ক্ষতি) | ৯ | (১৮,৮৪৭) | (৩,০৮৫) |
| পরিচালনা ব্যয় | ৮(ক) | (৯৩৩,৯৫৫) | (৭৪৩,৫১০) |
| পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা | | ১,৩৫৬,৭৭০ | ১,২৩৩,৫৬৪ |
| | | | |
| অর্থায়ন হতে নীট আয় | ১০ | ১৬,০০৯ | ১৯,৮৩৩ |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা | | ১,৩৭২,৭৭৯ | ১,২৫৩,৩৯৭ |
| | | | |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল | ১২ | (৬৮,৬৪৫) | (৬২,৬৭৫) |
| কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা | | ১,৩০৪,১৩৪ | ১,১৯০,৭২২ |
| আয়কর বাবদ খরচ | ১৪ | (৩৫১,৫২২) | (৩০৯,৬৩৪) |
| মুনাফা | | ৯৫২,৬১২ | ৮৮১,০৮৮ |
| | | | |
| **অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়** | | | |
| অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) | | ১৩,২২০ | (১৩,২২০) |
| অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট কর | | (৩,৩০৫) | ৩,৩০৫ |
| অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) করের নীট | | ৯,৯১৫ | (৯,৯১৫) |
| মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় | | ৯৬২,৫২৭ | ৮৭১,১৭৩ |
| | | | |
| মুনাফা হতে অর্জন: | | | |
| **কোম্পানির মালিকানা** | | ৯৫২,৬১২ | ৮৮১,০৮৮ |
| **অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ** | ৩৯ | – | – |
| | | ৯৫২,৬১২ | ৮৮১,০৮৮ |
| **মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় হতে অর্জন:** | | | |
| **কোম্পানির মালিকানা** | | ৯৬২,৫২৭ | ৮৭১,১৭৩ |
| **অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ** | ৩৯ | – | – |
| | | ৯৬২,৫২৭ | ৮৭১,১৭৩ |
| | | | |
| | | | |
| **শেয়ারপ্রতি আয়:** | | | |
| শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=) | ১১(ক) | ৬২.৬০ | ৫৭.৯০ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

| | | | |
|---|---|---|---|
| **আইয়ুব কাদরী** | **মহসীন উদ্দীন আহমেদ** | **মো: আনিছুজ্জামান** | **রহমান রহমান হক** |
| সভাপতি | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | কোম্পানি সচিব | চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস |

# কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

| | | | কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর অনুকূলে অর্জন | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | শেয়ার মূলধন | পুনঃমূল্যায়ন খাত | সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয় | মোট | অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ | মোট ইক্যুইটি |
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬-এ উদ্বৃত্ত | ১৫২,১৮৩ | ২০,১৭৪ | ২,৬১৩,২৮১ | ২,৭৮৫,৬৩৮ | ২ | ২,৭৮৫,৬৪০ |
| **এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়** | | | | | | |
| এ বছরের মুনাফা | – | – | ৮৮১,০৮৮ | ৮৮১,০৮৮ | – | ৮৮১,০৮৮ |
| এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) | – | – | (৯,৯১৫) | (৯,৯১৫) | – | (৯,৯১৫) |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয় | – | (২০,১৭৪) | ২০,০২৭ | (১৪৭) | – | (১৪৭) |
| এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় | – | (২০,১৭৪) | ৮৯১,২০০ | ৮৭১,০২৬ | – | ৮৭১,০২৬ |
| **কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | | | | | | |
| **অবদান ও বিতরণসমূহ** | | | | | | |
| চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৫ | – | – | (১৬৭,৪০১) | (১৬৭,৪০১) | – | (১৬৭,৪০১) |
| অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৬ | – | – | (৩০৪,৩৬৬) | (৩০৪,৩৬৬) | – | (৩০৪,৩৬৬) |
| **মোট কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | – | – | (৪৭১,৭৬৭) | (৪৭১,৭৬৭) | – | (৪৭১,৭৬৭) |
| **৩১ ডিসেম্বর ২০১৬-এর উদ্বৃত্ত** | ১৫২,১৮৩ | – | ৩,০৩২,৭১৪ | ৩,১৮৪,৮৯৭ | ২ | ৩,১৮৪,৮৯৯ |
| | | | | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৭-এ উদ্বৃত্ত | ১৫২,১৮৩ | – | ৩,০৩২,৭১৪ | ৩,১৮৪,৮৯৭ | ২ | ৩,১৮৪,৮৯৯ |
| **এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়** | | | | | | |
| এ বছরের মুনাফা | – | – | ৯৫২,৬১২ | ৯৫২,৬১২ | – | ৯৫২,৬১২ |
| এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) | – | – | ৯,৯১৫ | ৯,৯১৫ | – | ৯,৯১৫ |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয় | – | – | – | – | – | – |
| এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় | | | ৯৬২,৫২৭ | ৯৬২,৫২৭ | – | ৯৬২,৫২৭ |
| **কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | | | | | | |
| **অবদান ও বিতরণসমূহ** | | | | | | |
| চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৬ | – | – | (১৬৭,৪০১) | (১৬৭,৪০১) | – | (১৬৭,৪০১) |
| অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৭ | – | – | (৩০৪,৩৬৬) | (৩০৪,৩৬৬) | – | (৩০৪,৩৬৬) |
| **মোট কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | – | – | (৪৭১,৭৬৭) | (৪৭১,৭৬৭) | – | (৪৭১,৭৬৭) |
| **৩১ ডিসেম্বর ২০১৭-এর উদ্বৃত্ত** | ১৫২,১৮৩ | – | ৩,৫২৩,৪৭৪ | ৩,৬৭৫,৬৫৭ | ২ | ৩,৬৭৫,৬৫৯ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

# কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

| | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ | | | |
| গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি | | ৪,৮২৮,২৪৮ | ৪,২৪১,৫১৮ |
| অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান) | | ৪০,৯০৯ | (৬৭,৬৮৬) |
| কর্মচারি ও সরবরাহকারিদের নগদ অর্থ প্রদান | | (৩,৩০৯,৫৫৩) | (২,৮৭২,৩৫১) |
| পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন | | ১,৫৫৯,৬০৪ | ১,৩০১,৪৮১ |
| আয়কর প্রদান | | (৪০১,১৩৪) | (১৮৭,৭৭৫) |
| সুদ প্রদান | | (২০) | (১১৬) |
| পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল | | ১,১৫৮,৪৫০ | ১,১১৩,৫৯০ |
| | | | |
| বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ | | | |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান | | (৯৬৯,০০৮) | (৭৭৮,৬৩২) |
| একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান | | (৮৩৩) | (৭২৮) |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা | | ১,১৭৬ | ৫,৮৭৫ |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় হতে অগ্রিম গ্রহণ | | – | ৬৬৪,১২৫ |
| স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ | | (২৩৬) | ৪৯,৭০১ |
| সুদ বাবদ আয় | | ১৭,৮১৩ | ১৯,০৭৫ |
| বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত | | (৯৫১,০৮৮) | (৪০,৫৮৪) |
| | | | |
| **আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ** | | | |
| লভ্যাংশ প্রদান | | (৪৬৬,২২৯) | (৪৬৬,৯৭০) |
| **আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত** | | (৪৬৬,২২৯) | (৪৬৬,৯৭০) |
| | | | |
| নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ | | (২৫৮,৮৬৭) | ৬০৬,০৩৬ |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ- ১ জানুয়ারি | ১৯(ক) | ১,৩৯১,২২৩ | ৭৮৫,১৮৭ |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ- ৩১ ডিসেম্বর | | ১,১৩২,৩৫৬ | ১,৩৯১,২২৩ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

# আর্থিক অবস্থার বিবরণ

| | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখের | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **সম্পত্তিসমূহ** | | | |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম | ২১ | ৩,২১৮,৬৩৮ | ২,৫৪৩,৯৩৫ |
| অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ | ২২ | ১৮,৬৯৯ | ২৬,৪১২ |
| সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ | ২০ | ৪০ | ৪০ |
| অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ | ১৭ | ৮০,৫০০ | ৭৪,৩৯০ |
| যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে | | ৩,৩১৭,৮৭৭ | ২,৬৪৪,৭৭৭ |
| | | | |
| মজুদ সামগ্রী | ১৫ | ৬৮৩,৫৭৫ | ৭২৮,৬২২ |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ | ১৬ | ৬০৮,৫০৫ | ৪৮৭,৮২৪ |
| অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ | ১৭ | ১৮০,৮৮৬ | ২১৭,১৮১ |
| বিনিয়োগ | ১৮ | ১০,৫৩৫ | ১০,২৯৯ |
| চলতি কর সম্পত্তিসমূহ | ২৮ | ১১,১১৮ | – |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ | ১৯ | ১,১৩২,৩৩৬ | ১,৩৯১,২০৩ |
| **চলতি সম্পত্তিসমূহ** | | ২,৬২৬,৯৫৫ | ২,৮৩৫,১২৯ |
| **মোট সম্পত্তিসমূহ** | | ৫,৯৪৪,৮৩২ | ৫,৪৭৯,৯০৬ |
| | | | |
| **ইক্যুইটি** | | | |
| শেয়ার মূলধন | ২৩ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয় | | ৩,৫২৩,৬৩৬ | ৩,০৩২,৭৫০ |
| **মোট ইক্যুইটি** | | ৩,৬৭৫,৮১৯ | ৩,১৮৪,৯৩৩ |
| | | | |
| **দায়সমূহ:** | | | |
| কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি | ২৪ | ১৬১,৩৪২ | ১৩৯,০০৭ |
| বিলম্বিত কর দায়সমূহ | ১৪.২ | ২৯৯,১৭১ | ১১৫,৭৭৬ |
| অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে | ২৫ | ২৩৫,৪৯৯ | ২১৫,৮৬১ |
| **যে দায়সমূহ চলতি নহে** | | ৬৯৬,০১২ | ৪৭০,৬৪৪ |
| | | | |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয় | ২৬ | ১,৪১১,৪৮৭ | ১,৪৬৯,৬৯০ |
| খরচ বাবদ বরাদ্দ | ২৭ | ১৬১,৫১৪ | ১৩৬,০৫৫ |
| চলতি কর দায়সমূহ | ২৮ | – | ২১৮,৫৮৪ |
| **চলতি দায়সমূহ** | | ১,৫৭৩,০০১ | ১,৮২৪,৩২৯ |
| **মোট দায়সমূহ** | | ২,২৬৯,০১৩ | ২,২৯৪,৯৭৩ |
| **মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ** | | ৫,৯৪৪,৮৩২ | ৫,৪৭৯,৯০৬ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

| | | | |
|---|---|---|---|
| **আইয়ুব কাদরী** | **মহসীন উদ্দীন আহমেদ** | **মো: আনিছুজ্জামান** | **রহমান রহমান হক** |
| সভাপতি | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | কোম্পানি সচিব | চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস |

# লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

| | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| রেভিনিউ | ৬ | ৪,৯৪১,৭৯৯ | ৪,২৭০,৫৮৫ |
| বিক্রিত পণ্যের খরচ | ৭ | (২,৬৩২,২২৭) | (২,২৯০,৪২৬) |
| মোট মুনাফা | | ২,৩০৯,৫৭২ | ১,৯৮০,১৫৯ |
| অন্যান্য আয় | ৯ | (১৮,৮৪৭) | (৩,০৮৫) |
| পরিচালনা ব্যয় | ৮ | (৯৩৩,৮২৯) | (৭৪৩,৪০০) |
| পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা | | ১,৩৫৬,৮৯৬ | ১,২৩৩,৬৭৪ |
| | | | |
| অর্থায়ন হতে নীট আয় | ১০ | ১৬,০০৯ | ১৯,৮৩৩ |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা | | ১,৩৭২,৯০৫ | ১,২৫৩,৫০৭ |
| | | | |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল | ১২ | (৬৮,৬৪৫) | (৬২,৬৭৫) |
| কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা | | ১,৩০৪,২৬০ | ১,১৯০,৮৩২ |
| আয়কর বাবদ খরচ | ১৪ | (৩৫১,৫২২) | (৩০৯,৬৩৪) |
| মুনাফা | | ৯৫২,৭৩৮ | ৮৮১,১৯৮ |
| | | | |
| **অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়** | | | |
| অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) | | ১৩,২২০ | (১৩,২২০) |
| অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট কর | | (৩,৩০৫) | ৩,৩০৫ |
| অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) করের নীট | | ৯,৯১৫ | (৯,৯১৫) |
| মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় | | ৯৬২,৬৫৩ | ৮৭১,২৮৩ |
| | | | |
| শেয়ারপ্রতি আয় | | | |
| শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=) | ১১ | ৬২.৬০ | ৫৭.৯০ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

| | | | |
|---|---|---|---|
| **আইয়ুব কাদরী** | **মহসীন উদ্দীন আহমেদ** | **মো: আনিছুজ্জামান** | **রহমান রহমান হক** |
| সভাপতি | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | কোম্পানি সচিব | চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস |

# ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

| | শেয়ার মূলধন | পুনঃমূল্যায়ন খাত | সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয় | মোট |
|---|---|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **১ জানুয়ারি ২০১৬-এ উদ্বৃত্ত** | ১৫২,১৮৩ | ২০,১৭৪ | ২,৬১৩,২০৭ | ২,৭৮৫,৫৬৪ |
| **এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়** | | | | |
| এ বছরের মুনাফা | – | – | ৮৮১,১৯৮ | ৮৮১,১৯৮ |
| এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) | – | – | (৯,৯১৫) | (৯,৯১৫) |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয় | – | (২০,১৭৪) | ২০,০২৭ | (১৪৭) |
| **মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়** | – | (২০,১৭৪) | ৮৯১,৩১০ | ৮৭১,১৩৬ |
| **কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | | | | |
| **অবদান ও বিতরণসমূহ** | | | | |
| চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৫ | – | – | (১৬৭,৪০১) | (১৬৭,৪০১) |
| অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৬ | – | – | (৩০৪,৩৬৬) | (৩০৪,৩৬৬) |
| **মোট কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | – | – | (৪৭১,৭৬৭) | (৪৭১,৭৬৭) |
| **৩১ ডিসেম্বর ২০১৬-এর উদ্বৃত্ত** | ১৫২,১৮৩ | – | ৩,০৩২,৭৫০ | ৩,১৮৪,৯৩৩ |
| | | | | |
| **১ জানুয়ারি ২০১৭-এ উদ্বৃত্ত** | ১৫২,১৮৩ | – | ৩,০৩২,৭৫০ | ৩,১৮৪,৯৩৩ |
| **মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়** | | | | |
| এ বছরের মুনাফা | – | – | ৯৫২,৭৩৮ | ৯৫২,৭৩৮ |
| অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি) | – | – | ৯,৯১৫ | ৯,৯১৫ |
| সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয় | – | – | – | – |
| **মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়** | – | – | ৯৬২,৬৫৩ | ৯৬২,৬৫৩ |
| **কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | | | | |
| **অবদান ও বিতরণসমূহ** | | | | |
| চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৬ | – | – | (১৬৭,৪০১) | (১৬৭,৪০১) |
| অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৭ | – | – | (৩০৪,৩৬৬) | (৩০৪,৩৬৬) |
| **মোট কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর সঙ্গে লেনদেন** | – | – | (৪৭১,৭৬৭) | (৪৭১,৭৬৭) |
| **৩১ ডিসেম্বর ২০১৭-এর উদ্বৃত্ত** | ১৫২,১৮৩ | – | ৩,৫২৩,৬৩৬ | ৩,৬৭৫,৮১৯ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

# নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

| | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ | | | |
| গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি | | ৪,৮২৮,২৪৮ | ৪,২৪১,৫১৮ |
| অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান) | | ৪০,৯০৯ | (৬৭,৬৮৬) |
| কর্মচারি ও সরবরাহকারিদের নগদ অর্থ প্রদান | | (৩,৩০৯,৪২৭) | (২,৮৭২,২৫১) |
| পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন | | ১,৫৫৯,৭৩০ | ১,৩০১,৫৮১ |
| আয়কর প্রদান | | (৪০১,১৩৪) | (১৮৭,৭৭৫) |
| সুদ প্রদান | | (২০) | (১১৬) |
| পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল | | ১,১৫৮,৫৭৬ | ১,১১৩,৬৯০ |
| | | | |
| **বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ** | | | |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান | | (৯৬৯,০০৮) | (৭৭৮,৬৩২) |
| একীভুত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান | | (৮৩৩) | (৭২৮) |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা | | ১,১৭৬ | ৫,৮৭৫ |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় হতে অগ্রিম গ্রহণ | | – | ৬৬৪,১২৫ |
| স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ | | (২৩৬) | ৪৯,৭০১ |
| সুদ বাবদ আয় | | ১৭,৮১৩ | ১৯,০৭৫ |
| বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত | | (৯৫১,০৮৮) | (৪০,৫৮৪) |
| | | | |
| **আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ** | | | |
| সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে প্রদান | | (১২৬) | (১০০) |
| লভ্যাংশ প্রদান | | (৪৬৬,২২৯) | (৪৬৬,৯৭০) |
| আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত | | (৪৬৬,৩৫৫) | (৪৬৭,০৭০) |
| | | | |
| নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ | | (২৫৮,৮৬৭) | ৬০৬,০৩৬ |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-১ জানুয়ারি | | ১,৩৯১,২০৩ | ৭৮৫,১৬৭ |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-৩১ ডিসেম্বর | ১৯ | ১,১৩২,৩৩৬ | ১,৩৯১,২০৩ |

১১২-১৩৫ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

# হিসাবের টীকাসমূহ

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

**১. প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান**

১.১ কোম্পানির পরিচিতি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানি এবং কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯১৩-এর (কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর পরিবর্ধন) আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে কোম্পানিটি শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কোম্পানিটি ১৯৭৬ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ও ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়েরই শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর নিবন্ধীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হলো: ২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ। শুরু হতেই লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি (Linde AG) যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-এর সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী।

বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। উভয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানিদ্বয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে।

কোম্পানি এবং এর সাবসিডিয়ারি (একত্রে 'গ্রুপ' বোঝানো হয়েছে) নিয়ে এই কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.২ ব্যবসার প্রকৃতি

কোম্পানির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত ও চিকিৎসা, গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ, এ্যানেসথেসিয়া ও সহায়ক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। সিলিন্ডার ভাড়া ও গ্রাহকদের কর্মস্থলে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটর স্থাপন কার্যক্রম হতেও কোম্পানি আয় করে থাকে।

**২. অনুসৃত বিধির বিবরণ**

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ (কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণসহ) চলমান নীতি অনুসরণে হিসাবরক্ষণ কার্যের বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRS), এবং এই বিবরণী কোম্পানির আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং বাংলাদেশর প্রযোজ্য অন্যান্য আইন মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

আলোচ্য বছরে আর্থিক প্রতিবেদন আইন ২০১৫ (FRA) বলবৎ করা হয়। এফআরএ-এর আওতায় আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক পরিষদ (FRC) গঠন করতে হবে এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির মত জনস্বার্থ বিষয়ক সংস্থাসমূহের জন্য আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক বিধিসমূহ জারী করতে হবে। যেহেতু এফআরসি এখনো গঠিত হয়নি এবং সেই সুবাদে এফআরএ অনুযায়ী কোন আর্থিক বিবরণী বিষয়ক বিধিসমূহ জারী করা হয়নি, সেজন্য বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (BFRS) এবং কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

আর্থিক বিবরণীসমূহ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রকাশ করার জন্য কোম্পানি পরিচালকমন্ডলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

আলোচ্য বছরে গৃহীত পরিবর্তনসমূহসহ, যদি থাকে, কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহের বিস্তারিত তথ্য টীকা ৪৩ এবং ৪৪ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**৩. আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপন এবং ব্যবহারিক মুদ্রা**

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশীয় মুদ্রায় (টাকা) যাহা কোম্পানির ব্যবহারিক ও উপস্থাপন উভয়ই মুদ্রায়। বর্ণিত ব্যতীত এই আর্থিক বিবরণীসমূহের সংখ্যাগুলি নিকটতম হাজার টাকার হিসাবের অংক দেখানো হয়েছে, যদি অন্য কোনরকম নির্দেশনা না থাকে।

**৪. আনুমানিক বিবেচনাসমূহ ও হিসাবাদি ব্যবহার**

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের পাশাপাশি সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সমূহের প্রতিবেদিত পরিমাণকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের বিবেচনা আনুমানিক হিসাব ও ধারণাকে কাজে লাগাতে হয়। আনুমানিক হিসাবাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ চলমান ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয়। ভবিষ্যতে হিসাবে পুনঃপরীক্ষা স্বীকৃত হবে।

(ক) বিচার-বিশ্লেষণ

আর্থিক বিবরণীসমূহে স্বীকৃত অর্থের পরিমানের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এমন হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

টীকা নং-৩৮: কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারাসমূহ – ইজারাদার হিসেবে ইজারাসমূহ

(খ) আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি

আর্থিক বিবরণীসমূহে আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি বড় ধরনের ঝুঁকি মেটেরিয়াল সমন্বয়ের বিশ্লেষণ তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

| | |
|---|---|
| টীকা ১৪.২ | বিলম্বিত করের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন |
| টীকা ১৫.১ | পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ |
| টীকা ১৬.১.১ | বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ |
| টীকা ২১ | সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম-এর ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য |
| টীকা ২৪.১ | গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ |
| টীকা ২৮.১ | চলতি কর দায়সমূহ |

**৫. পরিচালনা খাতসমূহ**

(ক) খাতসমূহের ভিত্তি

নিম্নে পরিচালনা প্রতিবেদন খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

| প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ | কার্যক্রমসমূহ |
|---|---|
| বাল্ক গ্যাসসমূহ | শিল্পজাত তরল গ্যাসসমূহ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন ও সরবরাহ |
| প্যাকেজ গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজি এন্ড পি) | শিল্পজাত কমপ্রেসড প্যাকেজড গ্যাসসমূহ ও ওয়েল্ডিং মালামালসমূহ যার আওতায় রয়েছে কমপ্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেন, ডিজলভড এ্যাসিটিলিন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ইলেক্ট্রোডসমূহ |
| হেলথকেয়ার | হেলথকেয়ার খাতসমূহে মেডিক্যাল গ্যাস যেমন, মেডিকেল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, সিলিন্ডারস ও এক্সেসরিজসমূহ সরবরাহ এবং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন সিস্টেম ও মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সরবরাহ ও স্থাপন সম্পর্কিত সকল ধরনের সেবা |

এই তিনটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত হল কোম্পানির কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রেরণ কাঠামোর ভিত্তিতে এই খাতসমূহের বিষয়ে পৃথকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিটের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ন্যুনতম তিন মাস অন্তর অন্তর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে। কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত খাতভিত্তিক মুনাফার আলোকে সাফল্য বা দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহে উক্ত মুনাফার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। খাতভিত্তিক আয় এবং কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা দক্ষতা বা সাফল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কারণ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, অন্যান্য যেসকল প্রতিষ্ঠান এসব শিল্প-কারখানার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেসব প্রতিষ্ঠান বিচারে নির্দিষ্ট কতক খাতের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

খ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রতিটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাফল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম হতে আগত খাত সংক্রান্ত মুনাফা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, একই শিল্প কারখানাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনারত অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

| | প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ | | | টাকা '০০০ |
|---|---|---|---|---|
| | বাল্ক গ্যাসসমূহ | পিজি এন্ড পি | হেলথকেয়ার | মোট |
| ২০১৭ | | | | |
| রেভিনিউ | ৫২৯,১৬১ | ৩,৮৩২,৫৬৭ | ৫৮০,০৭১ | ৪,৯৪১,৭৯৯ |
| পরিচালনা হতে মুনাফা | (২২,৮১৫) | ১,৪৬১,৩৮৪ | ২২৪,১৬২ | ১,৬৬২,৭৩১ |
| ২০১৬ | | | | |
| রেভিনিউ | ৪৫১,৭৪২ | ৩,৩০০,৫৩৮ | ৫১৮,৩০৫ | ৪,২৭০,৫৮৫ |
| পরিচালনা হতে মুনাফা | ২৭,২৪২ | ১,২৩৯,৭২৪ | ২১১,৭৬১ | ১,৪৭৮,৭২৭ |

গ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্য বিএফআরএস পরিমাপের আলোকে উপস্থাপন

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| i. রেভিনিউ | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট রেভিনিউ | ৫ (খ) | ৪,৯৪১,৭৯৯ | ৪,২৭০,৫৮৫ |
| অন্যান্য খাতসমূহ হতে রেভিনিউ | | – | – |
| আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত রেভিনিউ | | – | – |
| মোট রেভিনিউ | | ৪,৯৪১,৭৯৯ | ৪,২৭০,৫৮৫ |
| | | | |
| ii. কর পূর্ব মুনাফা | | | |
| প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা | ৫ (খ) | ১,৬৬২,৭৩১ | ১,৪৭৮,৭২৭ |
| অন্যান্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা | | – | – |
| আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত মুনাফা | | – | – |
| প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয় | | (৩৫৮,৪৭১) | (২৮৭,৮৯৫) |
| মোট কর পূর্ব মুনাফা | | ১,৩০৪,২৬০ | ১,১৯০,৮৩২ |
| | | | |
| iii. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয় | | | |
| অন্যান্য আয় (ক্ষতি) | ৯ | (১৮,৮৪৭) | (৩,০৮৫) |
| কারিগরি সহায়তা ফি | ৮ | (২৯,৮২৯) | (২৫,৮৯১) |
| নীট অর্থায়ন হতে আয় | ১০ | ১৬,০০৯ | ১৯,৮৩৩ |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন | ১২ | (৬৮,৬৪৫) | (৬২,৬৭৫) |
| অব্যবহৃত কর্পোরেট উপরি ব্যয় | | (২৫৭,১৫৯) | (২১৬,০৭৭) |
| মোট প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয় | | (৩৫৮,৪৭১) | (২৮৭,৮৯৫) |

বর্তমান কোম্পানির আকার ও পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিদিনের বিবেচনায় সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহ গণ্য হবে না। সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

## ৬. রেভিনিউ

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এম) দ্রষ্টব্য

| | | | ২০১৭ | | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| | মাপের একক | পরিমাণ | সংখ্যা | পরিমাণ | সংখ্যা |
| | | '০০০ | টাকা '০০০ | '০০০ | টাকা '০০০ |
| এ, এস, ইউ গ্যাসেস | এম$^3$ | ১৮,৯৪১ | ৮৪৭,৮৬৮ | ১৬,৭৪৫ | ৭১৫,৩৬০ |
| ডিজলভ্ এসিটিলিন | এম$^3$ | ২১৯ | ১২২,৩৩৪ | ২২৮ | ১২৬,০২২ |
| ইলেকট্রোডস | এম টি | ২৫ | ৩,৩৩৩,৭৪২ | ২২ | ২,৮৩৭,২৮৮ |
| অন্যান্য | | | ৬৩৭,৮৫৫ | | ৫৯১,৯১৫ |
| | | | ৪,৯৪১,৭৯৯ | | ৪,২৭০,৫৮৫ |

| | টীকা | ২০১৭<br>টাকা '০০০ | ২০১৬<br>টাকা '০০০ |
|---|---|---|---|
| **৭. বিক্রিত পণ্যের খরচ** | | | |
| প্রারম্ভিক মজুদ উৎপাদন পণ্যের | | ১৩৮,১৫৯ | ১৬৫,৭২৪ |
| পণ্যের উৎপাদন খরচ | ৭.১ | ২,৫২৩,৮২০ | ২,১৭৪,৮৯৩ |
| উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ | | (১২৪,১৪৬) | (১৩৮,১৫৯) |
| উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় খরচ | | ২,৫৩৭,৮৩৩ | ২,২০২,৪৫৮ |
| পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ | | ৯৪,৩৯৪ | ৮৭,৯৬৮ |
| | | ২,৬৩২,২২৭ | ২,২৯০,৪২৬ |
| **৭.১ পণ্যের উৎপাদন খরচ** | | | |
| কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল | ৭.১.১ | ১,৮৫৬,১৭২ | ১,৫৭০,০৭৯ |
| জ্বালানী ও বিদ্যুৎ | | ২০৯,১০৩ | ১৪৫,৬৯৩ |
| | | ২,০৬৫,২৭৫ | ১,৭১৫,৭৭২ |
| উৎপাদন উপরি খরচ: | | | |
| বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার | | ১৯৫,৬১৮ | ১৯১,৮১৫ |
| অবচয় | ২১.১ | ১৪০,৫০২ | ১৩৬,৪৬৩ |
| যন্ত্রপাতি মেরামত | | ১০৪,৮০৫ | ৬৯,৮৩৫ |
| দালান মেরামত | | ৯,১২২ | ১৫,৭৮১ |
| অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ | | ৪,০৪৮ | ৯,৯৯৫ |
| বীমা খরচ | | ৪,২২৮ | ২,৬০৫ |
| ভাড়া, অভিকর এবং কর | | ৬০২ | – |
| ভ্রমণ এবং যানবাহন খরচ | | ৭৫৭ | ১,০৩২ |
| প্রশিক্ষণ খরচ | | ৩৫২ | ১৩২ |
| যানবাহন চলাচল খরচ | | ৪,৫৪২ | ১,৪০৯ |
| টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স | | ৮২৩ | ৮৪৫ |
| ছাপা, ডাক ও মনোহারী খরচ | | ৩,৭৪৬ | ৪,৫৬২ |
| আইন ও পেশাদারী ফি | | ৮৬১ | ১০৩ |
| মজুদ সামগ্রীর অবলোপন | | ২১,৮৩৪ | – |
| পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ | ১৫.১ | (৪৮,৪৮৮) | ১১,৩৩৪ |
| বিবিধ ফ্যাক্টরি খরচ | | ১৫,১৯৩ | ১৩,২১০ |
| | | ৪৫৮,৫৪৫ | ৪৫৯,১২১ |
| | | ২,৫২৩,৮২০ | ২,১৭৪,৮৯৩ |

**৭.১.১ ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মোড়কজাত সামগ্রী**

| | | প্রারম্ভিক মজুদ | | ক্রয় | | সমাপনী মজুদ | | ব্যবহার | | ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য | |
| | একক পরিমাপ | '০০০ | টাকা '০০০ | '০০০ | টাকা '০০০ | '০০০ | টাকা '০০০ | '০০০ | টাকা '০০০ | |
| ক্যালসিয়াম কার্বাইড | মে.টন | ৪০৭ | ২৯,৩৭৫ | ৪৫০ | ৩৩,৩৮৫ | ৭৩ | ৫,০২১ | ৭৮৪ | ৫৭,৭৩৯ | ৩.১১ |
| ওয়্যার | মে.টন | ৩,০৪০ | ১২৮,৪২২ | ১৮,০২৮ | ৮৫৮,৮৩৪ | ৫২৮ | ২৭,৬৪২ | ২০,৫৪০ | ৯৫৯,৬১৪ | ৫১.৭০ |
| ব্লেনডেড পাউডার | মে.টন | ১,৫৭৮ | ১৩০,৮৫৩ | ৪,৯৩২ | ৪১১,০৯৩ | ১,৯৩৭ | ১৫১,৬২৭ | ৪,৫৭৩ | ৩৯০,৩১৯ | ২১.০৩ |
| অন্যান্য* | | | ১১৭,৬৪০ | | ৪৫২,৮৩৭ | | ১২১,৯৭৭ | | ৪৪৮,৫০০ | ২৪.১৬ |
| ২০১৭ | | | ৪০৬,২৯০ | | ১,৭৫৬,১৪৯ | | ৩০৬,২৬৭ | | ১,৮৫৬,১৭২ | ১০০.০০ |
| ২০১৬ | | | ২৯১,১০১ | | ১,৬৮৫,২৬৮ | | ৪০৬,২৯০ | | ১,৫৭০,০৭৯ | ১০০.০০ |

* অন্যান্যগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাজার ও বিদেশ হতে ক্রীত বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, লুবরিকেন্ট এবং প্যাকিং সরঞ্জামাদি।

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **৮. পরিচালনা ব্যয়*** | | | |
| বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার | | ৩৩৫,৮৬১ | ২৫২,০২৬ |
| অবচয় | ২১.১ | ৭৯,১৪৯ | ৬৫,৪০০ |
| অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন | | ৮,৫৪৬ | ৮,৯৩৪ |
| জ্বালানী ও বিদ্যুৎ | | ২,৫২০ | ১,৭৩৬ |
| দালান মেরামত | | ২,২৮৪ | ২,৯১৮ |
| রক্ষণাবেক্ষণ | | ৬,১৮২ | ৮,৯৪৩ |
| বীমা | | ৬৫৬ | ১,৫৭৩ |
| বিতরণ | | ৩১২,৬৩৬ | ২৩৬,৫৭৩ |
| ভাড়া, অভিকর এবং কর | | ১১,২৫৯ | ৯,২৮২ |
| ভ্রমণ এবং যাতায়াত | | ৮,৫০৯ | ১২,২১৮ |
| প্রশিক্ষণ | | ৭৩৭ | – |
| টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স | | ১১,৫৫৭ | ১২,২৩০ |
| গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস | | ৩৩,৮১৭ | ২৮,৯১১ |
| আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ | | ১০,৯৬৯ | ১৩,৫৩৬ |
| ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ | | ৪,৯৬৫ | ৪,৩৮০ |
| বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা | | – | ৩,০৫১ |
| বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন | | ২০,৪২৪ | ৮,৬৭৪ |
| বরাদ্দ (পরিবর্তন)/বাণিজ্য প্রাপ্য | | ৯,০৯৭ | (৭০৬) |
| অনাদায়ী দেনার অবলোপন | | ১,৮৯৯ | ২,০৮৫ |
| আইন এবং পেশাদারী খরচ | | ১৬,৩৯০ | ১৪,৯০৮ |
| কারিগরি সহায়তা ফি | | ২৯,৮২৯ | ২৫,৮৯১ |
| অডিট ফি | ৮.১ | ৮৯০ | ৮২৫ |
| ব্যাংক চার্জ | | ৮,২৪৮ | ৭,৫৪৭ |
| আপ্যায়ন | | ৬৪৮ | ৫২৫ |
| ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ | | – | ১৩,৬২৩ |
| বিবিধ অফিস খরচ | | ১৬,৭৫৭ | ৮,৩১৭ |
| | | ৯৩৩,৮২৯ | ৭৪৩,৪০০ |

* ২০১৭ সালের পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে বিতরণ খরচ টাকা ৩৬৩,১০৫ হাজার (২০১৬: টাকা ২৭৫,৫৪৯ হাজার) এবং পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে বিতরণ খরচ, বিপণন ও বিক্রয় খরচ এবং প্রশাসন খরচ টাকা ৫৭০,৭২৪ হাজার (২০১৬: টাকা ৪৬৭,৮৫১ হাজার)।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **৮(এ) কনসলিডেটেড পরিচালনা ব্যয়** | | | |
| বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার | | ৩৩৫,৮৬১ | ২৫২,০২৬ |
| অবচয় | | ৭৯,১৪৯ | ৬৫,৪০০ |
| অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন | | ৮,৫৪৬ | ৮,৯৩৪ |
| জ্বালানী ও বিদ্যুৎ | | ২,৫২০ | ১,৭৩৬ |
| দালান মেরামত | | ২,২৮৪ | ২,৯১৮ |
| রক্ষণাবেক্ষণ | | ৬,১৮২ | ৮,৯৪৩ |
| বীমা | | ৬৫৬ | ১,৫৭৩ |
| বিতরণ | | ৩১২,৬৩৬ | ২৩৬,৫৭৩ |
| ভাড়া, অভিকর এবং কর | | ১১,২৫৯ | ৯,২৮২ |
| ভ্রমণ এবং যাতায়াত | | ৮,৫০৯ | ১২,২১৮ |
| প্রশিক্ষণ | | ৭৩৭ | – |
| টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স | | ১১,৫৫৭ | ১২,২৩০ |
| গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস | | ৩৩,৮১৭ | ২৮,৯১১ |
| আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ | | ১০,৯৬৯ | ১৩,৫৩৬ |
| ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ | | ৪,৯৬৫ | ৪,৩৮০ |
| বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা | | – | ৩,০৫১ |
| বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন | | ২০,৪২৪ | ৮,৬৭৪ |
| বরাদ্দ (পরিবর্তন)/বাণিজ্য প্রাপ্য | | ৯,০৯৭ | (৭০৬) |
| অনাদায়ী দেনার অবলোপন | | ১,৮৯৯ | ২,০৮৫ |

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| আইন এবং পেশাদারী খরচ | | ১৬,৪৮২ | ১৪,৯৮৮ |
| কারিগরি সহায়তা ফি | | ২৯,৮২৯ | ২৫,৮৯১ |
| অডিট ফি | | ৯২৪ | ৮৫৫ |
| ব্যাংক চার্জ | | ৮,২৪৮ | ৭,৫৪৭ |
| আপ্যায়ন | | ৬৪৮ | ৫২৫ |
| ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ | | – | ১৩,৬২৩ |
| বিবিধ অফিস খরচ | | ১৬,৭৫৭ | ৮,৩১৭ |
| | | ৯৩৩,৯৫৫ | ৭৪৩,৫১০ |

**৮.১ অডিট ফি**

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্ট্যাটুটরি অডিট | | ৬৯০ | ৬২৫ |
| অন্যান্য অডিট | | ২০০ | ২০০ |
| | | ৮৯০ | ৮২৫ |

**৯. অন্যান্য আয়/(ক্ষতি)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা | ৯.১ | ৯৪১ | ১,০৮২ |
| নীট বৈদেশিক বিনিময় মুনাফা/(ক্ষতি) | | (১৯,৭৮৮) | (৪,১৬৭) |
| | | (১৮,৮৪৭) | (৩,০৮৫) |

**৯.১ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা | ৩১ | ১,১৭৬ | ৫,৮৭৫ |
| বাদ: পরিবাহী মূল্য: | | | |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের খরচ | ৩১ | ৬,১১৯ | ৩৪,১৫০ |
| বাদ: সঞ্চিত অবচয় | ৩১ | ৫,৮৮৪ | ২৯,৩৫৭ |
| পরিবাহী মূল্য | | ২৩৫ | ৪,৭৯৩ |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা | | ৯৪১ | ১,০৮২ |

**১০. অর্থায়ন হতে নীট আয়**

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এ,এন) দ্রষ্টব্য

| | | |
|---|---|---|
| অর্থায়ন হতে আয় | ১৬,০২৯ | ১৯,৯৪৯ |
| আর্থিক ব্যয় | (২০) | (১১৬) |
| | ১৬,০০৯ | ১৯,৮৩৩ |

**১১. শেয়ারপ্রতি আয়**

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(পি) দ্রষ্টব্য

**১১.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়**

| | | |
|---|---|---|
| শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলো: | | |
| সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০) | ৯৫২,৭৩৮ | ৮৮১,১৯৮ |
| এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০) | ১৫,২১৮ | ১৫,২১৮ |
| শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) টাকা | ৬২.৬০ | ৫৭.৯০ |

**১১.২ ডাইলিউটেড শেয়ারপ্রতি আয়**

এ বছরের ডাইলিউশনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সুযোগ না থাকার প্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি কোন ডাইলিউটেড আয় হিসাবের প্রয়োজন নেই। কাজেই শেয়ারপ্রতি মৌলিক এবং ডাইলিউটেড আয় একই রকম।

**১১(এ) কনসলিডেটেড শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়**

| | | |
|---|---|---|
| সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০) | ৯৫২,৬১২ | ৮৮১,০৮৮ |
| এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০) | ১৫,২১৮ | ১৫,২১৮ |
| শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) - টাকা | ৬২.৬০ | ৫৭.৯০ |

| | টীকা | ২০১৭<br>টাকা '০০০ | ২০১৬<br>টাকা '০০০ |
|---|---|---|---|
| **১২. শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন** (WPPF) | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(কে) দ্রষ্টব্য | | | |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন | ১২.১ | ৬৮,৬৪৫ | ৬২,৬৭৫ |
| **১২.১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের হিসাব** | | | |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন পূর্ব মুনাফা | | ১,৩৭২,৯০৫ | ১,২৫৩,৫০৭ |
| তহবিলে গঠনের প্রযোজ্য হার | | ৫% | ৫% |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের পরিমাণ | | ৬৮,৬৪৫ | ৬২,৬৭৫ |
| **১৩. পরিচালকদের পারিশ্রমিক** | | | |
| ফি | | ১৯০ | ১৭০ |
| বেতন এবং সুবিধা বাবদ | | ১৪,৭৪৫ | ১৫,৫৯৯ |
| বাড়ি খরচ | | ১,২০০ | ১,৪৫০ |
| ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা | | ৪৬৮ | ৩৯৭ |
| অবসর সুবিধাদি | | ২৯৭ | ৮৬২ |
| | | ১৬,৯০০ | ১৮,৪৭৮ |
| বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার খরচের মধ্যে পরিচালকদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভূক্ত আছে। | | | |
| **১৪. আয়কর বাবদ ব্যয়** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(জে) দ্রষ্টব্য | | | |
| লাভ ও লোকসান হিসাবে স্বীকৃত পরিমাণ | | | |
| চলতি কর বাবদ ব্যয় | | | |
| চলতি বছর | | ১৭১,৪৩২ | ৩২৫,৮৮৮ |
| পূর্ব বছরের সমন্বয় | | – | (১,৭৭৪) |
| | | ১৭১,৪৩২ | ৩২৪,১১৪ |
| বিলম্বিত কর বাবদ (আয়)/ব্যয় | | | |
| অস্থায়ী পার্থক্যের উৎপত্তি/(পরিবর্তন) | ১৪.২ | ১৮০,০৯০ | (১৪,৪৮০) |
| | | ১৮০,০৯০ | (১৪,৪৮০) |
| আয়কর বাবদ ব্যয় | | ৩৫১,৫২২ | ৩০৯,৬৩৪ |
| **১৪.১ কার্যকরী আয়কর হারের সমন্বয় সাধন** | | | |
| আয়কর পূর্ব মুনাফা | | ১,৩০৪,২৬০ | ১,১৯০,৮৩২ |
| কার্যকরী আয়কর হার | | ২৫% | ২৫% |
| আয়কর | | ৩২৬,০৬৫ | ২৯৭,৭০৮ |
| **বর্তমান সময়ের কর খরচ প্রভাবিত বিষয়গুলি:** | | | |
| (অতিরিক্ত) হিসাব খরচের উপর এবছরের অবচয় সঞ্চিতি ও এমোর্টাইজেশন | | (১৬৭,৫০৪) | ৪,৮৪৬ |
| পুরাতন মজুদ বাবদ বরাদ্দ | | (৬,৬৬৪) | ২,৮৩৪ |
| অতিরিক্ত গ্রাচুইটি প্রদানের কারণে বাড়তি বরাদ্দ | | (১,৫৫১) | ৪,৫৩৮ |
| বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ খরচ বরাদ্দ (Written back) | | ২,২৭৪ | (১৭৭) |
| অগ্রহণযোগ্য খরচ সমূহ | | ১৯,০৪৬ | ১৫,২৪১ |
| গ্রহণযোগ্য খরচ সমূহ | | – | – |
| সম্পত্তি, প্লান্ট ও সরঞ্জাম হতে অতিরিক্ত কর মুনাফা/(ক্ষতি) | | (৯৪) | ১,১৯৮ |
| করমুক্ত আয় | | (১৪০) | (৩০০) |
| পূর্ব বছরের সমন্বয় | | – | (১,৭৭৪) |
| পরিবর্তনের সাময়িক পার্থক্য: (ঋণ)/খরচ | | ১৮০,০৯০ | (১৪,৪৮০) |
| মোট আয়কর খরচ | | ৩৫১,৫২২ | ৩০৯,৬৩৪ |
| কার্যকরী আয়কর হার (ETR) | | ২৬.৯৫% | ২৬.০০% |

### ১৪.২ বিলম্বিত করের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন

| | | | | ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ জানুয়ারি এর নীট উদ্বৃত্ত | লাভ লোকসান হিসাবে স্বীকৃত | কম্প্রিহেন্সিভ লাভ ও ক্ষতি হিসাবে স্বীকৃত | | বিলম্বিত কর | বিলম্বিত কর |
| ২০১৭ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | নীট | সম্পত্তিসমূহ | দায়সমূহ |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম | (১৮৪,৫৩০) | (১৬৮,৬৭৬) | – | (৩৫৩,২০৬) | – | (৩৫৩,২০৬) |
| অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ | ২,৮৪০ | ১,১৭২ | – | ৪,০১২ | ৪,০১২ | – |
| পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্ধ | ২২,৮৫০ | (১২,১২২) | – | ১০,৭২৮ | ১০,৭২৮ | – |
| বাণিজ্যিক প্রাপ্য বাবদ বরাদ্ধ | ৫,০০৮ | ২,২৭৫ | – | ৭,২৮৩ | ৭,২৮৩ | – |
| কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি | ৩৪,৭৫১ | (২,৭৩৯) | – | ৩২,০১২ | ৩২,০১২ | – |
| ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর | ৩,৩০৫ | – | (৩,৩০৫) | – | – | – |
| সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ) | (১১৫,৭৭৬) | (১৮০,০৯০) | (৩,৩০৫) | (২৯৯,১৭১) | ৫৪,০৩৫ | (৩৫৩,২০৬) |
| | | | | | | |
| ২০১৬ | | | | | | |
| সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম | (১৯০,৯১০) | ৬,৩৮০ | – | (১৮৪,৫৩০) | – | (১৮৪,৫৩০) |
| অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ | ১,৬৫৬ | ১,১৮৪ | – | ২,৮৪০ | ২,৮৪০ | – |
| পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্ধ | ২০,০১৭ | ২,৮৩৩ | – | ২২,৮৫০ | ২২,৮৫০ | – |
| বাণিজ্যিক প্রাপ্য বাবদ বরাদ্ধ | ৫,১৮৫ | (১৭৭) | – | ৫,০০৮ | ৫,০০৮ | – |
| কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি | ৩০,৪৯১ | ৪,২৬০ | – | ৩৪,৭৫১ | ৩৪,৭৫১ | – |
| ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর | – | – | ৩,৩০৫ | ৩,৩০৫ | ৩,৩০৫ | – |
| সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ) | (১৩৩,৫৬১) | ১৪,৪৮০ | ৩,৩০৫ | (১১৫,৭৭৬) | ৬৮,৭৫৪ | (১৮৪,৫৩০) |

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **১৫. মজুদ সামগ্রী** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এফ) দ্রষ্টব্য | | | |
| কাঁচামাল | | ৩০৬,২৬৭ | ৪০৬,২৯০ |
| উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ | | ২৪৫,৯২৯ | ২২৯,৩৮০ |
| চালান অধীন মালামাল | | ১৭,৫১৪ | ২৬,২৪৫ |
| রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রপাতি | | ১৫৬,৭৭৮ | ১৫৮,১০৮ |
| পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ | ১৫.১ | (৪২,৯১৩) | (৯১,৪০১) |
| | | ৬৮৩,৫৭৫ | ৭২৮,৬২২ |
| **১৫.১ পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ** | | | |
| ১ জানুয়ারির উদ্বৃত্ত | | ৯১,৪০১ | ৮০,০৬৭ |
| এ বছরের জন্য বরাদ্দ | | (৪৮,৪৮৮) | ১১,৩৩৪ |
| ৩১ ডিসেম্বররের উদ্বৃত্ত | | ৪২,৯১৩ | ৯১,৪০১ |

মজুদ সামগ্রী অসংখ্য আইটেমের এবং পরিমাপের বৈচিত্র্যময় এককসমূহ বিচারে আইটেমের বিপরীতে মজুদ সামগ্রীর পরিমাণ প্রকাশ করা দূরূহ ব্যাপার।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **১৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্য** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) (ii) দ্রষ্টব্য | | | |
| বাণিজ্য প্রাপ্য | ১৬.১ | ৫১৬,৫২৭ | ৪০২,৯৭৬ |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য | | ৫৩,৫১৬ | ৪৬,৬৩৯ |
| সুদ প্রাপ্য | | ২,০৬৫ | ৩,৮৪৯ |
| অন্যান্য প্রাপ্য | | ৩৬,৩৯৭ | ৩৪,৩৬০ |
| | | ৬০৮,৫০৫ | ৪৮৭,৮২৪ |
| **১৬.১ বাণিজ্য প্রাপ্য** | | | |
| গ্যাসসমূহ | | ২১৪,২২৯ | ১১৬,৭১৩ |
| ওয়েল্ডিং | | ৫৯,০৭৫ | ৬৬,২৩৯ |
| হেলথকেয়ার | | ২৭২,৩৫২ | ২৪০,০৫৬ |
| | | ৫৪৫,৬৫৬ | ৪২৩,০০৮ |
| বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ | ১৬.১.১ | (২৯,১২৯) | (২০,০৩২) |
| | | ৫১৬,৫২৭ | ৪০২,৯৭৬ |

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **১৬.১.১ বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ** | | | |
| ১ জানুয়ারির উদ্বৃত্ত | | ২০,০৩২ | ২০,৭৩৮ |
| বরাদ্দ/(পরিবর্তন) বাণিজ্য প্রাপ্য | | ৯,০৯৭ | (৭০৬) |
| ৩১ ডিসেম্বররের উদ্বৃত্ত | | ২৯,১২৯ | ২০,০৩২ |
| **১৭. অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ** | | | |
| কর্মচারিদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম | | ৬১,১৯৬ | ৬০,৩৯৫ |
| সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম | | ১,০৫৬ | ৪,৭৩৭ |
| জমা এবং আগাম পরিশোধ | | ৯৩,৪৭০ | ১০৩,৯৩৬ |
| চলতি হিসাবে মূল্য সংযোজন কর | | ১০৫,৬৬৪ | ১২০,৫৮৯ |
| রাজবাড়ি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডকে অগ্রিম প্রদান | | – | ১,৯১৪ |
| | | ২৬১,৩৮৬ | ২৯১,৫৭১ |
| চলতি নহে | | ৮০,৫০০ | ৭৪,৩৯০ |
| চলতি | | ১৮০,৮৮৬ | ২১৭,১৮১ |
| | | ২৬১,৩৮৬ | ২৯১,৫৭১ |
| এই অর্থসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, কিন্তু ভাল বলে বিবেচিত। | | | |
| **১৮. বিনিয়োগ** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) (iii) দ্রষ্টব্য | | | |
| বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতের উপর প্রাপ্তি | | ১০,৫৩৫ | ১০,২৯৯ |
| **১৯. নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) (i) দ্রষ্টব্য | | | |
| নগদ তহবিল | | ২,৭৫৭ | ৩,০২৫ |
| ব্যাংকে গচ্ছিত | | ৪৫৮,৮৮৯ | ৪২১,৮৩৫ |
| ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত | | ৬৭০,৬৯০ | ৯৬৬,৩৪৩ |
| | | ১,১৩২,৩৩৬ | ১,৩৯১,২০৩ |
| **১৯(ক) কনসলিডেটেড নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ** | | | |
| লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড | | ১,১৩২,৩৩৬ | ১,৩৯১,২০৩ |
| বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড | | – | – |
| বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড | | ২০ | ২০ |
| | | ১,১৩২,৩৫৬ | ১,৩৯১,২২৩ |
| **২০. সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ** | | | |
| বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড | | ২০ | ২০ |
| বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড | | ২০ | ২০ |
| | | ৪০ | ৪০ |

এই হিসাবে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের ১৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০০/= টাকা এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেডের ১৯৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০/= টাকা করে কোম্পানির নামে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত বছরে যথাক্রমে টা: ৬৩,২৫০ এবং ৬৩,২৫০ লোকসান করে।

## ২১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(বি) (ডি) দ্রষ্টব্য

**পরিবাহী মূল্যের সমন্বয় সাধন**

| বিবরণ | লাখেরাজ ভূমি | লাখেরাজ দালান | ইজারাকৃত ভূমির দালান | প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সিলিন্ডারস্ | মোটর গাড়ী | আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার | নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **(ক) ক্রয়মূল্য** | | | | | | | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৩৫,৫৩৪ | ৩৫৩,২৬৫ | ১০৮,৩৭৮ | ২,৭৫২,৮৭৮ | ৯৩,১৮৬ | ৭৫,৩৫১ | ৪৯,১৪৬ | ৪৪০,৫২১ | ৩,৯০৮,২৫৯ |
| সংযোজন | ৩,৮৬৯ | ৩,২৩৬ | ১৩৬ | ৭৩,৪৫৮ | ৬৯,৭৫১ | ৬,৯০৬ | ১০,৮১৫ | ৮৪২,৪১০ | ১,০১০,৫৮১ |
| বিক্রয়/হস্তান্তর | – | (৬,৫২৭) | (৫৭৩) | (৬,৩৯৯) | (৭,০৯৮) | (৭২৯) | (১২,৮২৪) | (১৭৪,২৪৮) | (২০৮,৩৯৮) |
| সমন্বয়সমূহ | – | (৮৬) | ৮৬ | – | – | – | – | – | – |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৩৯,৪০৩ | ৩৪৯,৮৮৮ | ১০৮,০২৭ | ২,৮১৯,৯৩৭ | ১৫৫,৮৩৯ | ৮১,৫২৮ | ৪৭,১৩৭ | ১,১০৮,৬৮৩ | ৪,৭১০,৪৪২ |
| ১ জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | ৩৯,৪০৩ | ৩৪৯,৮৮৮ | ১০৮,০২৭ | ২,৮১৯,৯৩৭ | ১৫৫,৮৩৯ | ৮১,৫২৮ | ৪৭,১৩৭ | ১,১০৮,৬৮৩ | ৪,৭১০,৪৪২ |
| সংযোজন | ৩৫,৬৭৭ | ৩৪৯,২৬৮ | – | ১,৪৬৭,৩৫০ | ১২,৭৯৬ | ১১,১৫৭ | ১২,৮৫৭ | ৮৯৪,৫৮৮ | ২,৭৮৩,৬৯৩ |
| বিক্রয়/হস্তান্তর | – | – | – | (৭১৮) | (৫,৪০১) | – | – | (১,৮৮৯,১০৫) | (১,৮৯৫,২২৪) |
| সমন্বয়সমূহ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | ৭৫,০৮০ | ৬৯৯,১৫৬ | ১০৮,০২৭ | ৪,২৮৬,৫৬৯ | ১৬৩,২৩৪ | ৯২,৬৮৫ | ৫৯,৯৯৪ | ১১৪,১৬৬ | ৫,৫৯৮,৯১১ |
| সঞ্চিত অবচয় | | | | | | | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | – | ৭৯,৬০৯ | ৩৩,৪১৭ | ১,৭২৩,৬৪০ | ৬০,৩২৩ | ৬০,৫৭৬ | ৩৬,৪৫৭ | – | ১,৯৯৪,০২২ |
| অবচয় | – | ৯,১৮৮ | ৩১,১৭৯ | ১৩২,৪৫৪ | ১৭,৯৯১ | ৪,৪৭১ | ৬,৫৫৯ | – | ২০১,৮৪২ |
| এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর | – | (২,৯৬৪) | (৫৭৩) | (৫,৪৭১) | (৭,০৯৮) | (৪২৬) | (১২,৮২৪) | – | (২৯,৩৫৬) |
| সমন্বয়সমূহ | – | ২,৫৩০ | (২,৫৬০) | ২৯ | – | – | – | – | (১) |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | – | ৮৮,৩৬৩ | ৬১,৪৬৩ | ১,৮৫০,৬৫২ | ৭১,২১৬ | ৬৪,৬২১ | ৩০,১৯২ | – | ২,১৬৬,৫০৭ |
| | | | | | | | | – | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | – | ৮৮,৩৬৩ | ৬১,৪৬৩ | ১,৮৫০,৬৫২ | ৭১,২১৬ | ৬৪,৬২১ | ৩০,১৯২ | – | ২,১৬৬,৫০৭ |
| অবচয় | – | ১৮,০৩৪ | ১,৯৮৪ | ১৬২,০৭৭ | ২৬,১৮০ | ৪,৩৪৫ | ৭,০৩১ | – | ২১৯,৬৫১ |
| এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর | – | – | – | (৪৮৪) | (৫,৪০১) | – | – | – | (৫,৮৮৫) |
| সমন্বয়সমূহ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | – | ১০৬,৩৯৭ | ৬৩,৪৪৭ | ২,০১২,২৪৫ | ৯১,৯৯৫ | ৬৮,৯৬৬ | ৩৭,২২৩ | – | ২,৩৮০,২৭৩ |
| **(খ) পুনঃমূল্যায়ন** | | | | | | | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ১৪৭ | ১৭৬ | ১৯,৮৫১ | – | – | – | – | – | ২০,১৭৪ |
| সংযোজন | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| বিক্রয়/হস্তান্তর | (১৪৭) | (১৭৬) | (১৯,৮৫১) | – | – | – | – | – | (২০,১৭৪) |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| সঞ্চিত অবচয় | | | | | | | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | – | ১৫৫ | ১৯,৮৫১ | – | – | – | – | – | ২০,০০৬ |
| অবচয় | – | ২১ | – | – | – | – | – | – | ২১ |
| এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর | – | (১৭৬) | (১৯,৮৫১) | – | – | – | – | – | (২০,০২৭) |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **পরিবাহী মূল্য (ক+খ)** | | | | | | | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৩৫,৬৮১ | ২৭৩,৬৭৭ | ৭৪,৯৬১ | ১,০২৯,২৩৮ | ৩২,৮৬৩ | ১৪,৭৭৫ | ১২,৬৮৯ | ৪৪০,৫২১ | ১,৯১৪,৪০৫ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৩৯,৪০৩ | ২৬১,৫২৫ | ৪৬,৫৬৪ | ৯৬৯,২৮৫ | ৮৪,৬২৩ | ১৬,৯০৭ | ১৬,৯৪৫ | ১,১০৮,৬৮৩ | ২,৫৪৩,৯৩৫ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | ৭৫,০৮০ | ৫৯২,৭৫৯ | ৪৪,৫৮০ | ২,২৭৪,৩২৪ | ৭১,২৩৯ | ২৩,৭১৯ | ২২,৭৭১ | ১১৪,১৬৬ | ৩,২১৮,৬৩৮ |

| | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **২১.১ এ বছরের অবচয় বরাদ্দ** | | |
| বিক্রিত পণ্যের খরচ | ১৪০,৫০২ | ১৩৬,৪৬৩ |
| পরিচালনা ব্যয় | ৭৯,১৪৯ | ৬৫,৪০০ |
| | ২১৯,৬৫১ | ২০১,৮৬৩ |

**২২. অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ**

হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(সি) দ্রষ্টব্য

| | সফট্ওয়্যার | নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় | মোট |
|---|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **মূল্য** | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৬৬,৫৩৯ | – | ৬৬,৫৩৯ |
| সংযোজন | ৭২৮ | ৭২৮ | ১,৪৫৬ |
| হস্তান্তর | – | (৭২৮) | (৭২৮) |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৬৭,২৬৭ | – | ৬৭,২৬৭ |
| ১ জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | ৬৭,২৬৭ | – | ৬৭,২৬৭ |
| সংযোজন | ৮৩৩ | ৮৩৩ | ১,৬৬৬ |
| হস্তান্তর | – | (৮৩৩) | (৮৩৩) |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | ৬৮,১০০ | – | ৬৮,১০০ |
| | | | |
| **সঞ্চিত অ্যামোরটাইজেশন** | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৩১,৯২১ | – | ৩১,৯২১ |
| অ্যামোরটাইজেশন | ৮,৯৩৪ | – | ৮,৯৩৪ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর উদ্বৃত্ত | ৪০,৮৫৫ | – | ৪০,৮৫৫ |
| ১ জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | ৪০,৮৫৫ | – | ৪০,৮৫৫ |
| অ্যামোরটাইজেশন | ৮,৫৪৬ | – | ৮,৫৪৬ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত | ৪৯,৪০১ | – | ৪৯,৪০১ |
| | | | |
| **পরিবাহী মূল্য** | | | |
| ১ জানুয়ারি ২০১৬ | ৩৪,৬১৮ | – | ৩৪,৬১৮ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | ২৬,৪১২ | – | ২৬,৪১২ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | ১৮,৬৯৯ | – | ১৮,৬৯৯ |

| | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **২৩. কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য/শেয়ার মূলধন** | | |
| **অনুমোদিত:** | | |
| প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে ২,০০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার | ২০০,০০০ | ২০০,০০০ |
| | | |
| **ইস্যুকৃত, বিক্রয়কৃত এবং মূল্য পরিশোধিত:** | | |
| ৩,৬১৬,৯০২ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ বাবদ ইস্যু | ৩৬,১৬৯ | ৩৬,১৬৯ |
| ৯,৯৯,৪৯৮ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ অর্থ ছাড়া ইস্যু করা হয়েছে | ৯,৯৯৫ | ৯,৯৯৫ |
| ১০,৬০১,৮৮০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়েছে | ১০৬,০১৯ | ১০৬,০১৯ |
| | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ |

| শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব | শতকরা হার | | টাকা '০০০ | |
|---|---|---|---|---|
| | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৬ |
| দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড | ৬০.০ | ৬০.০ | ৯১,৩১০ | ৯১,৩১০ |
| বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি) | ১৪.৫ | ১৩.৬ | ২২,১২০ | ২০,৬৯০ |
| সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি) | ১.৩ | ১.৩ | ২,০৪৭ | ২,০৪৭ |
| বাংলাদেশ ফান্ড | ০.৭ | ০.৭ | ১,০১৬ | ৯৯৬ |
| অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ | ২৩.৫ | ২৪.৪ | ৩৫,৬৯০ | ৩৭,১৪০ |
| | ১০০ | ১০০ | ১৫২,১৮৩ | ১৫২,১৮৩ |

| হোল্ডিং অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শ্রেণী বিভাগ: | হোল্ডারদের সংখ্যা | | মোট শতকরা হোল্ডিংস | |
|---|---|---|---|---|
| হোল্ডিংস | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৬ |
| ৫০০ শেয়ারের কম | ৬,১৮৩ | ৬,৭৬৫ | ৩.৩৪ | ৩.৭০ |
| ৫০০ থেকে ৫,০০০ শেয়ার | ৫২৬ | ৬০৩ | ৪.৯২ | ৫.৪৭ |
| ৫,০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার | ৫০ | ৬৩ | ২.৪২ | ৩.১০ |
| ১০,০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার | ৩৮ | ৩৮ | ৩.৬৫ | ৩.৭১ |
| ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার | ১১ | ১০ | ১.৭৬ | ১.৭০ |
| ৩০,০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার | ৬ | ৬ | ১.২৭ | ১.৩৬ |
| ৪০,০০১ থেকে ৫০,০০০ শেয়ার | ৫ | ৬ | ১.৪৮ | ১.৭৯ |
| ৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ শেয়ার | ৩ | ৩ | ১.২৪ | ১.৪৯ |
| ১,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০ শেয়ার | ৭ | ৫ | ১২.৯০ | ১০.৪৯ |
| ১০,০০,০০০ শেয়ারের উপরে | ২ | ২ | ৬৭.০২ | ৬৭.১৯ |
| | ৬,৮৩১ | ৭,৫০১ | ১০০ | ১০০ |

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টাকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **২৩.১. লভ্যাংশ সমূহ** | | | |
| **আলোচ্য বছরে কোম্পানি নিম্নোক্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে:** | | | |
| যোগ্য সাধারণ শেয়ারপ্রতি ৩৪ টাকা লভ্যাংশ (২০১৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩১ টাকা) | | ৫১৭,৪২২ | ৪৭১,৭৬৭ |
| প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তীতে পরিচালকমন্ডলী সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি নিম্নোক্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। লভ্যাংশসমূহকে দায় হিসাবে গণ্য করা হয় না এবং এখানে কোন করের প্রভাব নেই। | | | |
| যোগ্য সাধারণ শেয়ারপ্রতি ১৪ টাকা লভ্যাংশ (২০১৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ১১ টাকা) | | ২১৩,০৫৬ | ১৬৭,৪০১ |
| **২৪. কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এল) দ্রষ্টব্য | | | |
| গ্র্যাচুইটি স্কীম | ২৪.১ | ১২৮,০৪৯ | ১৩৪,২৫৪ |
| কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদি | | ৩৩,২৯৩ | ৪,৭৫৩ |
| | | ১৬১,৩৪২ | ১৩৯,০০৭ |
| **২৪.১. গ্র্যাচুইটি স্কীম** | | | |
| ১ জানুয়ারি-এর উদ্বৃত্ত | | ১৩৪,২৫৪ | ১১৬,১০৪ |
| এ বছরের বরাদ্দ | | ৯,৫৫৬ | ২১,৫১৩ |
| | | ১৪৩,৮১০ | ১৩৭,৬১৭ |
| এ বছরের প্রদান | | (১৫,৭৬১) | (৩,৩৬৩) |
| ৩১ ডিসেম্বর-এর উদ্বৃত্ত | | ১২৮,০৪৯ | ১৩৪,২৫৪ |
| **২৫. অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) দ্রষ্টব্য | | | |
| সিলিন্ডার বাবদ জমা | | ২৩৫,৪৯৯ | ২১৫,৮৬১ |
| গ্রাহকদের নিকট হতে সিলিন্ডার বাবদ সিকিউরিটি জমা একটি চলমান ধরনের দায়। | | | |

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **২৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) দ্রষ্টব্য. | | | |
| বাণিজ্য প্রদান | | ৯৮,৬১৪ | ২২৯,৩২০ |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রদান | | ৪২৩,৪৩৪ | ২৭৬,৬০৪ |
| মূলধনী বিষয়ে প্রদান | | ৫৩,১৯৬ | ১২৭,৬১৬ |
| গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম | | ৭৩,৫৭৪ | ৬৮,১২৩ |
| অপরিশোধিত লভ্যাংশ | | ৮০,৩২০ | ৭৪,৭৮২ |
| সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব | ২৬(ক) | ১৬৫ | ২৯১ |
| অন্যান্য (সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় হতে অগ্রিম গ্রহণ*) | | ৬৮২,১৮৪ | ৬৯২,৯৫৪ |
| | | ১,৪১১,৪৮৭ | ১,৪৬৯,৬৯০ |
| লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ঢাকার তেজগাছ্ব জমির অংশবিশেষ: ২.৩১ একর বিক্রয়ের অনুমোদন দেন। | | | |
| **২৬(ক) সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব** | | | |
| বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড | | ৩৮০ | ৪৪৩ |
| বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড | | (২১৫) | (১৫২) |
| | | ১৬৫ | ২৯১ |
| **২৬.১ কনসলিডেটেড বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(ই) দ্রষ্টব্য | | | |
| বাণিজ্য প্রদান | | ৯৮,৬১৪ | ২২৯,৩২০ |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রদান | | ৪২৩,৪৩৪ | ২৭৬,৬০৪ |
| মূলধনী বিষয়ে প্রদান | | ৫৩,১৯৬ | ১২৭,৬১৬ |
| গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম | | ৭৩,৫৭৪ | ৬৮,১২৩ |
| অপরিশোধিত লভ্যাংশ | | ৮০,৩২০ | ৭৪,৭৮২ |
| অন্যান্য | | ৬৮২,১৮৪ | ৬৯২,৯৫৪ |
| | | ১,৪১১,৩২২ | ১,৪৬৯,৩৯৯ |
| **২৭. ব্যয় বাবদ বরাদ্দ** | | | |
| হিসাবরক্ষণ নীতিমালার টীকা ৪৪(এইচ) দ্রষ্টব্য. | | | |
| দেয় খরচ | | ৫৬,৫৫৮ | ২৮,৭৬৬ |
| কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ | | ৩৬,২৯৭ | ৪৪,৬০০ |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল | ২৭.১ | ৬৮,৬৫৯ | ৬২,৬৮৯ |
| | | ১৬১,৫১৪ | ১৩৬,০৫৫ |
| **২৭(ক) কনসলিডেটেড ব্যয় বাবদ বরাদ্দ** | | | |
| দেয় খরচ | | ৫৬,৮৫৮ | ২৯,০৬৬ |
| কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ | | ৩৬,২৯৭ | ৪৪,৬০০ |
| শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল | ২৭.১ | ৬৮,৬৫৯ | ৬২,৬৮৯ |
| | | ১৬১,৮১৪ | ১৩৬,৩৫৫ |
| **২৭.১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল** | | | |
| ১ জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত | | ৬২,৬৮৯ | ৩৮৬ |
| এ বছরের বরাদ্দ | | ৬৮,৬৪৫ | ৬২,৬৭৫ |
| | | ১৩১,৩৩৪ | ৬৩,০৬১ |
| এ বছরের প্রদান | | (৬২,৬৭৫) | (৩৭২) |
| ৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত | | ৬৮,৬৫৯ | ৬২,৬৮৯ |
| **২৮. চলতি কর দায়সমূহ/সম্পত্তিসমূহ** | | | |
| কর বাবদ বরাদ্দ | ২৮.১ | ৫০৬,১৪১ | ৩৩৪,৭০৯ |
| আগাম আয়কর | ২৮.২ | (৫১৭,২৫৯) | (১১৬,১২৫) |
| | | (১১,১১৮) | ২১৮,৫৮৪ |

| | টীকা | ২০১৭<br>টাকা '০০০ | ২০১৬<br>টাকা '০০০ |
|---|---|---|---|
| **২৮(ক). কনসলিডেটেড চলতি কর দায়সমূহ** | | | |
| কর বাবদ বরাদ্দ | | ৫০৬,১৪৬ | ৩৩৪,৭১৪ |
| আগাম আয়কর | ২৮.২ | (৫১৭,২৫৯) | (১১৬,১২৫) |
| | | (১১,১১৩) | ২১৮,৫৮৯ |
| **২৮.১ কর বাবদ বরাদ্দ** | | | |
| ১ জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত | | ৩৩৪,৭০৯ | ২১৬,৮৭১ |
| কর বাবদ খরচ | | | |
| চলতি বছর | ১৪ | ১৭১,৪৩২ | ৩২৫,৮৮৮ |
| পূর্ব বছর | ১৪ | – | (১,৭৭৪) |
| ২০১৬-২০১৭ সালের আয়কর সমন্বয় | | – | (২০৬,২৭৬) |
| ৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত | | ৫০৬,১৪১ | ৩৩৪,৭০৯ |
| **২৮.২ অগ্রীম আয়কর** | | | |
| ১ জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত | | ১১৬,১২৫ | ১৩৪,৬২৬ |
| ৬৪ ও ৭৪ ধারার অধীন অর্থ প্রদান | | ২৫০,২৮২ | ৭১,৬৫০ |
| উৎসে কর কর্তন | | ১৫০,৮৫২ | ১১৬,১২৫ |
| ২০১৬-২০১৭ সালের আয়কর সমন্বয় | | – | (২০৬,২৭৬) |
| ৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত | | ৫১৭,২৫৯ | ১১৬,১২৫ |

## ২৯. আর্থিক দলিলাদি-ন্যায্য মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

### ২৯.১ হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত শ্রেণি বিন্যাস এবং ন্যায্য মূল্যসমূহ

নিম্নোক্ত সারণীতে আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের পরিবাহী মূল্য দেখানো হয়েছে। পরিবাহী মূল্যের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্যে যুক্তিসঙ্গত আসন্ন মান অনুযায়ী আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যের তথ্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

| | টীকা | লেনদেনের জন্য গৃহীত | ন্যায্য মূল্যে অভিহিত | লোকসান বাঁচানো দলিল | পরিপক্কতায় অভিহিত | ঋণ ও প্রাপ্য সমূহ | বিক্রীর জন্য সহজলভ্য | অন্যান্য আর্থিক দায়সমূহ | পরিবাহী মূল্য<br>মোট পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | | | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি | | | | | | | | | |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ | ১৬ | – | – | – | – | ৬০৮,৫০৫ | – | – | ৬০৮,৫০৫ |
| বিনিয়োগ | ১৮ | – | – | – | ১০,৫৩৫ | – | – | – | ১০,৫৩৫ |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ | ১৯ | – | – | – | – | ১,১৩২,৩৩৬ | – | – | ১,১৩২,৩৩৬ |
| সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ | ২০ | – | – | – | – | – | ৪০ | – | ৪০ |
| | | – | – | – | ১০,৫৩৫ | ১,৭৪০,৮৪১ | ৪০ | – | ১,৭৫১,৪১৬ |
| আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি | | | | | | | | | |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়* | ২৬ | – | – | – | – | – | – | ১,৩৩৭,৯১৩ | ১,৩৩৭,৯১৩ |
| অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে | ২৫ | – | – | – | – | – | – | ২৩৫,৪৯৯ | ২৩৫,৪৯৯ |
| | | – | – | – | – | – | – | ১,৫৭৩,৪১২ | ১,৫৭৩,৪১২ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | | | | | | | | | |
| আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি | | | | | | | | | |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ | ১৬ | – | – | – | – | ৪৮৭,৮২৪ | – | – | ৪৮৭,৮২৪ |
| বিনিয়োগ | ১৮ | – | – | – | ১০,২৯৯ | – | – | – | ১০,২৯৯ |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ | ১৯ | – | – | – | – | ১,৩৯১,২০৩ | – | – | ১,৩৯১,২০৩ |
| সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ | ২০ | – | – | – | – | – | ৪০ | – | ৪০ |
| | | – | – | – | ১০,২৯৯ | ১,৮৭৯,০২৭ | ৪০ | – | ১,৮৮৯,৩৬৬ |
| আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি | | | | | | | | | |
| বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়* | ২৬ | – | – | – | – | – | – | ১,৪০১,৫৬৭ | ১,৪০১,৫৬৭ |
| অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে | ২৫ | – | – | – | – | – | – | ২১৫,৮৬১ | ২১৫,৮৬১ |
| | | – | – | – | – | – | – | ১,৬১৭,৪২৮ | ১,৬১৭,৪২৮ |

* গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম আর্থিক দায় নহে (২০১৭ সালে ৭৩,৫৭৪ হাজার টাকা এবং ২০১৬ সালে ৬৮,১২৩ হাজার টাকা)।

### ২৯.২. আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও দেখাশোনা করার সার্বিক দায়-দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গঠন করা হয় যাতে কোম্পানির যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হয় সেগুলো শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা যায়, যথাযথ ঝুঁকির সীমা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায় এবং ঝুঁকি পরিবীক্ষণ করা ও ঝুঁকির সীমা মেনে চলা যায়। বাজার পরিস্থিতি ও কোম্পানি কার্যক্রমের পরিবর্তন তুলে ধরার লক্ষে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। আর্থিক দলিলাদি ব্যবহার হেতু কোম্পানির নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে: • বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি (credit risk, see 29.2.1); • তারল্য ঝুঁকি (Liquidity risk, see 29.2.2); and • বাজার ঝুঁকি (Market risk, see 29.2.3)

এই টীকাতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো: কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিটি ঝুঁকির মুখে পড়া সংক্রান্ত তথ্য; ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির যেসব উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম-প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত তথ্য; এবং কোম্পানির মূলধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য।

### ২৯.২.১ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি

প্রধানতঃ গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কোম্পানির বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হলো শিল্পের default ঝুঁকি ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষমতা। এসব উপাদান কোম্পানির জন্য বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির আধিক্য নেই।

কোম্পানির ডেটরস ম্যানেজমেন্ট রিভিউ কমিটি (Debtors Management Review Committee) একটি 'বাকীতে বিক্রির নীতি' (Credit Policy) প্রণয়ন করেছে। কোম্পানির মূল্য পরিশোধ ও সরবরাহ সংক্রান্ত শর্তাবলী (payment and delivery terms & conditions) প্রস্তাব করার পূর্বে বাকীতে বিক্রি সংক্রান্ত এই নীতির অধীনে প্রত্যেক নতুন গ্রাহককে তার বাকীতে ক্রয়যোগ্যতার (creditworthiness) নিরিখে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য credit limit বা বাকীতে বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোনো গ্রাহকের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা দ্বারা কমিটির অনুমোদন চাওয়া ছাড়াই বাকীতে মুক্তভাবে সেই গ্রাহকের নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে তা নির্দেশ করা হয়। গ্রাহকদের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা লিন্ডে গ্রুপের এইচপিও (HPO) নীতি অনুযায়ী কোয়ার্টারলিভাবে পর্যালোচনা করা হয়। যেসব গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত Benchmark Creditworthiness বা বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণে ব্যর্থ হয় সেসব গ্রাহক কোম্পানির সাথে কেবলমাত্র নগদ প্রদান/ অগ্রিম নগদ জমা ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে।

অনাদায়ী বকেয়া (doubtful debts) নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানি একটি 'অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তি নীতি' (provision policy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আলোকে trade receivables বা ব্যবসায়িক প্রাপকদের গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং প্রাপকদের দেনা বাবদ কোম্পানির লোকসানের হিসাব পাওয়া যাবে। কোম্পানি ৯০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ৫০% দেনা এবং ১৮০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ১০০% দেনার নিষ্পত্তির বিধান করেছে। হেলথকেয়ার ক্রেতাদের মোট ঋণ গ্রহীতার জন্য ক্ষতির হার বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যের পরিমাণ ছিল ১,১৩২,৩৩৬ হাজার টাকা (২০১৬: ১,৩৯১,২০৩ হাজার টাকা), যা, এসব সম্পদের বিপরীতে, কোম্পানির বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ পরিমাণের সক্ষমতা নির্দেশ করে। কোম্পানির এই অর্থ ও অর্থের সমতুল্যসমূহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা আছে। এসব ব্যাংক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) এবং ক্রেডিট রেটিং ইনফর্মেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)-এর রেটিং অনুসারে AA3 থেকে AAA পর্যন্ত রেটিংপ্রাপ্ত ব্যাংক।
আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রত্যেক আর্থিক সম্পদের চলতি মূল্য দ্বারা বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়েছে।

ক) জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি

আর্থিক সম্পত্তিসমূহের পরিবাহী মূল্য সর্বোচ্চ জমার অনুকূল পরিস্থিতি তুলে ধরে। প্রতিবেদন তারিখের সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ:

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টীকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহ | ১৬.১ | ৫৪৫,৬৫৬ | ৪২৩,০০৮ |
| বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহ বরাদ্ধ | ১৬.১.১ | (২৯,১২৯) | (২০,০৩২) |
| | | ৫১৬,৫২৭ | ৪০২,৯৭৬ |
| নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ | ১৯ | ১,১২৯,৫৭৯ | ১,৩৮৮,১৭৮ |
| | | ১,৬৪৬,১০৬ | ১,৭৯১,১৫৪ |
| প্রতিবেদন তারিখে পণ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী বাণিজ্যিক দেনাদারের উপর সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি ছিল নিম্নরূপ: | | | |
| গ্যাসেস | | ২১৪,২২৯ | ১১৬,৭১৩ |
| ওয়েল্ডিং | | ৫৯,০৭৫ | ৬৬,২৩৯ |
| হেলথকেয়ার | | ২৭২,৩৫২ | ২৪০,০৫৬ |
| | | ৫৪৫,৬৫৬ | ৪২৩,০০৮ |
| খ) বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস | | | |
| প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে মোট বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ: | | | |
| চালান ০-৩০ দিনের মধ্যে | | ৪৪৬,৩৯৮ | ৩৩১,৬১১ |
| চালান ৩১-৬০ দিনের মধ্যে | | ২১,৪৫২ | ২৩,৫১৮ |
| চালান ৬১-৯০ দিনের মধ্যে | | ১১,৭০৮ | ১০,৭৭৬ |
| চালান ৯১-১৮০ দিনের মধ্যে | | ১৭,৬৭৮ | ১৩,৩৫৪ |
| চালান ১৮১-৩৬৫ দিনের মধ্যে | | ৩২,১৫৪ | ১৫,২৭৩ |
| চালান ৩৬৫ দিনের উর্ধ্বে | | ১৬,২৬৬ | ২৮,৪৭৬ |
| | | ৫৪৫,৬৫৬ | ৪২৩,০০৮ |
| আলোচ্য বছরে সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দের সঞ্চালন ছিল নিম্নরূপ: | | | |
| প্রারম্ভিক স্থিতি | | ২০,০৩২ | ২০,৭৩৮ |
| এ বছরের খরচ/(অবমুক্ত) | | ৯,০৯৭ | (৭০৬) |
| সমাপনী স্থিতি | | ২৯,১২৯ | ২০,০৩২ |

### ২৯.২.২ লিকুইডিটি ঝুঁকি

কোম্পানির আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের সময় হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি সেগুলো পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে সেই ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলা হয়। কোম্পানির তারল্য (নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহ) ব্যবস্থাপনা কৌশল হলো, অগ্রহণযোগ্য লোকসান স্বীকার না করে কিংবা কোম্পানির সুনামকে ক্ষতির ঝুঁকিতে না ফেলে, স্বাভাবিক ও চাপযুক্ত উভয় অবস্থাতেই, পরিশোধের সময় হলেই যাতে কোম্পানি তার দায়সমূহ পরিশোধ করতে পারে সে জন্য যতদূর সম্ভব কোম্পানির কাছে সব সময় যথেষ্ট পরিমাণে তারল্য থাকা নিশ্চিত করা। সাধারণত, কোম্পানি যেরকম যথাযথ বিবেচনা করে সেরকম সময়কালের প্রত্যাশিত পরিচালন ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য থাকা নিশ্চিত করে; তবে এই ব্যয়ের মধ্যে পূর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না এমন চরম পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তদুপরি, আবশ্যক পাওনা পরিশোধে কোম্পানির নিকট যথেষ্ট নগদ অর্থ না থাকার ক্ষেত্রে দায়সমূহের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করতে লিন্ডে গ্রুপ তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ সুবিধা (Short Term Lines of Credit) বজায় রাখতে চায়।

নিম্নে আর্থিক দায়সমূহের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদের পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরা হল:

| | | | চুক্তিভিত্তিক নগদ অর্থ প্রবাহ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | পরিবাহী মূল্য টাকা '০০০ | মোট টাকা '০০০ | ৬ মাস বা তার কম টাকা '০০০ | ৬ হতে ১২ মাস টাকা '০০০ | ১ হতে ২ বছর টাকা '০০০ | ২ হতে ৫ বছর টাকা '০০০ | ৫ বছর এর উর্ধ্বে টাকা '০০০ |
| উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ: | | | | | | | |
| বাণিজ্যিক প্রদেয় | ৯৮,৬১৪ | ৯৮,৬১৪ | ৯৮,৬১৪ | – | – | – | – |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয় | ৪২৩,৪৩৪ | ৪২৩,৪৩৪ | ৪২৩,৪৩৪ | – | – | – | – |
| মূলধনী বিষয়ে প্রদেয় | ৫৩,১৯৬ | ৫৩,১৯৬ | ৫৩,১৯৬ | – | – | – | – |
| | ৫৭৫,২৪৪ | ৫৭৫,২৪৪ | ৫৭৫,২৪৪ | – | – | – | – |
| উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ | – | – | – | – | – | – | – |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | | | | | | | |
| উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ: | | | | | | | |
| বাণিজ্যিক প্রদেয় | ২২৯,৩২০ | ২২৯,৩২০ | ২২৯,৩২০ | – | – | – | – |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয় | ২৭৬,৬০৪ | ২৭৬,৬০৪ | ২৭৬,৬০৪ | – | – | – | – |
| মূলধনী বিষয়ে প্রদেয় | ১২৭,৬১৬ | ১২৭,৬১৬ | ১২৭,৬১৬ | – | – | – | – |
| | ৬৩৩,৫৪০ | ৬৩৩,৫৪০ | ৬৩৩,৫৪০ | – | – | – | – |
| উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ | – | – | – | – | – | – | – |

### ২৯.২.৩ বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হল সে ধরনের ঝুঁকি যা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার এবং পণ্যের মূল্যসমূহের যেকোন ধরনের পরিবর্তনের ফলে কোম্পানির আয় অথবা আর্থিক দলিলাদি সম্পর্কিত এর হোল্ডিংসমূহের মূল্যকে প্রভাবিত করে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য পরিচালনা এবং গ্রহণযোগ্য পরিমিত মধ্যে বাজার ঝুঁকি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, যখন সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।

ক. মুদ্রা ঝুঁকি

যেসব আয় এবং ক্রয়সমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তন (ডিনোমিনেটেড) করা হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি মুদ্রা ঝুঁকির মুখে পড়ে। কোম্পানির অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন আমেরিকান ডলার, ইউরো, এসজিডি এবং জিবিপি-তে পরিবর্তিত করে হিসাব করা হয় এবং কাঁচামাল ও বিদেশ হতে মুলধনী আইটেমসমূহ সংগ্রহ করার সাথে এই মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কিত। কোম্পানিকে কিছু কিছু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে হয়। রপ্তানি হতে এবং মালামাল ও সেবাসমূহের পূর্ব নির্ধারিত (Deemed) রপ্তানি হতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

কোম্পানি এর মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য আসন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকসমূহের সাথে আগাম চুক্তিতে উপনীত হয় যাতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যাপারে এর সম্পৃক্ততা গ্রহণযোগ্য নিম্ন পর্যায়ে ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে পারে।

নিম্নে বর্ণিত মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি:

| i) মুদ্রা ঝুঁকি বিষয়ক হিসাব | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | | | | | | | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | '০০০ USD | '০০০ EUR | '০০০ GBP | '০০০ INR | '০০০ PHP | '০০০ SGD | '০০০ BDT | '০০০ USD | '০০০ EUR | '০০০ GBP | '০০০ INR | '০০০ PHP | '০০০ SGD |
| বাণিজ্য প্রাপ্য | ৫১৬,৫২৭ | – | – | – | – | – | – | ৭,৫৪৮ | ৯৬ | – | – | – | – | – |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য | ৫০,৭১৬ | – | ১৯ | – | – | ৪৭ | – | ৪৬,৬৩৯ | ৫৯০ | – | – | – | – | – |
| | ৫৬৭,২৪৩ | – | ১৯ | – | – | ৪৭ | – | ৫৪,১৮৭ | ৬৮৬ | – | – | – | – | – |
| বাণিজ্য প্রদেয় | ৯৮,৬১৪ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয় | (১৪৭,৩২৬) | (১,৭৬৭) | (১,৩১৬) | – | (১,৭৪৬) | (৮৮) | – | (২৭৬,৬০৪) | (৭০০) | (১,০০৮) | (১,৪০৮) | – | – | (৪) |
| | (৪৮,৭১২) | (১,৭৬৭) | (১,৩১৬) | – | (১,৭৪৬) | (৮৮) | – | (২৭৬,৬০৪) | (৭০০) | (১,০০৮) | (১,৪০৮) | – | – | (৪) |
| ঝুঁকির হিসাব | ৫১৮,৫৩১ | (১,৭৬৭) | (১,২৯৭) | – | (১,৭৪৬) | (৪১) | – | (২২২,৪১৭) | (১৪) | (১,০০৮) | (১,৪০৮) | – | – | (৪) |

নিম্নে এ বছরের প্রয়োগকৃত মুদ্রার বিনিময় হার দেয়া হল:

| | গড় হার | | বছর শেষে স্পট হার | |
|---|---|---|---|---|
| বিনিময় হার | ২০১৭ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৬ |
| ১ ইউ এস ডলার (ইউএস ডলার) | ৮০.৯১ | ৭৮.৫৮ | ৮২.৭৮ | ৭৯.০৪ |
| ১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড (জিবিপি) | ১০৪.৭০ | ১০৬.৫৮ | ১১১.৮৭ | ৯৭.৫৩ |
| ১ ইউরো (ইউআর) | ৯১.২২ | ৮৭.০২ | ৯৯.৩১ | ৮৩.১২ |
| ১ এসজিডি ডলার | ৫৮.২৩ | ৫৭.০৮ | ৬১.৮৯ | ৫৪.৫৮ |

ii) **সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ**

৩১ শে ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে ইউএস ডলার স্টার্লিং, ইউরো অথবা সিঙ্গাপুর ডলারের যৌক্তিক পর্যায়ে সম্ভাব্য শক্তিশালী হওয়ার (বা দুর্বল হয়ে যাওয়ার) ফলে বিদেশী মুদ্রায় নির্ণয়কৃত আর্থিক দলিলাদির পরিমাপের পাশাপাশি নিম্নে প্রদর্শিত পরিমাণ বিচারে ইক্যুইটি এবং মুনাফা বা ক্ষতির উপর বিরূপ প্রভাব রাখতে পারত। উক্ত বিশ্লেষণমূলক দলিলে প্রতিভাত হয় যে, অন্য সকল পরিবর্তনশীল সূচক, বিশেষতঃ সুদের হারসমূহ, স্থিতিশীল রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আগাম বিক্রয় এবং ক্রয়ের কারণে সৃষ্ট কোন প্রভাব গণ্য করা হয়নি।

কোম্পানি এফভিটিপিএল-এর নিকট ফিক্সড-রেট আর্থিক সম্পদ অথবা আর্থিক দায় এর কোন হিসাব রাখেনা এবং একটি ন্যায়সঙ্গত মূল্যনির্ভর সুরক্ষামূলক হিসাবরক্ষণ নমুনার আওতায় সুরক্ষামূলক দলিলাদি হিসেবে কোন ডেরিভেটিভ (সুদের হার বিনিময়) আরোপ করেনি। অতএব, প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে সুদের হারের কোন পরিবর্তন হলে তা মুনাফা বা ক্ষতিকে প্রভাবিত করবে না।

| | লাভ বা লোকসান | | ইক্যুইটি | |
|---|---|---|---|---|
| | বৃদ্ধি | হ্রাস | বৃদ্ধি | হ্রাস |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| ইউএস ডলার (১০% বৃদ্ধি) | (১৪৬,২৬৩) | ১৪৬,২৬৩ | ১০৯,৬৯৮ | (১০৯,৬৯৮) |
| ইউরো (৯% বৃদ্ধি) | (১২৮,৮০৯) | ১২৮,৮০৯ | ৯৬,৬০৭ | (৯৬,৬০৭) |
| জি বি পি (৮% বৃদ্ধি) | – | – | – | – |
| আই এন আর (৬% বৃদ্ধি) | (২,২৬৪) | ২,২৬৪ | ১,৬৯৮ | (১,৬৯৮) |
| পিএইস পি (৫% বৃদ্ধি) | (৬৭) | ৬৭ | ৫১ | (৫১) |
| এস জি ডি (৩% বৃদ্ধি) | – | – | – | – |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | | | | |
| ইউএস ডলার (১০% বৃদ্ধি) | (১,১০৭) | ১,১০৭ | ৮৩০ | (৮৩০) |
| ইউরো (৯% বৃদ্ধি) | (৮৩,৭৮৫) | ৮৩,৭৮৫ | ৬২,৮৩৯ | (৬২,৮৩৯) |
| জি বি পি (৮% বৃদ্ধি) | (১৩৭,৩২২) | ১৩৭,৩২২ | ১০২,৯৯২ | (১০২,৯৯২) |
| আই এন আর (৬% বৃদ্ধি) | – | – | – | – |
| পিএইস পি (৫% বৃদ্ধি) | – | – | – | – |
| এস জি ডি (৩% বৃদ্ধি) | (২১৮) | ২১৮ | ১৬৪ | (১৬৪) |

| | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| iii) **বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি)** | | |
| বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি) | (১৯,৭৮৮) | (৪,১৬৭) |

**খ) সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি**

সুদের হার পরিবর্তনের কারণে সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি দেখা দেয়। কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত দায় সুদের হার ওঠানামা দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় না। প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখে ডেরিবেটিভ দলিলনির্ভর কোন চুক্তিতে কোম্পানি উপনীত হয়নি।

৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির সুদ নির্ধারণী আর্থিক দলিলাদিতে সুদ হারের ধরন ছিল:

| | নামিক মূল্য | |
|---|---|---|
| | ২০১৭ | ২০১৬ |
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| নির্ধারিত হার বিষয়ক দলিলাদি | | |
| আর্থিক সম্পত্তিসমূহ | | |
| ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ | ৬৭০,৬৯০ | ৯৬৬,৩৪৩ |
| বিনিয়োগ | ১০,৫৩৫ | ১০,২৯৯ |
| আর্থিক দায়সমূহ | – | – |
| | ৬৮১,২২৫ | ৯৭৬,৬৪২ |
| | | |
| চলতি হার বিষয়ক দলিলাদি | – | – |
| আর্থিক সম্পত্তিসমূহ | – | – |
| আর্থিক দায়সমূহ | – | – |

**গ) পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি**

পণ্যের মূল্য ওঠানামা করার কারণে (কোম্পানির সম্পদ ও পণ্যের) ভবিষ্যৎ বাজার মূল্যমান এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ বা আকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তাকে বলা হয় পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)। যেহেতু কোম্পানি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এমএস ওয়্যার, ব্লেন্ডেড পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে, তাই এসব উপকরণ ক্রয় করার ফলে কোম্পানি পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে। সরবরাহকারীদের সাথে 'সরবরাহ চুক্তি'র (supply contract) মাধ্যমে পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

## ২৯.৩ মূলধন ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির কার্যক্রমকে একটি সচল কার্যক্রম হিসেবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে কোম্পানির যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূলধন থাকা আবশ্যক তা নিরূপণ করার মাধ্যমে সেই মোতাবেক কোম্পানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বজায় রাখার লক্ষে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের বাস্তবায়নই হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা। শেয়ার মূলধন, সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও পুনর্মূল্যায়িত সংরক্ষিত তহবিলের সমন্বয়ে কোম্পানির মূলধন গঠিত। নির্ধারিত মাত্রার চাইতে উচ্চতর অংকের মূলধনের ক্ষেত্রে, সকল বড় ধরনের বিনিয়োগ ও পরিচালন সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত ও অনুমোদিত হতে হয়। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় পরিচালকমন্ডলী তার মাত্রাও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | টাকা | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **৩০. মূলধনী ব্যয়ের জন্য অঙ্গীকার** | | | |
| চুক্তিবদ্ধ কিন্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই | | ৬৩,৫০০ | ৮০৭,৬৫৬ |

**৩১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের মুনাফার তালিকা**

| | মুল্য | সঞ্চিত অবচয় | পরিবাহী মূল্য | বিক্রয় মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| লাখেরাজ দালান | – | – | – | – |
| ইজারাকৃত ভূমির দালান | – | – | – | – |
| প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদি | – | – | – | – |
| সিলিন্ডারস: | | | | |
| বিক্রয়কৃত | ৩৭৭ | ৩২৫ | ৫২ | ৩০৪ |
| বাতিলকৃত | ৩৪১ | ১৫৮ | ১৮৩ | – |
| যানবাহন | ৫,৪০১ | ৫,৪০১ | – | ৮৭২ |
| আসবাবপত্র এবং সাজ সরঞ্জামাদি | – | – | – | – |
| কম্পিউটার হার্ডওয়্যার | – | – | – | – |
| ২০১৭ | ৬,১১৯ | ৫,৮৮৪ | ২৩৫ | ১,১৭৬ |
| ২০১৬ | ৩৪,১৫০ | ২৯,৩৫৭ | ৪,৭৯৩ | ৫,৮৭৫ |

**৩২. কর্মচারির সংখ্যা**

যে সকল কর্মচারি সারা বছর নিযুক্ত ছিল ৩১৭ এবং প্রত্যেক বছরে তারা বছরে সর্বমোট টাকা ৩৬,০০০ বা ততোধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে (২০১৬: ৩২১)।

**৩৩. উৎপাদন ক্ষমতা**

| প্রধান পণ্যসামগ্রী | মাপের একক | এ বছরের জন্য ক্ষমতা | এ বছরের জন্য উৎপাদন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| এএসইউ গ্যাসেস | '০০০এম$^3$ | ৩০,২০০ | ১১,৯০৩ | ২০১৭ সালে নতুন প্লান্ট চালুর কারণে স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে |
| ডিজল্ভ এসিটিলিন | '০০০এম$^3$ | ১,১৫০ | ২১৪ | ক্রেতার চাহিদার স্বল্পতার কারণে উৎপাদন কম ছিল |
| ইলেক্ট্রোডস্ | এম টি | ৩১ | ২৫ | ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা |

**৩৪. বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ**

| | | ২০১৭ | | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|
| | '০০০ এফসি | টাকা '০০০ | '০০০ এফসি | টাকা '০০০ |
| দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ. কে-কে লভ্যাংশ প্রদান (জিবিপি) | ২,৪১৮.০ | ২৫৪,৭৫৪ | ২,৩৪৭.০ | ২৫৪,৭৫৪ |
| লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-কে সার্ভিস চার্জ আরওএইচকিউ, ফিলিপাইন (ইউএসডি) | ১২৮.২ | ১০,৪৭৭ | ৩৮৮.০ | ৩০,৫০৬ |
| লিন্ডে এজি জার্মানিকে গ্লোবাল আইএসপি (ইউরো) | – | – | ৬১৮.২ | ৫৪,১৫৮ |
| গ্যাস এনালাইসিস, আটলান্টিক এনালাইটিকেল ল্যাব ইনক (ইউএসডি) | ৩.৪ | ২৬৯ | ৫.৪ | ৪২৬ |
| ক্রাউন রিলোকেশনস লিমিটেড হংকং (ইউরো) | – | – | ০.২ | ১৬ |
| লিন্ডে এজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, জার্মানি (ইউরো) | – | – | ৮.০ | ৭১৩ |
| নিউ দিল্লি ল্যাব প্রাইভেট লিমিটেড (ইউএসডি) | ৫.৬ | ৪৪৭ | – | – |
| লিন্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্ডিয়া (ইউএসডি) | – | – | ১১.০ | ৮৯১ |
| লিন্ডে ট্রেজারি এশিয়া প্যাসিফিক পিটিই লিমিটেড, সিঙ্গাপুর (এসজিডি) | ৮.৬ | ৫০৭ | ১৯.৮ | ১,১৬৩ |
| ডিলয়েট, জার্মানি (ইউরো) | ২.০ | ১৭২ | – | – |
| প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপারস্, জার্মানি (ইউরো) | ১.১ | ৯৩ | ৩.০ | ২৭৯ |
| ইউ এল এজি ইউএসএ (ইউএসডি) | – | – | ৪.০ | ২৯৬ |
| দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ. কে-কে টিএএফ প্রদান (জিবিপি) | ২০৮.৫ | ২২,১৭৬ | – | – |
| | ২,৭৭৫.৪ | ২৮৮,৮৯৫ | ৩,৪০৪.৬ | ৩৪৩,২০২ |

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড একজন অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার। উক্ত কোম্পানী ২০১৭ সালের অর্থ বছরে ছিল ৯,১৩০,৯৬৮ টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী। ২০১৭ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে GBP ১,৫৫৪ হাজার অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয় (২০১৬ GBP ১,৫৬৩ হাজার)।

### ৩৫. বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ

| গ্রাহকের/ভেন্ডরের নাম | গ্রহণের ধরন | ২০১৭ | | ২০১৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | '০০০ এফসি | টাকা' ০০০ | '০০০ এফসি | টাকা' ০০০ |
| ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লি: (ইউএসডি) | রপ্তানী হিসেবে গণ্য | ৬৫ | ৫,১৫১ | ৫৭ | ৪,৪১৫ |
| ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (ইউএসডি) | রপ্তানী হিসেবে গণ্য | ৬৯ | ৫,৪৭০ | ৪১ | ৩,২০১ |
| ষ্টেরিস কর্পোরেশন, ইউএসএ (ইউএসডি) | বিক্রয় কমিশন | ১০ | ৮০৫ | ৫ | ৩৫৩ |
| লিন্ডে গ্যাস মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি (ইউএসডি) | সার্ভিস চার্জ | ৩ | ২০২ | ২ | ১৩৬ |
| বিওসি অস্ট্রেলিয়া (ইউএসডি) | সার্ভিস চার্জ | – | – | ১ | ৯১ |
| লিন্ডে গ্যাস সিঙ্গাপুর (ইউএসডি) | সার্ভিস চার্জ | ১ | ৯৬ | – | – |
| লিন্ডে গ্যাস এশিয়া পিটিই লিমিটেড (ইউএসডি) | আইএস চার্জ | ৭৮ | ৬,১৯৮ | ১৬ | ১,২৬৮ |
| রিচার্ড বে মাইনিং (ইউএসডি) | মূল্য হ্রাস | – | – | ৯ | ৭০২ |
| দি ন্যানজিং লিংকন ইএলই কোম্পানি লি: (ইউএসডি) | সার্ভিস চার্জ | – | – | ৬ | ৫০০ |
| **মোট** | | ২২৬ | ১৭,৯২২ | ১৩৭ | ১০,৬৬৬ |

| | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **৩৬. সি আই এফ ভিত্তিতে আমদানী মূল্য** | | |
| কাঁচামাল | ১,৬০২,০০১ | ১,৩৫২,৫০৪ |
| খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য মেশিনপত্র | ৭৬,৬২৬ | ৪৬,০৩৭ |
| মূলধনী মালামাল | ৭৫৯,৩৬০ | ৪২২,৮৭৪ |
| | ২,৪৩৭,৯৮৭ | ১,৮২১,৪১৫ |
| **৩৭. ভবিষ্যত** (Contingent) **দায়সমূহ** | | |
| এই দায়সমূহের আওতায় রয়েছে, তৃতীয় পক্ষসমূহকে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টিসমূহ, শিপিং গ্যারান্টিসমূহ, অন্যান্য গ্যারান্টি, জনসেবা খাতে গ্যারান্টিসমূহ, পারফরমেন্স বন্ড, সিকিউরিটি বন্ড, আমদানী বিল, আমদানী হতে প্রাপ্য অর্থ এবং ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত দলিল। | ১২২,৬৮৯ | ৬২,০৪১ |
| বকেয়া ঋণপত্রসমূহ | ৭২৪,৫৯৮ | ১,০৫৬,৬২০ |
| কর (ভ্যাট) হিসাবে চাহিদাকে চ্যালেঞ্জ করে কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনীত রিট পিটিশন, ২০১৫ সালের নং ২২২৬ যা শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। | ১২,৯৯৬ | ১২,৯৯৬ |
| | | |
| **৩৭.১ ক্রেডিট সুবিধাদি - ৩১ ডিসেম্বর** | | |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি: | ১,৬০০,০০০ | ১,৬০০,০০০ |
| দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড | ৬৭৯,০০০ | ৪৮১,২০০ |
| | ২,২৭৯,০০০ | ২,০৮১,২০০ |

**দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)**

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মধ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ নতুন চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: ইউরো ৭.০০ মিলিয়ন (সাত মিলিয়ন) সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা।

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন সুবিধা

ওভারড্রাফট সুদের হার: ৮.০০%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ৬৭৯ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র এবং লিন্ডে এজি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব কমফোর্ট।

**স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)**

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর মধ্যে ৩ আগস্ট ২০১৭ তে যথাক্রমে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: টাকা ১,৬০০ মিলিয়ন (টাকা এক হাজার ছয়শত মিলিয়ন)

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন

ওভারড্রাফট সুদের হার: ৯.০০%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ১,৬০০ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র এবং লিন্ডে এজি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব কমফোর্ট।

| | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **৩৮. পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা-ইজারাদার হিসাবে ইজারা** | | |
| বাতিলযোগ্য নয় এমন পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার ভাড়া নিম্নলিখিতভাবে প্রদেয় | | |
| এক বছরের উর্ধ্বে নহে | ৭,৯২২ | ৬,৯৫৫ |
| দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে | ২০,৭০৫ | ২১,৯৯৩ |
| পাঁচ বছরের উর্ধ্বে | ৭,৬৩৭ | ৫,৮৬৭ |
| | ৩৬,২৬৪ | ৩৪,৮১৫ |

কোম্পানি বেশ কিছু বিক্রয়কেন্দ্র ও অফিস ইজারা হিসাবে ভাড়া নিয়েছে। এগুলো সাধারণত ১-১৫ বছরের জন্য ইজারাকৃত এবং মেয়াদকাল শেষ হবার পর এই ইজারা নবায়ন করা যাবে।

**৩৯. অনিয়ন্ত্রিত সুদ** (NCI)

গ্রুপ সাবডিয়ারির অধীনস্ত প্রতিটির তথ্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

| | বিওসি | বিওএল | আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ | মোট | টাকা '০০০ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | | | | | |
| NCI শতকরা হার | ০.০৫% | ০.৫০% | | | |
| যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে | – | – | | | |
| চলতি সম্পত্তিসমূহ | ২০,০০০ | ৪৯৩,৩৪৮ | | | |
| যে দায়সমূহ চলতি নহে | – | – | | | |
| চলতি দায়সমূহ | (১৯৮,০০০) | (১৯৯,০০০) | | | |
| নীট সম্পত্তিসমূহ | (১৭৮,০০০) | ২৯৪,৩৪৮ | | | |
| NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ | (৮৯) | ১,৪৭২ | – | ১,৩৮৩ | ২ |
| রেভিনিউ | – | – | – | – | – |
| ক্ষতি | (৬৩,২৫০) | (৬৩,২৫০) | – | (১২৬,৫০০) | (১২৭) |
| ওসিআই (OCI) | – | – | – | – | – |
| মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় | (৬৩,২৫০) | (৬৩,২৫০) | | (১২৬,৫০০) | (১২৭) |
| NCI তে ক্ষতির বন্টন | (৩২) | (৩১৬) | – | (৩৪৮) | – |
| NCI তে OCI বন্টন | – | – | – | – | – |
| | – | – | | | |
| পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ | – | – | | | |
| বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ | – | – | | | |
| আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ | – | – | | | |
| নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য | – | – | | | |
| | | | | | |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ | | | | | |
| NCI শতকরা হার | ০.০৫% | ০.৫০% | | | |
| যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে | – | – | | | |
| চলতি সম্পত্তিসমূহ | ২০,০০০ | ৪৪৩,৩৪৮ | | | |
| যে দায়সমূহ চলতি নহে | – | – | | | |
| চলতি দায়সমূহ | (২৫৩,০০০) | (২০৪,০০০) | | | |
| নীট সম্পত্তিসমূহ | (২৩৩,০০০) | ২৩৯,৩৪৮ | | | |
| NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ | (১১৭) | ১,১৯৭ | – | ১,০৮০ | ২ |
| রেভিনিউ | – | – | – | – | |
| ক্ষতি | (৫৫,০০০) | (৫৫,০০০) | – | (১১০,০০০) | (১১০) |
| ওসিআই (OCI) | – | – | – | – | |
| মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় | (৫৫,০০০) | (৫৫,০০০) | | (১১০,০০০) | (১১০) |
| NCI তে ক্ষতির বন্টন | (২৮) | (২৭৫) | – | (৩০৩) | – |
| NCI তে OCI বন্টন | – | – | – | – | – |
| পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ | | | | | |
| বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ | – | – | | | |
| আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ | – | – | | | |
| নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য | – | – | | | |

## ৪০. প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালের ২৪২তম বোর্ড সভাতে পরিচালকমন্ডলী সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ১৪.০০ টাকা (১৪০%) চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে এ বাবদ ২১৩,০৫৬ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে; এই সুবাদে আলোচ্য বছরে সার্বিক লভ্যাংশের শতকরা হার হতে ৩৪০% এবং মোট লভ্যাংশ বাবদ আলোচ্য বছরে ৫১৭,৪২২ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে (চূড়ান্ত লভ্যাংশ ১৪০% + ২০০% অর্ন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ)।

## ৪১. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

### ৪১.১ প্যারেন্ট ও নিয়ন্ত্রিত পক্ষের লেনদেন

যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড কোম্পানির ৬০% শেয়ারের অধিকারী যাহার সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি (Linde AG)। এর ফলে কোম্পানি পরিচালনা লিন্ডে এজি কর্তৃক পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

| | | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| | | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| **৪১.২ মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে লেনদেন** | | | |
| মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ: | | | |
| পরিচালকবৃন্দের সম্মানী | ১৩ | ১৬,৯০০ | ১৮,৪৭৮ |

### ৪১.৩ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

| পক্ষসমূহের নাম | সম্পর্কের প্রকৃতি | লেনদেনের প্রকৃতি | লেনদেনের বছর | | অনাদায়ী উদ্বৃত্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ২০১৭ | ২০১৬ | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ |
| | | | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয় | | | | | | |
| বিওসি গ্যাসেস, টেকনিক্যাল সাপ্লাই সেন্টার | ফেলো সাবসিডিয়ারি | সার্ভিস ফি | – | – | – | – |
| বিওসি গ্যাসেস, টেকনিক্যাল সাপ্লাই সেন্টার | ফেলো সাবসিডিয়ারি | পণ্য ক্রয় | ৯০২ | ১,৯১১ | – | – |
| বিওসি গ্রুপ লিমিটেড | হোল্ডিং কোম্পানি | কারিগরী সহায়তা ফি | ২৯,৮২৯ | ২৫,৮৯১ | ১৪২,৪৯৮ | ১৩৭,৩০৮ |
| বিওসি গ্রুপ লিমিটেড | হোল্ডিং কোম্পানি | লভ্যাংশ | ২৫৪,৭৫৪ | ২৮৩,০৬০ | – | – |
| লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস হেডকোয়ার্টারস | আলটিমেট হোল্ডিং কোম্পানি | গ্লোবাল আই এস ফি | ৩৩,৫৫৮ | ২৯,৭৩১ | ১৩০,১২৬ | ৮৩,৭৪৪ |
| লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ক্রয় খরচ পুনঃযোগান | – | – | ১,০১৮ | ১,০০৫ |
| লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ | ফেলো সাবসিডিয়ারি | সার্ভিস ফি | ১১,৫৮৯ | ১২,৫৮৮ | ১১,০২৬ | ১২,৮০২ |
| লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | পণ্য ক্রয় | ৩,৩৬১ | ৭,০৮১ | – | – |
| লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয় | ৮১৫,৬৪১ | ৪৮১,২৬৪ | ১৩১,২৬৬ | ৩৩,০৫৫ |
| লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি | ফেলো সাবসিডিয়ারি | পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয় | ১৮,৫৭৮ | ১৯,৮০১ | ৮,২০৬ | ৮,৪৮৭ |
| লিন্ডে ট্রেজারী এশিয়া প্যাসিফিক পিটিএ লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | সার্ভিস ফি | ২৫৪ | ৬২৬ | – | ২০৩ |
| থাই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল গ্যাসেস পিএলসি | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ক্রয় খরচ পুনঃযোগান | – | – | – | – |
| লিন্ডে থাইল্যান্ড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | পণ্য ক্রয় | – | ৯৫৭ | – | – |
| লিন্ডে এজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন | ফেলো সাবসিডিয়ারি | সার্ভিস ফি | – | – | – | – |
| বিওসি অস্ট্রেলিয়া | ফেলো সাবসিডিয়ারি | সিলিন্ডার ক্রয় | – | ৯,৫২৯ | – | – |
| লিন্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | সার্ভিস ফি | – | ১,১১২ | – | – |
| বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড | সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পরিশোধ | ৬৩ | ৫০ | ৩৮০ | ৪৪৩ |
| | | | | | | |
| আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয় | | | | | | |
| লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | – | – | – | ৯৬ |
| লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | ২৯ | ৪৭ | ২০৫ | ১৭৪ |
| লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | ১২,২০১ | ১৩,০৬৭ | ৪৯,৫২১ | ৪৩,৪২৩ |
| লিন্ডে কোরিয়া কোম্পানি লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | – | – | ৪৫৪ | ৪৫৪ |
| লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | – | – | – | ২০২ |
| বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | – | – | ৮৮ | ৮৮ |
| লিন্ডে পাকিস্তান লিমিটেড | ফেলো সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | – | – | – | ৫২৫ |
| লিন্ডে ইকুয়েডর S.A. | ফেলো সাবসিডিয়ারি | পণ্য বিক্রয় | ১,৩৬০ | – | ১,৩৬০ | – |
| লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস HQ | আলটিমেট হোল্ডিং কোম্পানি | ব্যয় পুনরুদ্ধার | – | ১,৬৭৭ | ১,৮৮৭ | ১,৬৭৭ |
| বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড | সাবসিডিয়ারি | ব্যয় পরিশোধ | ৬৩ | ৫১ | ২১৫ | ১৫২ |

**৪২. পরিমাপের ভিত্তি**

কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ ঐতিহাসিক ব্যয়ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্ট যার ক্ষেত্রে পরিমাপের ভিত্তি হল ন্যায়সঙ্গত মূল্য।

**৪৩. বিধিসমূহ জারি করা হয়েছে তবে এখনো কার্যকর হয়নি**

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস-কে আইএফআরএস হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেহেতু আইসিএবি কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস হিসেবে এ ধরনের বিধিসমূহ গ্রহণ করেছে, অতএব সাম্প্রতিক এই বিধি গ্রহণের ফলে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে বা তার পরবর্তীতে শুরু হওয়া বার্ষিক পিরিয়ডগুলোর জন্য কোম্পানির আর্থিক বিবরণী সমূহের উপর কোন প্রভাব পড়বে না।

২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরবর্তী সময়ে সূচিত হওয়া বার্ষিক পিরিয়ড সমূহের জন্য মানদন্ডসমূহের অনকুলে একগুচ্ছ নতুন মানদন্ড ও সংশোধনী কার্যকর হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সাবেক মানদন্ডের প্রয়োগ অনুমোদিত। অবশ্য কোম্পানি এই আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নতুন মানদন্ডসমূহ পূর্বাহ্নেই প্রয়োগ করেন।

নিম্নোক্ত মানদন্ডসমূহ পিরিয়ডের প্রাথমিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর কোন প্রভাব রাখবেনা বলে আশা করা যায়।

**ক) আইএফআরএস ৯ এবং আইএফআরএস ১৫ গ্রহণের ফলে আনুমানিক প্রভাব**

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড আইএফআরএস ৯- আর্থিক দলিলাদি ধারা এবং আইএফআরএস ১৫- গ্রাহকদের সাথে প্রণীত চুক্তিসমূহ হতে আয় ধারা গ্রহণ করেছে। একই সময়ে কোম্পানির আর্থিক বিবৃতির উপর এই মানসমূহ চালনার ফলে আনুমানিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং সংরক্ষিত ও রক্ষিত আয়ের প্রভাব নিম্নে বিবৃত হলো:

| | | আইএফআরএস ৯ এবং আইএফআরএস ১৫ গ্রহণের ফলে আনুমানিক প্রভাব | | |
|---|---|---|---|---|
| | প্রতিবেদিত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ | আইএফআরএস ৯ এর ফলে আনুমানিক সমন্বয় | আইএফআরএস ১৫ এর ফলে আনুমানিক সমন্বয় | ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত আনুমানিক সমন্বয় |
| | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ | টাকা '০০০ |
| সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয় | ৩,৫২৩,৬৩৬ | – | – | ৩,৫২৩,৬৩৬ |

খ. আইএফআরএস ৯ আর্থিক দলিলাদি

আইএফআরএস ৯ আর্থিক দলিলাদি আর্থিক সম্পদ, আর্থিক দায় এবং আর্থিক নয় এমন আইটেমসমূহ ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রণীত কিছু কন্ট্রাক্ট স্বীকৃতি দেওয়া ও পরিমাপের জন্য কিছু শর্তাবলী প্রণয়ন করেছে। এই মানদন্ড আইএএস ৩৯ আর্থিক দলিলাদি: স্বীকৃতি ও পরিমাপ বিষয়ক দলিলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

গ. আইএফআরএস ১৫ গ্রাহকদের সাথে প্রণীত চুক্তিসমূহ হতে আয়

আইএফআরএস ১৫ গ্রাহকদের সাথে প্রণীত চুক্তিসমূহ হতে আয় বিষয়ক দলিলটি আয় স্বীকৃতিযোগ্য কিনা, কতটুকু স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং কখন দেওয়া হবে এ বিষয়টি নির্ধারন করার লক্ষে একটি ব্যাপক নির্দেশনা প্রণয়ন করে। এই দলিলটি আইএএস ১৮ রেভিনিউ এবং আইএএস ১১ নির্মাণ চুক্তিসমূহ সহ বিদ্যমান আয় স্বীকৃতি সংক্রান্ত নির্দেশনার পরিবর্তে কার্যকর হবে।

**৪৪. গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা**

আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপিত সকল সময়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাল উপস্থাপনার জন্য এবং যেখানে যা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট তুলনামূলক আয়ের বিবরণীতে নতুন করে শ্রেণীবদ্ধভাবে আর্থিক বিবরণী এবং লাভ-লোকসান এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণীতে দেখানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সূচক যার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত পাতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা
(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম
(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ
(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি
(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ
(চ) মজুদ সামগ্রী
(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)
(জ) বরাদ্দসমূহ
(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়
(ঞ) আয়কর
(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)
(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি
(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি
(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ
(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন
(ত) শেয়ারপ্রতি আয়
(থ) নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

**(ক) বৈদেশিক মুদ্রা**

বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করা হয় লেনদেনের দিনের হার অনুযায়ী। আর্থিক সম্পদ এবং দেনাগুলো পুনঃপরিবর্তিত হয় প্রতিবেদনের তারিখের ঐতিহাসিক মুদ্রার হার অনুযায়ী। আর্থিক বিনিময়ের হার ব্যবহার করে অর্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। মুদ্রার রূপান্তরের পার্থক্যকে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ বিবরণ হিসাব-এ আয় অথবা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।

**(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম**

**স্বীকৃতি ও পরিমাপ**

লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান ব্যতিরেকে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট, ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত অবচয় ও অকার্যকারিতাপ্রসূত (impairment) পুঞ্জিভূত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভূমি পুনর্মূল্যায়িত পরিমাণ হিসাবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালানসমূহ পুঞ্জিভূত অবচয় ব্যতিরেকে পুনর্মূল্যায়িত পরিমাণ হিসেবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভবনসমূহ এবং ইজারাকৃত ভবনসমূহ অপেক্ষাকৃত কম পুঞ্জীভূত অবচয়িত ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। বিগত কয়েক বছরে পূনর্মূল্যায়ন মডেল ভ্রান্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। মূল কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার লক্ষে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। পূনর্মূল্যায়ন মডেলের পরিবর্তে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণের প্রভাব এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ (ট্রেড ডিসকাউন্ট ও রিবেটসমূহ বাদ দেয়ার পর) এবং সম্পত্তিসমূহকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যে ধরনের লোকেশন ও অবস্থা আবশ্যক সে ধরনের লোকেশন ও অবস্থায় সম্পত্তিটি আনয়ন বাবদ প্রত্যক্ষ যে কোন ব্যয়।

**ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয়**
লিন্ডে গ্রুপ নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানির সম্পদ ইক্যুইটি বা নগদ অর্থ প্রবাহ দ্বারা অর্থায়িত হলেও কার্যকরী সম্পদের জন্য মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষে ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য কোম্পানি গ্রুপ কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের হার অনুসরণ করে থাকে।

**পরবর্তীকালীন ব্যয়সমূহ**
যদি এমন হয় যে, কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির কোন অংশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা কোম্পানি পাবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিমাপ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির প্রতিস্থাপনীয় বা উন্নয়ন অংশটি বাবদ ব্যয় এর চলতি মূল্যের মধ্যে গণ্য করা হবে। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ বিষয়ক হিসাবাদির মধ্যে গণ্য করা হয়।

**অবচয়**
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামের জন্য প্রযোজ্য সেবা অবচয় বিষয়ক কনভেনশনে (service depreciation convention) উল্লিখিত মাস ব্যবহার করে। এই কনভেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে মাসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয় সেই মাস থেকে অবচয় শুরু হয়; এক্ষেত্রে মাসের কোন দিবসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে তা গণ্য করা হয় না। সকল ক্রয়কৃত আইটেমকে সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে হবে এবং যে মাসে এগুলোকে ব্যবহার করা শুরু হয় সে মাস হতে এদের অবচয় হিসাব করতে হবে। কোন আইটেম বিক্রয় করা হলে, যে মাসে বিক্রয় করা হয়েছে তার অব্যবহিত পূর্বের মাস অবধি অবচয় মূল্য আরোপ করা হয়।
লাখেরাজ জমি অথবা নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় এর উপর অবচয় নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যান্য সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সুষম ভিত্তিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের শ্রেণী অনুযায়ী অবচয়ের হার বাস্তবিক গননার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে নিম্নে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে যাহা:

| | বছর |
|---|---|
| লাখেরাজ দালান | ৪০ |
| প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডার (স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ) | ১০–২০ |
| মোটরগাড়ি | ৫ |
| আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম | ৫–১০ |
| কম্পিউটার হার্ডওয়্যার | ৫ |

৪০ বছর কম সময়ের জন্য ইজারাকৃত ভূমির ভবনের মূল্য ইজারা বা ভূমি লীজের সময়ব্যাপী অবচয় হয়ে থাকে। অবচয় পদ্ধতি, ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য প্রতিটি প্রতিবেদনের তারিখে পর্যালোচনা করা হয়।

**বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান**
বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান নির্ণিত হয়ে থাকে পরিবাহী মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুলনামূলক নীট হিসাবের ভিত্তিতে।

**(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ**
**স্বীকৃতি এবং পরিমাপ**
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ দেনা পরিশোধ বাবদ পুঞ্জীভূত অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত অকার্যকারিতা প্রসূত (impairment) ক্ষয়ক্ষতি, যদি থাকে, তা ব্যতিরেকে ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। যখন BAS ৩৮: অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শীর্ষক মানদন্ড অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়, তখন অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ এবং এই সম্পত্তির প্রত্যাশিত ব্যবহারের লক্ষে সম্পত্তিটি প্রস্তুত করা বাবদ যেকোন প্রত্যক্ষ ব্যয়।

**পরবর্তীকালীন ব্যয়**
পরবর্তী ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত অংশে নিহিত ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুফলসমূহ কোম্পানির অনুকূলে আসবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে। ব্যয় আরোপিত হওয়ার পর অন্যান্য সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে খাতায় দেখানো হয়।

**দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয়** (amortisation)
এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যান (ERP) সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারসমূহ বাবদ অর্থ পরিশোধের হার সরাসরি পদ্ধতিতে ছিল যথাক্রমে ১২.৫০% এবং ২৫% ব্যবহারের মাস হতে। দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় দেখানো হয়েছে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে।

**(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি**
যেসব লীজের সুবাদে কোম্পানি সকল ধরনের ঝুঁকি মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হয়, সেসব লীজ বা ইজারা আর্থিক ইজারার শ্রেণীভূক্ত। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর ইজারাকৃত সম্পত্তিটি এর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য এবং ইজারা বাবদ পরিশোধনীয় অর্থের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে পরিমাপ করা হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পত্তিটির হিসাব করা হয়।
অন্যান্য ইজারাগুলো হলো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা এবং এদেরকে কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য করা হয় না। কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার আওতায় গৃহীত অগ্রিম টাকার অর্থ অগ্রিম পরিশোধ হিসেবে দেখানো হয়।

**(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ**
কোনো আর্থিক দলিল হলো সেই চুক্তি, যে চুক্তির বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটিতে পরিণত হয়।

**আর্থিক সম্পদ**
যে তারিখে কোম্পানির পাওনা (receivables) ও জমার (deposits) উৎপত্তি ঘটে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে সে তারিখে পাওনা ও জমা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যান্য সকল আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে, কোম্পানি যে তারিখে সেগুলোর লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখে প্রাথমিকভাবে সেগুলো আর্থিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয়।
পক্ষান্তরে, কোম্পানি কোনো আর্থিক সম্পদের উপর থেকে সেই তারিখে আর্থিক সম্পদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় যে তারিখে চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোম্পানির অধিকারের অথবা চুক্তির অধীনে থাকা সম্পদ থেকে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে; কিংবা কোম্পানি কোনো লেনদেনে কোনো আর্থিক সম্পদ থেকে চুক্তিজনিত নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তর করে, যে লেনদেনে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানাজনিত সকল ঝুঁকি ও প্রতিদান (rewards) প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

**আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য এবং বাণিজ্য প্রাপ্য:**
(i) **নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য**
নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহের অন্তর্গত হলো, কোম্পানির তহবিলে থাকা নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা নগদ অর্থ এবং মেয়াদ পূর্ণ হতে ৩-৬ মাস বা তার কম সময় বাকী থাকা স্থায়ী আমানতসমূহ, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোম্পানির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।

(ii) **বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্য**
গ্রাহককে মালামাল সরবরাহ করা বা সেবা প্রদান করা বাবদ তার নিকট থেকে কোম্পানির যে অর্থ পাওনা হয় তাই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা (trade and other receivables)। সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার জন্য যে ব্যয়মূল্যকে মালামাল বা সেবার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ব্যয়মূল্যকে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর, এই ব্যয়মূল্য থেকে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশ বাদ যাওয়ার কারণে গ্রাহকের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে তা বাদ দিয়ে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার যে অর্থমূল্য নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে কোম্পানির পাওনা হবে।

(iii) **বিনিয়োগ**
বিনিয়োগ বলতে ৩ মাসের অধিক সময়কালের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচুরিটিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে কোম্পানি কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যাতিরেকে এই ডিপোজিট ব্যবহার করতে পারবে। কোম্পানি এফডিআর বিনিয়োগকে ম্যাচুরিটি পর্যন্ত ধরে রাখার ইতিবাচক আগ্রহ এবং সামর্থ্য রাখে এবং এ ধরনের আর্থিক সম্পদসমূহ ম্যাচুরিটির জন্য সংরক্ষিত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই ধরনের সম্পদসমূহ প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মূল্যের পাশাপাশি যেকোন ধরনের প্রত্যক্ষ গণনাযোগ্য লেনদেন সংক্রান্ত ব্যয়ের আলোকে স্বীকৃত হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরবর্তী ধাপে

এইসব সম্পদসমূহকে কার্যকর ইন্টারসেট পদ্ধতি ব্যবহার করে বন্ধকী ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

(iv) **সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ**
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ বলতে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ইক্যুইটির অনুকূলে বিনিয়োগ বোঝায়।

**আর্থিক দায়**
অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনার ফলে যখন কোম্পানির জন্য কোনো চুক্তিজনিত দায় নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ কোম্পানি থেকে অন্যের কাছে অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী সম্পদ হস্তান্তরের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই কোম্পানির জন্য একটি আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। যে লেনদেন তারিখে কোম্পানি দায় সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখেই দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে কোম্পানি প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করে নেয়।
যখন কোম্পানি তার চুক্তির আওতাধীন দায়সমূহ পরিহার বা বাতিল করে বা এ সংক্রান্ত দায় বহনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন কোম্পানি আর্থিক দায়সমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বাণিজ্য প্রাপক, খরচ বাবদ প্রাপক এবং প্রদেয় খরচ, বিবিধ প্রাপক এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নয় এমন আর্থিক দায়সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

**(চ) মজুদ সামগ্রী**
ব্যয় ও আনুমানিক হিসাবকৃত নীট মুনাফাযোগ্য মূল্যের অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে পণ্যের মজুদসমূহ পরিমাপ করা হয় (পরিবাহী পণ্য বাদে)। পণ্যের মজুদসমূহের ব্যয় পরিমাপ করা হয় ওজনভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে এবং পণ্যের মজুদের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে মজুদ সংগ্রহ বাবদ ব্যয়, উৎপাদন বা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং বিদ্যমান লোকেশন ও অবস্থায় এগুলোকে আনয়ন বাবদ অন্যান্য ব্যয়।
পণ্যের মজুদসমূহ কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত (finished) পণ্যাদি, পরিবাহী পণ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক বাড়তি যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত।

**(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট** (impairment)
পণ্যাদি ও আসবাবের মজুত ব্যতিরেকে কোম্পানির সম্পত্তিসমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমপেয়ারমেন্ট-এর কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে এগুলো পর্যালোচনা করা হয়। যদি এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধারের উপযোগী ইমপেয়ারমেন্ট-এর আনুমানিক হিসাব বের করা হয়। যদি কোন সম্পত্তির বা এর নগদ অর্থ বৃদ্ধিকারী ইউনিটের চলতি মূল্য উক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তা ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান হিসেবে ধরা হয়। ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান যদি হয়, সেগুলো লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়।

**(জ) বরাদ্দসমূহ**
অতীত ইভেন্টের ফলাফলের কারণে কোম্পানির কোনো আইনগত বা গঠনমূলক বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক অবস্থার বিবরণে একটি বরাদ্দ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বাধ্যবাধকতার নিষ্পত্তির জন্য আর্থিক সুফলের একটি বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার পরিমাণের একটি নির্ভরযোগ্য আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে।

**(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়**
দাবী, মামলা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ব্যয় রেকর্ড রাখা হয়, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে এতে একটি দায় আরোপিত হয়েছে এবং এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে।

**(ঞ) আয়কর**
বর্তমান এবং বিলম্বিত করের সাথে আয়করের খরচ বিন্যস্ত করা হয়েছে । আয়করের খরচ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং আয়করের খরচ ব্যতীত অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় সম্পর্কিত হিসাবে অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় স্বীকৃত।

**বর্তমান কর**
আলোচ্য বছরের জন্য করযোগ্য আয়ের উপর যে প্রত্যাশিত কর প্রদান করতে হয় সেই করই হলো বর্তমান কর, যা প্রতিবেদনের তারিখে আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকৃত অর্থে আইনসিদ্ধ কর হার অনুযায়ী প্রদেয়। কোম্পানিটি "পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি" হিসেবে যোগ্যতর বিবেচিত। আয়করের হার চলতি বছরে ২৫% হারে বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের অর্থ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই কর বরাদ্দের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্রযোজ্য কর আইন অনুযায়ী কোম্পানিকে কোন নির্দিষ্ট বছরে সকল উৎস হতে প্রাপ্ত কোম্পানির মোট আয়ের পরিমাণের ০.৬ শতাংশ হারে প্রদেয় ন্যূনতম কর সাপেক্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদান করতে হবে। যেহেতু আলোচ্য বছরে কোন উৎস হতে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কোন আয় ছিল না, সেক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারির জন্য কোন কর প্রদান করা হয়নি।

**বিলম্বিত কর**
আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদ এবং দায়সমূহের চলতি পরিমাণ এবং শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণের মধ্যে সাময়িক পার্থক্য তৈরি করার মাধ্যমে BAS-১২: আয়করের, পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলম্বিত কর বিবেচনা করা হয়। বিলম্বিত কর করের হারসমূহের আলোকে পরিমাপ করা হয়, যা সাময়িক পার্থক্যসমূহ বিপরীতভাবে প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়; এক্ষেত্রে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে বা প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ দ্বারা বাস্তবিকভাবে প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত আইনের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত কর পরিমাপ করা হয়। বিলম্বিত করারোপিত সম্পদ এবং দায়সমূহের সমতা বিধান করা হয় যদি চলতি করারোপিত দায় ও সম্পদসমূহের সমতা বিধান করার লক্ষে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকে এবং যদি সেগুলো একই ধরনের কর প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানে একই কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আয়করসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকে।
একটি বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তি ঐ সীমা অবধি স্বীকৃত হয় যাতে, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, ভবিষ্যতে যে করযোগ্য মুনাফাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিপরীতে কর্তনযোগ্য সাময়িক পার্থক্য কাজে লাগানো যেতে পারে। বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তিসমূহ প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো এমন সীমা অবধি হ্রাস করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ক মুনাফা আর বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা থাকবে না।

**(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল** (WPPF)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশগ্রহণমূলক তহবিল বা WPPF বাবদ এই ধরনের ব্যয় আরোপ করার পূর্বে কোম্পানি এর মুনাফার ৫% যোগান দেয়।

**(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি**
কোম্পানি-এর যোগ্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (defined contribution plan) এবং নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যান (defined benefit plan) উভয়ই পরিচালনা করেন। যেখানে প্রযোজ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলিলসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

**নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (provident fund বা ভবিষ্যৎ তহবিল)**
নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হলো কর্মসংস্থান প্রদানোত্তর একটি বেনিফিট বা কল্যাণ প্ল্যান যার আওতায় কোম্পানি এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেনিফিট বা কল্যানের ব্যবস্থা করে। স্বীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ তহবিল নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, এটি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতিমূলক ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ডসমূহ পূরণ করে। সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের মূল বেতনের ১৩.৫% ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করেন এবং কোম্পানিও সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করে।
যখন কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণমূলক তহবিলের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন, তখন কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তহবিলে অর্থ প্রদান ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানি তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত সে ব্যাপারে আইন এবং গঠনমূলক বাধ্যবাধকতার ভূমিকা সীমিত।

**নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যানসমূহ**
(i) **গ্র্যাচুইটি স্কীম**
কোম্পানির এর স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি তহবিল বহির্ভূত গ্র্যাচুইটি স্কীম পরিচালনা করে থাকে। এই স্কীমের আওতায় একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার চাকুরির মেয়াদ এবং সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতনের আলোকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হন। এক্ষেত্রে কোম্পানি

সকল যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ হতে সর্বাধিক সুবিধা সম্বলিত গ্র্যাচুইটি হিসাব করে থাকে। ২০১৬ সালের পরে এই স্কীমের অনুকূলে কোন একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হয়নি। ২০১৭ সালে ২০১৬ সালের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়নের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে গ্র্যাচুইটি স্কীমের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু গ্র্যাচুইটি পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা বা আনুমানিক হিসাবাদির বিষয় নেই, সেজন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিবেচনা করেন যে যদি এক্ষেত্রে একচ্যুয়ারিয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হত সেক্ষেত্রে ফলাফলগত কোন পার্থক্য থাকলেও তা তেমন গুরুতর হত না।

(ii) **স্বল্প-মেয়াদী কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি**

স্বল্প মেয়াদী কর্মচারি কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহকে আনডিসকাউন্টেড ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সেবা বাবদ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। সারা বছরে কর্মচারিদের যে ছুটি জমা হয় তা তাদের ভোগ করার বিধান থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক কর্মচারিদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ও অব্যবহৃত ছুটির ভিত্তিতে এ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

**(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি**

**পণ্যসমূহ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়**

(i) **বিক্রিত পণ্যসমূহ**

গৃহীত বা গৃহীতব্য বিবেচনার নিরপেক্ষ মূল্য, রিটার্ণ ও ভাতা ও বাণিজ্য বিষয়ক ডিসকাউন্টসমূহের মোট পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যাদির বিক্রয় হতে আয় পরিমাপ করা হয়। আয় স্বীকৃত হয় যখন ক্রেতার নিকট মালিকানা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তরিত হয়, বিবেচনাসমূহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও সম্ভাব্য রিটার্ন নির্ভরযোগ্যভাবে আনুমানিক হিসাব করা যায়, পণ্যের ক্ষেত্রে কোন অব্যাহত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পণ্য তালিকার পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহের সময় এগুলো সাধিত হয়।

(ii) **বিক্রয় সরবরাহ হতে নগদ প্রাপ্তি**

যখন বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ডেলিভারি দেয়া হয় এবং নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন আয় স্বীকৃত হয়।

**সেবাসমূহ**

প্রদত্ত সেবাসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার পর্যায় অনুপাতে লাভ ও ক্ষতি এবং নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। সিলিন্ডার ভাড়া নগদ ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়।

**কমিশন**

যখন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রিন্সিপাল না হয়ে বরং একটি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তখন কোম্পানি কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের নীট পরিমাণ হিসেবে আয় স্বীকৃত হয়।

**(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ**

ফাইন্যান্স বিষয়ক আয় বলতে স্থায়ী জমা বাবদ তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বোঝায়। সুদ বাবদ আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।

ফাইন্যান্স বিষয়ক ব্যয় বলতে ওভার ড্রাফটজনিত সুদ বাবদ ব্যয় এবং ব্যাংক চার্জসমূহ বোঝায়। ফাইন্যান্স বিষয়ক সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী বিষয়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

**(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন**

(i) **সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ**

সাবসিডিয়ারি বলতে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেগুলো গ্রুপ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রুপের সম্পৃক্তির ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনযোগ্য আয় অর্জন করে বা অর্জন করার অধিকার পায় এবং গ্রুপ যখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এর অর্জিত আয়কে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখে তখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাবসিডিয়ারির আর্থিক বিবরণী সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে তারিখ হতে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে সেই তারিখ হতে যে তারিখে নিয়ন্ত্রণের সমাপ্তি ঘটেছে সেই তারিখ অবধি উক্ত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ii) **নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সুদসমূহ**

এনসিআই যেই তারিখে আত্মীকরণ হয়েছে সেই তারিখে আত্মীকরণকারী প্রতিষ্ঠানের শনাক্তকরণযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহে তাদের আনুপাতিক শেয়ারের আলোকে পরিমাপিত হয়। একটি সাবসিডিয়ারিতে গ্রুপের সুদের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মত ঘটনা ঘটে না সেসব ক্ষেত্রে উক্ত পরিবর্তনসমূহ ইক্যুইটি বিষয়ক লেনদেন হিসেবে গণ্য করা হয়।

(iii) **নিয়ন্ত্রণ হারানো**

যখন কোন গ্রুপ এর সাবসিডিয়ারির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন গ্রুপ সাবসিডিয়ারির সম্পদসমূহ ও দায়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট কোন এনসিআই এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত প্রাপ্তি অথবা ক্ষতি মুনাফা অথবা ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যখন নিয়ন্ত্রণের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন সাবেক সাবসিডিয়ারিতে থেকে যাওয়া যেকোন সুদকে ন্যায্যমূল্যে পরিমাপ করা হয়।

(iv) **সমন্বিতকরণ পরবর্তী লেনদেন বিলোপ**

আন্তঃগ্রুপ ব্যালেন্সসমূহ ও লেনদেনসমূহ এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেনসমূহ হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন যেকোন ধরনের আয় বা ব্যয়সমূহকে বিলোপ করা হয়েছে। ইক্যুইটি হিসাবের আলোকে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিলোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানে রয়ে যাওয়া গ্রুপের সুদ বিষয়ক আয়ের সীমানা পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে। নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহের মত করে নগদ অর্থ নয় এমন ক্ষতিসমূহ বিলোপ করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে ততটুকু পর্যন্ত বিলোপ করা হয়েছে যাতে প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়।

**(ত) শেয়ারপ্রতি আয়**

কোম্পানি তার সাধারণ শেয়ারের জন্য শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়-এর (EPS) ডাটা উপস্থাপন করেছে।

**শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়**

সাধারণ শেয়ারহোল্ডাদের অর্জিত আয় বা লোকসান (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) এবং এ বছরের বকেয়া ওয়েটেড এভারেজ সাধারণ শেয়ারের সংখ্যার সহিত বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) নির্ধারিত হয়।

**(থ) নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ**

সরাসরি ভিত্তিতে পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ উপস্থাপিত হয়েছে।

**(দ) সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়**

চিরাচরিতভাবে কোম্পানি এর মুনাফার পুরো অংশ সাধারন সংরক্ষিত তহবিল/সংরক্ষিত আয় খাতে স্থানান্তর করে থাকে। এই তহবিল যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে (উদাহরণতঃ লভ্যাংশ বিতরনের ক্ষেত্রে, ইত্যাদি)। আলোচ্য বছরে কোম্পানি 'সংরক্ষিত তহবিল' শব্দগুচ্ছটির পরিবর্তে 'সংরক্ষিত তহবিল / সংরক্ষিত আয়' শব্দগুচ্ছসমূহ ব্যবহার করেছে।

**(ধ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ**

প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ, যা প্রতিবেদন তারিখে কোম্পানির অবস্থা সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য প্রদান করে, সেই ইভেন্টসমূহ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ম্যাটেরিয়াল ইভেন্টসমূহ, যেগুলো এ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট নয়, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যা টীকা ৪০-এ দেখানো হয়েছে।

# কোম্পানির অবস্থানসমূহ

**রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়**
**কর্পোরেট অফিস**
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮
টেলিফোন +৮৮ ০২ ৮৮৭০৩২২-২৭
ফ্যাক্স +৮৮ ০২ ৮৮৭০৩২৯/৮৮৭০৩৩৬

**ফ্যাক্টরী**
**তেজগাঁও***
২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮
(*তেজগাঁও ফ্যাক্টরি, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এ স্থানান্তরিত হয়েছে)

**রূপগঞ্জ**
ডাকঘর-ধুপতারা
থানা- রূপগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল +৮৮ ০১৭১১৫৬৩৩১৭/০১৭১৩০৯৯৬৭৩

**শীতলপুর**
শীতলপুর, সীতাকুন্ড
চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮ ০৩১ ২৭৮০২০৫

**বিক্রয় কেন্দ্র**
**তেজগাঁও**
২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮
টেলিফোন +৮৮ ০২ ৮৮৭০৩৪১-৪৪
ফ্যাক্স +৮৮ ০২ ৮৮৭০৩৫৭
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৫২

**রূপগঞ্জ**
ডাকঘর-ধুপতারা, থানা- রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল +৮৮ ০১৭১১৫৬৩৩১৭

**টিপু সুলতান রোড**
৫৭-৫৮, টিপু সুলতান রোড, থানা- সুত্রাপুর, ঢাকা
টেলিফোন +৮৮ ০২ ৭১৬৩৭৬৮
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৫৫

**টঙ্গী**
২৪১ টঙ্গী শিল্প এলাকা, মিলগেট, গাজীপুর
টেলিফোন +৮৮.০২.৯৮১২৪০২
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৪

**নারায়ণগঞ্জ**
৭২ সিরাজউদ্দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ
টেলিফোন +৮৮ ০২ ৭৬৩২৯৪২
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৫৬

**ময়মনসিংহ**
২৮/১ খ, কে সি রায় রোড, ময়মনসিংহ
টেলিফোন +৮৮ ০৯১ ৫২৫৫৮
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৫৭

**নোয়াখালী**
কন্ট্রাক্টর মসজিদ (মাইজদী রোড) আলীপুর
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
টেলিফোন +৮৮ ০৩২১ ৫২০২৩
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬০

**খুলনা**
অফ্ রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, লবন চোরা, খুলনা
টেলিফোন +৮৮ ০৪১ ৭২১২০৬/৭২৩০৭৬
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬৩

**বরিশাল**
হোল্ডিং-৭৬৪১, আলেকান্দা, কোতওয়ালী, বরিশাল
টেলিফোন +৮৮ ০৪৩১ ২১৭৩১৯০
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬৫

**রাজশাহী**
১৪৯ বালিয়া পুকুর, ঘোরামারা
বোয়ালিয়া, রাজশাহী
টেলিফোন +৮৮ ০৭২১ ৭৫০২৪২
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬৮

**শীতলপুর**
সীতাকুন্ড, শীতলপুর, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮ ০৩১ ২৭৮০২০৫

**সাগরিকা**
৬৮/ভি, সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী
ডাকঘর-কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮ ০৩১ ৭৫২১২২/৭৫২৭৭৬/৭৫০৮৩৯
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৫৮/০১৭১৩০৯৯৬৫৯

**কুমিল্লা**
শ্রীমান্তপুর, চান্দপুর রোড, আহমেদ নগর, কুমিল্লা
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬১

**সিলেট**
নিশাত প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স, মমিনখোলা, সিলেট
টেলিফোন +৮৮ ০৮২১ ৮৪১৬৮১
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬২

**যশোর**
যশোর খুলনা হাইওয়ে
(বকচর প্রাইমারি স্কুল এর নিকটে)
বকচর, যশোর
টেলিফোন +৮৮ ০৪২১ ৬৮৫৯৬/৬৬৪২৬
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৭২

**বগুড়া**
চারমাথা, রংপুর রোড, নিশিনদারা, বগুড়া
টেলিফোন +৮৮ ০৫১ ৬৪৩২৭
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬৬

**রংপুর**
উলিপুর মার্কেট, আর, কে রোড, দক্ষিণ গণেশপুর, রংপুর
টেলিফোন +৮৮ ০৫২১ ৬৩৬০৮
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬৭

**ফরিদপুর**
রাজবাড়ি রোড মোর
(কমলাপুর ফিলিং স্টেশন এর নিকটে)
ঢাকা ফরিদপুর হাইওয়ে, ব্রাহ্মণকান্ডা, ফরিদপুর
টেলিফোন +৮৮ ০৬৩১ ৬৫৩৪৫
মোবাইল +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬৪